উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৯,৮০১.৪৩ (-৩১৫.০৬)
নিফটি : ২৪,২৪৬.৭০ (-৮২.২৫)

গুলির লড়াইয়ে শহিদ বাঙালি সেনা
পহলগামে জঙ্গি হানার পর জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হলেন নদিয়ার পাথরঘাটার বাসিন্দা, ভারতীয় সেনার প্যারাকমান্ডো ঝন্টু আলি শেখ। »৭

মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ ২ মে
মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের দিন বদল করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ৩০ এপ্রিলের বদলে ফল প্রকাশ হবে ২ মে। পরীক্ষার ৭০ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ হতে চলেছে। »৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৬° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

গম্ভীরকে মেরে ফেলার হুমকি »১১

শিলিগুড়ি ১১ বৈশাখ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 25 April 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 335

কূটনৈতিক চাল

আরও কড়া ভারত

- ২৭ এপ্রিল থেকে পাকিস্তানের নাগরিকদের বৈধ ভারতীয় ভিসা বাতিল
- মেডিকেল ভিসা নিয়ে এ দেশে আসা পাক নাগরিকদের ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। তারপর তাঁদের ভিসা বাতিল হয়ে যাবে
- বর্তমানে পাকিস্তানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে দেশে ফেরার পরামর্শ
- ভারতীয়দের পাকিস্তান সফরে জারি নিষেধাজ্ঞা

পালটা পাকিস্তান

- সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে নয়াদিল্লির সিদ্ধান্তের জোরালো প্রতিবাদ
- পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাঁরা প্রস্তুত
- ভারতের সঙ্গে সমস্ত ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধের ঘোষণা, তৃতীয় কোনও দেশে বাণিজ্যের জন্য ইসলামাবাদ প্রশাসন নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না ভারতকে
- নিজেদের আকাশসীমা ভারতকে আর ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না
- ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিরক্ষা আধিকারিকদের পাকিস্তান ছাড়তে বলা হয়েছে
- পাকিস্তানও এখন থেকে ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ করে দিচ্ছে
- ওয়াঘা সীমান্ত হয়ে পাকিস্তানে আসা ভারতীয়দের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সে দেশ ছাড়ার নির্দেশ
- ভারতীয়দের জন্য 'সার্ক' ভিসা বাতিল
- সিমলা চুক্তি সহ ভারতের সঙ্গে সমস্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত রাখার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে পাকিস্তান

নিন্দা বিশ্বের

ট্রাম্পের মতোই মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা পহলগাম হামলার নিন্দা জানিয়েছেন

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পামেলা বন্ডি, নিউ ইয়র্কের সেনেটর চাক শুমার, রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক এই ঘটনার কড়া নিন্দা জানান

জঙ্গি হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও

বাজল যুদ্ধের দামামা

কল্পনাতীত শাস্তির হুমকি মোদির মুখে

নয়াদিল্লি ও মধুবনি, ২৪ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধং দেহি মেজাজ ভারত ও পাকিস্তান- উভয় দেশেরই। পর্যটক সহ ২৮ জনের মৃত্যুর পর জঙ্গিদের গুলিতে শহিদ হলেন এক ভারতীয় জওয়ান। কাশ্মীরের উধমপুরে জঙ্গিদের সঙ্গে সেনার মুখোমুখি সংঘর্ষে শহিদ হয়েছেন আদতে বাংলার বাসিন্দা হাবিলদার ঝন্টু আলি শেখ। ধর্মে মুসলিম এই জওয়ানের বাড়ি নদিয়ার পাথরঘাটা গ্রামে।

পাকিস্তানকেই ঠারেঠোরে এই হামলার নাটের গুরু ঠাউরে ভারত বুধবারই সিন্ধু জল চুক্তি রদ সহ একাধিক পদক্ষেপ করেছিল। বৃহস্পতিবার মেডিকেল ভিসা বাতিল সহ আরও একগুচ্ছ পদক্ষেপ করল। পাকিস্তানের নাম না করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যত 'যুদ্ধ' ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সন্তানহীন দম্পতিদের জন্য পরামর্শ শিবির এবার শিলিগুড়িতে আগামী ৪ মে, রবিবার
বন্ধ্যাত্ব বিষয়ক পরামর্শ দেবেন ডা: এস. এম. রহমান
MBBS, MD (Obs & Gyn)
AIIMS New Delhi, Gold Medalist
22 yrs experience
Cradle fertility center
For Appointment Call us: 9147071888
Jeevandeep Building Salugara, Siliguri

বিহারের মধুবনিতে জাতীয় পঞ্চায়েতিরাজ দিবস পালনের মঞ্চে বৃহস্পতিবার সন্ত্রাসবাদী এবং তার মদতদাতাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। মোদি বলেন, 'জঙ্গিদের অবশিষ্ট জমিটুকুও মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।' বক্তৃতা শুরুর আগে সভায় উপস্থিত সবাইকে পহলগামে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নীরবতা পালনের আর্জি জানান প্রধানমন্ত্রী।

সাধারণত দেশে হিন্দিতেই বক্তৃতা দেন মোদি। বৃহস্পতিবার হিন্দি বলতে বলতে হঠাৎ যেন গোটা পৃথিবীকে জানাতে ইংরেজিতে ভাষণ দেওয়া শুরু করেন। তিনি বলেন, 'বিহারের মাটি থেকে আজ আমি সারা বিশ্বকে বলছি, প্রত্যেক জঙ্গি এবং তাদের মদতদাতাদের খুঁজে শনাক্ত করে শাস্তি দেবে ভারত। যারা পহলগামে হামলা চালিয়েছে, সেই সন্ত্রাসবাদী আর এই হামলার ষড়যন্ত্রকারীদের কল্পনাতীত শাস্তি দেওয়া হবে।'

দেশের সাধারণ মানুষ এবং শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দলের সমর্থন ও সহানুভূতিতে এখন বলীয়ান মোদি সরকার। সেই শক্তিতে বুধবারের পর বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি পদক্ষেপ করল নয়াদিল্লি। ভিসা প্রত্যাহার করে পাকিস্তানি নাগরিকদের ২৭ এপ্রিলের মধ্যে ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

সিমলা চুক্তি স্থগিতের বার্তা পাক সরকারের

ইসলামাবাদ, ২৪ এপ্রিল : প্রত্যাঘাতের পথে ইসলামাবাদ। ভারত সিন্ধু নদীর জল চুক্তি রদ করেছিল বুধবার। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিমলা চুক্তি খারিজের ইঙ্গিত দিল পাকিস্তান। সিন্ধু নদী নিয়ে নয়াদিল্লির চুক্তি রদের সিদ্ধান্তকে জল-যুদ্ধের শামিল বলে মন্তব্য করেছে পাক সরকার।

শুধু সিমলা চুক্তি খারিজ নয়, মোট আট দফা পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকার। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় ২৮ জনের মৃত্যুতে পাকিস্তানকে দায়ী করেছে ভারত। কড়া ব্যবস্থা হিসেবে বুধবার পাঁচটি পদক্ষেপ ঘোষিত হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে। ইসলামাবাদে বৃহস্পতিবার পালটা পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠক করেন শাহবাজ।

বৈঠকের পর পাক প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে জানানো হয়, পাকিস্তানে জল বন্ধের যে কোনও চেষ্টাকে 'আগ্রাসন' হিসাবে বিবেচনা করা হবে। পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই জাতীয় পদক্ষেপের জবাব দেবে পাকিস্তান। উপপ্রধানমন্ত্রী ইসাক দার বলেন, 'ভারত কোনও প্রমাণ দেয়নি। ওরা পরিণত আচরণ করছে না। ওদের সরকার অপরিণত এবং তাড়াহুড়ো করে পদক্ষেপ করেছে।' চলতি সপ্তাহের শেষে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল দারের। সেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকের আগেই অবশ্য ভারত সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখায় সেনা মোতায়েন শুরু করে দিয়েছিল পাকিস্তানি সেনা। বুধবার থেকেই গুজরাট, রাজস্থান ও পঞ্জাবের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর পাকবাহিনীর তৎপরতা নজরে আসছে। জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাক সেনার গতিবিধি বেড়েছে। রণকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে কামান ও বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র বসানো হচ্ছে।

জারি হয়েছে রেড অ্যালার্ট। বায়ু ও নৌসেনাকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে শরিফের সরকার। শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে করাচি উপকূল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের প্রস্তুতির খবর মিলেছে। সমুদ্র বন্দর করাচি ভারতীয় নৌসেনার সহজ নিশানা হতে পারে আশঙ্কা করে সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি চলছে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

বৃহস্পতিবার জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকে শরিফের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধানমন্ত্রী ইসাক দার, তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার, আইনমন্ত্রী আজম নাজির তারার, দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মনসুর উসমান আওয়ান ও ৩ বাহিনীর প্রধান। সিন্ধু জলচুক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতের মতো বাণিজ্য বন্ধ ও ভিসা রদের মতো পদক্ষেপ করেছিল ভারত। *এরপর দশের পাতায়*

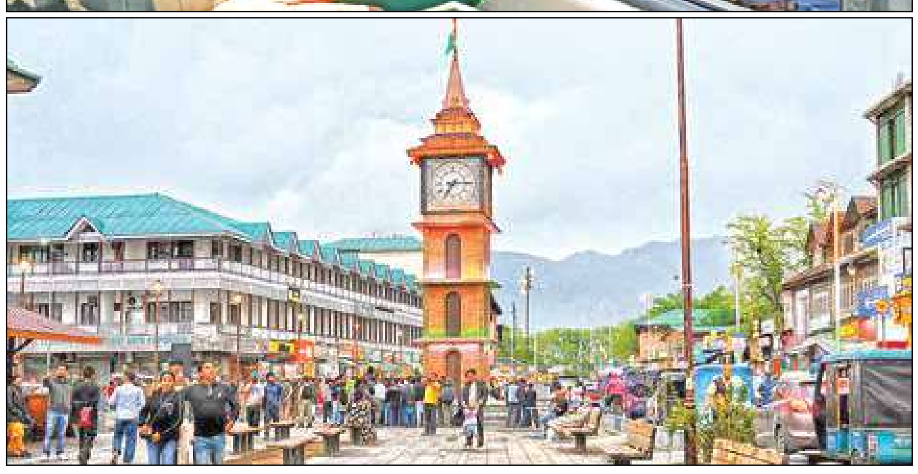

ভারত ছেড়ে দেশে ফিরছেন পাকিস্তানি নাগরিকরা। ওয়াঘা সীমান্তে (উপরে)। জঙ্গিহানা ভুলে ছন্দে ফিরতে চাইছে শ্রীনগর। বৃহস্পতিবার লাল চকে। ছবি : এএফপি ও অপর্ণা গুহ রায়

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন অনেক, নেই শুধু উত্তর

কাশ্মীরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৪ এপ্রিল : কী কারণে হামলা আর কীভাবে ভবিষ্যৎ চলবে সেটাই এখন ভূস্বর্গের বাসিন্দাদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পহলগামের হামলার পর ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এই সমস্ত প্রশ্নের ওপর থেকে ধোঁয়াশা সরার কোনও লক্ষণই নেই। পাশাপাশি, যাঁরা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ছড়ানো শুরু করেছে।

মহম্মদ মুস্তাক শ্রীনগর সংলগ্ন গোন্ডারওয়ালের বাসিন্দা। ২০০৭ সাল থেকে পর্যটকদের নিয়ে প্রতি মাসেই চার-পাঁচবার পহলগাম যান। জঙ্গিহানার পর এতটাই মর্মাহত যে খাবার গলা দিয়ে প্রায় নামছেই না। কী কারণে এই হামলা আর নিজের কাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক ভেবেছেন। কোনও কূলকিনারা পাননি। পর্যটনের মরশুম শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত পহলগামে সেনাবাহিনীর দু-তিনটি নাকা চেকপোস্ট ছিল। পর্যটনের মরশুম শুরুর পর কী কারণে সেই চেকপোস্ট তুলে নেওয়া হল বলে পড়ুয়া আকিব মনজুরের প্রশ্ন। পড়াশোনার ফাঁকে সংসার চালাতে আকিব ডাল লেকে শিকারা চালান। *এরপর দশের পাতায়*

দুঃস্বপ্ন ভুলতে চাইছে ভূস্বর্গ

কাশ্মীরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৪ এপ্রিল : জীবনে খারাপ পর্ব আসেই। কিন্তু ভালোর খোঁজটা চালিয়ে যেতেই হয়। ভূস্বর্গও এই তত্ত্বেই বিশ্বাসী। পহলগামের বৈসরণে জঙ্গি হামলায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বুধবার কাশ্মীর উপত্যকাজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত বনধে স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরল।

জঙ্গি হামলার পর গোটা কাশ্মীরজুড়ে পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হতেই বেশিরভাগ পর্যটক পহলগাম, সোনমার্গ, গুলমার্গ, দুধপাথরি, ইউজমার্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভিউপয়েন্টগুলি ছেড়ে নিরাপত্তার জন্য শ্রীনগরে ঘাঁটি গেড়েছেন। অনেকেই চড়া দামে বিমানের টিকিট কেটে উপত্যকা ছেড়েছেন। আর যাঁরা যেতে পারেননি, তাঁরা শ্রীনগরের বিভিন্ন হোটেলে রয়ে গিয়েছেন। অন্যান্য ভিউপয়েন্টের হোটেলগুলি খাঁখাঁ করলেও শ্রীনগরের হোটেলগুলিতে এদিনও পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় ছিল। শ্রীনগরের বাইরের গুরুত্বপূর্ণ ভিউপয়েন্টগুলি ঘুরে দেখার কর্মসূচিরও পরিবর্তন তাঁদের করতে হয়। এদিন সকাল থেকেই ডাল লেক, শালিমার বাগ, মানসবাল লেক, নিশাদবাগ টিউলিপ গার্ডেন, শংকরাচার্য মন্দির, পরিমহল প্রভৃতি স্থানে পর্যটকরা ঘুরে কার্যত দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান। তাঁদের অনেকেরই ইতিমধ্যেই একবার এই জায়গাগুলি ঘোরা হয়ে গিয়েছিল। তবে অন্য কোনও জায়গায় যাওয়ার উপায় না থাকায় তাঁরা এদিন ফের চেনা জায়গাগুলিতেই আবার ঢুঁ মারেন। *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরের খোঁজে

এক হুংকার ও শিলিগুড়ির মেয়রকে এক চিঠি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দুপুর শেষ হয়ে আসার মুখে আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে হলুদ স্কুল বাসগুলো যায়। সন্তানকে নেবেন বলে দাঁড়িয়ে থাকেন কোনও মা। তখনই হয়তো আপনাদের পাড়ার কৃষ্ণচূড়া, জারুল, পেয়ারা, রাধাচূড়ার ছায়া মাড়িয়ে চার তরুণী যাচ্ছেন নানা ভঙ্গিতে। প্রতিদিনের ছবি।

পারলে তাঁদের একবার একটা প্রশ্ন করবেন মাননীয়েষু গৌতম দেব। এই যে সেদিন সবুজ জামা পরে আপনারই পুরসভার মেয়র ইন কাউন্সিল অসভ্যের মতো জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের অফিসে অকারণ তারস্বরে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন, সেটা কেমন লেগেছে? কোনও সাধারণ শিক্ষক এমন করলে সাসপেন্ড হতেন না? তবু ভালো, কী ভাগ্যি শিলিগুড়ির, এবার সবুজ শার্ট আগের বারের মতো থুতু ছেটাননি।

এভাবেই কি বাড়িতে কথা বলার শিক্ষা দেওয়া উচিত? বা স্কুলে?

ঔদ্ধত্যের শেষ বাক্য হয়ে দাঁড়ানো ওই শর্মা আসলে কে? সবুজ ফুলশার্টের নাম রঞ্জন শীলশর্মা। আপনাদের শহরে কত ভোট ওই অসভ্যতার জন্য কমল বলতে পারব না। তবে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট কিছু কমতে বাধ্য ওই শর্মার জন্য। সরকারি অফিসারদের অপমান করার এ ধরনের ঔদ্ধত্য এঁরা কোথায় পান, শহরের মহানাগরিক? প্রকাশ্যে সবুজ শার্টকে তীব্র ভর্ৎসনা কি করা উচিত ছিল না আপনার? এরপর যদি একজন প্রাথমিক শিক্ষক আপনার চেম্বারে ঢুকেও তুলে নিয়ে যাওয়ার তর্জনগর্জন করে, সেটা কি মানতে পারবেন মহাশয়?

মাসকয়েক আগে গজলডোবার জমি দুর্নীতি নিয়ে লেখালেখির সময়, এই নামটি উঠেছিল অনেক শর্মার সঙ্গে। আপনি তো মেয়র মশাই সেবারও কিছু করেননি। কোনও ব্যবস্থা? না। কোনও প্রকাশ্য ভর্ৎসনা? না। তা হলে আপনি কী বার্তাটি দিলেন আপনার অন্য দুর্নীতিগ্রস্ত পারিষদদের জন্য? চালিয়ে খেলো!

আপনার মেয়র পারিষদদের মধ্যে অনেকেই চালিয়ে খেলায় শুভমান গিল। রত্ন। হিরের রত্ন।

এক রত্ন অসংখ্য বেআইনি নির্মাণের পিছনে। এক রত্ন গ্রামের পঞ্চায়েতের মতো-- স্ত্রী কাউন্সিলার, অথচ পিছন থেকে চালান স্বামী। অন্তত পাঁচজনের সম্পত্তির এত বাড়ন্ত, চোখে লাগে। এক রত্ন নিজের নামে বেআইনি কলোনি বানিয়ে ফেলেছেন জীবদ্দশায়। মহানন্দাতীরে বেআইনি জমিকে আইনি করে দেন এক ছুমন্তরে। বাংলায় এমন মন্ত্রোচ্চারণের লোক পাওয়া কঠিন। *এরপর দশের পাতায়*

এডিশন স্পেশাল

শিক্ষকদের ধর্নায় ভিড় কম
» *পাঁচের পাতায়*

জঙ্গিদের ডিজিটাল অস্ত্র ট্রেকিং অ্যাপ
» *সাতের পাতায়*

ভোট স্ট্র্যাটেজি! সমীক্ষায় হিন্দু মহামঞ্চ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে হিন্দুত্বে আরও শান দিতে তথ্য সংগ্রহে নামছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির 'বি' টিম হিসাবে পরিচিত বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে শিলিগুড়ি শহরকে চার ভাগে ভাগ করে শুরু হয়েছে বিশেষ সমীক্ষা। সমীক্ষার জন্য মহামঞ্চের তরফে তাঁদেরই একেকজন সদস্যকে একেকটি এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষা শুরুর আগে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে ওই সদস্যদের। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ মূলত রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের (আরএসএস) মতাদর্শে বিশ্বাসী।

কী থাকছে ওই সমীক্ষাতে?

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মূলত দুটি বিষয়ের ওপর সমীক্ষা করা হচ্ছে। এক, কোন এলাকায় কত মন্দির রয়েছে। দুই, নির্দিষ্ট

প্রতীকী ছবি

কোনও এলাকায় সংখ্যালঘুর সংখ্যা কত বাড়ছে। মন্দিরের ক্ষেত্রে আবার সমীক্ষার তিনটে ভাগ করা হয়েছে। ছোট, মাঝারি ও বড়। সেইমতো ভাগ হিসেবে এলাকায় থাকা মন্দিরগুলো চিহ্নিত করে রাখা হচ্ছে। সংখ্যালঘুদের সংখ্যার ক্ষেত্রে মূলত বুথভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাছাড়া এলাকায় নতুন কোনও সংখ্যালঘু পরিবার এসেছে কি না, এসে থাকলে সেই সংখ্যাটা কত, সে বিষয়েও যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। আগে থেকে যেসব সংখ্যালঘু পরিবার রয়েছে, সেই পরিবারে ভোটার সংখ্যা বাড়ল কি না, সেদিকেও নজর রাখছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'বিশ্বস্ত' দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা।

তবে এর সঙ্গে ভোটের কোনও যোগ নেই বলে দাবি বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডলের। তাঁর বক্তব্য, 'শহরে বাইরে থেকে লোক ঢুকছে। তাতে জনবিন্যাসে পরিবর্তন হচ্ছে।' *এরপর দশের পাতায়*

মোটা টাকায় ৯ বাংলাদেশিকে আশ্রয়

গ্রেপ্তার বাড়ির মালিক, হেপাজত না চাওয়ায় প্রশ্নে পুলিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : একই বাড়িতে নয়জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ, সবকিছু জেনেও মুখ বুজে ছিল স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। বুধবার রাতে এলাকায় হইচই হতেই তড়িঘড়ি নয়জনকে তুলে নিয়ে যায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাড়ির মালিক নির্মল মজুমদারকে।

নয় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে ছয়জন প্রাপ্তবয়স্ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল যতীন্দ্রচন্দ্র রায়, বাউল রানি, বালুচন্দ্র রায়, গোলাপি রানি, ঝর্ণা রানি, সঞ্জীব রায়। বাকি তিনজন নাবালককে জুভেনাইল আদালতে পাঠানো হবে। এতজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হলেও পুলিশ অভিযুক্তদের হেপাজতে না নেওয়ায় উঠছে প্রশ্ন। যাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও শহরের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বলছেন ওই অনুপ্রবেশকারীদের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হবে। থানা এবং পুলিশকর্তার কথার মিল না থাকায় পুরো বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। তবে কি পুলিশের পদস্থ কর্তাদের অন্ধকারে রেখেই অভিযুক্তদের আদালতে পাঠিয়েছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ? এমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সরকারি আইনজীবী মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানায়নি। ধৃতদের বিরুদ্ধে ১৪ এ এবং ১৪ বি বিদেশি আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাই বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

আশিঘর ফাঁড়িতে আনা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের।

শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযুক্তদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার ফকদইবাড়ির বাসিন্দা নির্মল তাঁর বাড়িতে নয়জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অভিযুক্তরা সকলেই বাংলাদেশের রংপুরের বাসিন্দা। ইসলামপুরের কাছে সীমান্ত দিয়ে মাস দুয়েক আগে ভারতে প্রবেশ করে বলে খবর। এরপর এক মাস ইসলামপুরেই ছিল। মাসখানেক আগে ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়িতে আসে। অভিযুক্ত নির্মল তাঁর বাড়িতে মোটা টাকার বিনিময়ে ভাড়া দেন বলে খবর। ধৃতদের কারও কাছেই কোনও পাসপোর্ট বা ভিসা নেই।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা রংপুরের এক মহিলা এজেন্টকে মাথা পিছু ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা করে দিয়েছিল। *এরপর দশের পাতায়*

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
MAHIS BATHAN, COOCH BEHAR
RECRUITMENT NOTICE
1. **TGT-Mathematics** (01) : Qualifications Required : Graduate or Post Graduate with B.Ed., with proficiency in English and Computer. Work experience : 0-2 years. **2. TGT-Computer** (01) : Qualification: Bachelor degree in Computer Science, IT, or related field with excellent communication skill (English). Work experience : 0-2 years. **3. IT Technician** (01) : Qualification : Graduate with sound knowledge in maintenance of Computer Systems and working knowledge of DTP (Photoshop etc.) Work Experience : 0-2 years. Please send your resume at the latest by 9th May 2025. Email : **binamohitmemorialschool@rediffmail.com**

অবহেলায় শালবাগান

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার শালবাগান।

কোচবিহার, ২৪ এপ্রিল : কোচবিহারের ফুসফুস বলা হয় শালবাগানকে। পর্যটনের সম্ভাবনা থাকলেও সরকারি উদাসীনতা ও পরিকাঠামোর অভাবে কার্যত ব্রাত্য হয়ে পড়ে রয়েছে শালবাগানটি। একাধিকবার এখানকার পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। শালবাগানে প্রবেশপথের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। শিশু উদ্যানের খেলনা ভেঙে গিয়েছে বহুদিন আগেই। পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবে নেশার আসর বসছে বলে অভিযোগ। পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে এখানকার পরিকাঠামো তৈরির দাবি উঠেছে।

বন দপ্তরের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলেছেন, 'পরিকাঠামোর বিষয়গুলি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শালবাগানে পিকনিক করা নিষিদ্ধ। তবে এখানে পর্যটকরা বেড়াতে আসতে পারেন।'

কোচবিহারের প্রায় ১০০ বিঘারও বেশি জমির ওপর শালের বাগান রয়েছে। নাম শালবাগান হলেও সেখানে সিংহভাগ সেগুন গাছ রয়েছে। সারাবছর কার্যত পর্যটকহীনভাবে পড়ে থাকলেও আগে পিকনিকের মরশুমে এখানে নিত্য ভিড় হত। শহর ও শহর লাগোয়া মানুষরা শালবাগানে পিকনিক করতেন। ২০২১ সাল থেকে তা নিষিদ্ধ করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্তমানে শালবাগানে পর্যটকের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। বেশকিছু মানুষ প্রাতর্ভ্রমণ করেন এখানে। বেশকিছু তরুণকে ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়। পাশাপাশি শালবাগানের আড়ালে নেশার আসর বসে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভু দাস বলেন, 'শালবাগানে যাওয়ার রাস্তাটি পাকা করা প্রয়োজন। সেখানে পানীয় জল, শৌচালয় তৈরির পাশাপাশি উদ্যানটি ভালো করে সাজালে অনেক পর্যটকই এখানে বেড়াতে আসতে পারেন।' আরেক বাসিন্দা শ্যামল রায়ের বক্তব্য, 'আগে শীতের সময় এখানে উৎসবের চেহারা নিত। এখন তো বাইরের কোনও মানুষই আসেন না। এখানে বেশি সংখ্যক পর্যটক এলে তাঁদেরকে কেন্দ্র করে এলাকায় অর্থনীতির ওপর ভালো প্রভাব পড়ার আশা রয়েছে।' শালবাগানে নেশার আসর বসানোর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। কোচবিহার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাবের তরফে দিলীপ চৌধুরী বলেছেন, 'শালবাগান হল কোচবিহার শহরের ফুসফুস। সেটিকে রক্ষা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। শালবাগানকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরার জন্য বন দপ্তরের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।' রাজার শহর কোচবিহারের আনাচকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী নানা স্থাপত্য। রাজবাড়ি, সাগরদিঘি থেকে মদনমোহনবাড়ি, বৈরাগীদিঘি- সব পর্যটনস্থলেই প্রতিদিন ভিড় দেখা যায়। তবে কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকায় শালবাগান একমাত্র বনাঞ্চল। সেই বনাঞ্চল যাতে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের জায়গা হয়ে ওঠে সেজন্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই।

উন্নয়নের দাবি
- শালবাগানে প্রবেশপথের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল
- শিশু উদ্যানের খেলনা ভেঙে গিয়েছে বহুদিন আগেই
- পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবে নেশার আসর বসছে

মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চায় দলিত মঞ্চ

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : নিজেদের দাবি পূরণে হয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে, না হলে উত্তরকন্যার সামনে অবস্থানে বসার হুঁশিয়ারি দিল উত্তরবঙ্গ দলিত একতা মঞ্চ। এজন্য প্রশাসনকে এক মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে মঞ্চ। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলা থেকে মঞ্চের ৩৫ জনের এক প্রতিনিধিদল উত্তরকন্যায় এসে স্মারকলিপি জমা দেন। স্মারকলিপি জমা দিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মঞ্চের এক সদস্য গৌতম বাসফোর বলেন, 'গত এক বছরের বেশি সময় ধরে আমরা বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে দরবার করেছি। বেশ কয়েকবার উত্তরকন্যায় এসে হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষজন নিজেদের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু সুরাহা হয়নি। দাবি পূরণে এক মাসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ না পেলে আমরা কয়েক হাজার সদস্য মিলে উত্তরকন্যার সামনে অবস্থানে বসব।'

মাসখানেক আগে উত্তরবঙ্গের ৯টি আলাদা সংগঠন মিলে এই মঞ্চ তৈরি হয়। পরে আরও তিনটি সংগঠন এই মঞ্চে যোগ দেয়। আগামীদিনে কোচবিহার থেকে মালদা জেলার আরও বেশ কয়েকটি সংগঠন মঞ্চের ছাতার তলায় আসতে চলেছে বলে দাবি মঞ্চের অন্য এক সদস্য সুরিন্দর রাউতের। তাঁর কথায়, 'সরকারি চাকরিতে আমাদের উপেক্ষিত থাকতে হচ্ছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই দেখা করে কথা বলতে চাই।'

হন্ডা মোটরের সড়ক নিরাপত্তা অভিযান

নিউজ ব্যুরো

২৪ এপ্রিল : হন্ডা মোটর সাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া (এইচএমএসআই) সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ব্যান্ডেল আর্মি পাবলিক স্কুলে সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা অভিযান আয়োজন করে। ২৪০০ পড়ুয়া ও শিক্ষাকর্মী তাতে অংশ নেন। এই উদ্যোগে শিশু ও তরুণদের নিরাপদে মোটর সাইকেল রাইড করতে সচেতন করা হয়েছে। ইন্টার‍্যাক্টিভ লার্নিং-এর মাধ্যমে হেলমেটের প্রয়োজনীয়তা, এছাড়া বিপদের পূর্বাভাস পেলে কী করতে হবে তাও জানানো হয়েছে। পড়ুয়ারা ভার্চুয়াল রাইডিং সিমুলেটরের মাধ্যমে বাস্তবের রাস্তায় গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করে। হন্ডা ২০৩০-এর মধ্যে পথ দুর্ঘটনায় ৫০ শতাংশ মৃত্যু কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, ২০৫০-এর মধ্যে তা হবে শূন্য। এছাড়া হন্ডার তরফে ডিজিটাল রোড সেফটি লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ই-গুরুকুল চালু হয়েছে।

আজ টিভিতে

গুরুজি রঞ্জন প্রসাদ কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে রোশনাইকে তিনি নিজের মেয়ে নয়নতারা বলে পরিচয় দেন।
রোশনাই রাত ১০.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ গরীবের বউ, ১০.০০ শুভদৃষ্টি, দুপুর ১.০০ দুজনে, বিকেল ৪.১৫ খোকাবাবু, সন্ধ্যা ৭.১৫ ছোটবউ, রাত ১০.১৫ জন্মদাতা
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অগ্নিপথ, দুপুর ২.০০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ লোফার, রাত ১২.৩০ তিন ইয়ারি কথা
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.১৫ রংবাজ, বিকেল ৩.৫০ ফুল আর পাথর, সন্ধ্যা ৭.০০ মস্তান, রাত ১০.০০ দ্য রিটার্ন অফ অভিমন্যু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগপঞ্চমী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ উৎসর্গ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ এই অরণ্য
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৭ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৩.২৪ ম্যায় হু রাখওয়ালা, সন্ধ্যা ৬.১৯ ও মাঞ্চি ঘোস্ট, রাত ৮.৩০ হিম্মতওর, ১১.১৬ বস্তর – দ্য নকশাল স্টোরি
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১১.০৮ দ্য উইচ: পার্ট-টু, দুপুর ১.৪৯ বাওয়াল, বিকেল ৫.২৪ ভেঙ্কি মামা, রাত ৮.০০ আই ১১.০২ খুবসুরত
রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৪৫ দ্য গ্রেট ডিক্টেটর, ২.৪৫ ডাউন উইথ লভ, বিকেল ৪.৩০ লে দ্য ফেবারিট, সন্ধ্যা ৬.০০ দ্য নাট জব, ৭.৩০ মাই সুপার এক্স গার্লফ্রেন্ড, রাত ৯.০০ বার্নট, ১০.৪০ হোয়াটস ইয়োর নম্বর
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ১০.০৪ সালাম ভেঙ্কি, দুপুর ১২.২৩ বার বার দেখো, ২.৪৮ বরেলি কি বরফি, বিকেল ৪.৫২ গুড বাই, সন্ধ্যা ৬.১৯ পূর্ণা, রাত ৯.০০ জাজমেন্টাল হ্যায় ক্যায়া,

গুড মর্নিং আকাশে অরিজিৎ সিংয়ের জন্মদিন স্পেশাল পর্বে গান শোনাবেন **শোভন গঙ্গোপাধ্যায়।**
সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

দুজনে দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

দ্য হিলস হ্যাভ আইজ
সন্ধ্যা ৭.১৫ **মুভিজ নাউ**

সালাম ভেঙ্কি সকাল ১০.০৪ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

লোন
পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) 97751-37242.

অ্যাফিডেভিট
অদ্য ইংরেজি ২৪/০৪/২০২৫ তারিখে নোটারি Affidavit বলে আমি Rajeet Kr. Prasad থেকে Ranjeet Kumar Prasad হইলাম। (C/116210)

কর্মখালি
উঃ বঙ্গে সব জেলায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য M/F প্রয়োজন। M : 9679368850. (M/M)

ডিস্ট্রিবিউটার
Detergent Powder এর জন্য Sub-distributor চাই। জেলা : আলিপুরদুয়ার/জলপাইগুড়ি। M: 7908090713. (C/115537)

সূর্যকমল স্টেশনে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর-এস-২০২৫-কে-০৪ তারিখঃ ২২-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কমন লুপ লাইন রূপে সূর্যকমল স্টেশনের লুপ লাইন নং. ১ এর পরিবর্তনের হেতু সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৩,১৫,৮৯,৬২৪.৯২/- টাকা। আমানত ধনঃ ৩,০৮,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২২ অব ২০২৫, তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ হাতিয়ার-কুমেদপুরঃ ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর ব্যবস্থা - ৫টি স্টেশন। (পি. ওয়ে ওয়ার্কস অ্যান্ড ফরমেশন ওয়ার্কস)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২৬,৭৩,৮৮৪.০১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১৩,৪০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনিয়র ডিইএন ২ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে যোগবানি, ফরবেসগঞ্জ ও রায়গঞ্জে আরপিএফ ব্যারাক এবং অফিস-এর পুনর্সংস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৪,৫৩,৪৭৯.০৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৬৯,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জালালগড়ে - সরাসরি আগমন ও প্রস্থানের সুবিধাসহ লাইন নং. ০৩-এর পাশে একটি পণ্য লাইন নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৭০,৯৩,৮০২.৫১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৪১,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে জীর্ণ ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির পুনর্নির্মাণ। (খ) সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে জীর্ণ ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৩,০৪,২৫০.৯৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৪৬,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিনেমা CINEMA
Now Showing at BISWADEEP
JAAT
One Show : 1.15 P.M
ODELA 2
Time : 4.15, 7.15 P.M

Notice Inviting e-Tender Vides NIeT No. WB/APD/KMG/BDO-ET/02/2025-26 Dt. 23.04.2025
Last Date and Time for online bid submission is 08.05.2025 at 18.00 Hrs. hours. Intending bidders are requested to please visit :- **www.wbetenders.gov.in** website or notice board of BDO office, Kumargram for more details.
Sd/- Block Development Officer
Kumargram Development Block
&
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samiti
Kumargram, Alipurduar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
অকশন ক্যাটালগ
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিতমতো ই-অকশন আহ্বান করছেন : **অকশন ক্যাটালগ নং :** এসডিএএইচ-পার্সেল-৪২। **অকশন কর্তৃপক্ষ:** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল লট) :** ০৯.০৫.২০২৫, সকাল ১১টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় :** ০৯.০৫.২০২৫, দুপুর ১.২০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোন :** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনের সীমা :** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ সময়সীমা :** ৩০ মিনিট। **ক্রমানুযায়ী লট বন্ধের ব্যবধান :** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন :** ১০ বার। **বিবরণ :** রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস। **সিকোয়েন্স নং, লট নং/ক্যাটাগরি, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপ :** এএ/১, ১৫০৪৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৮, ০৯.০৫.২০২৫/সকাল ১১.৩০। এএ/২, ১৫০৪৯-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ২০৮, ০৯.০৫.২০২৫/সকাল ১১.৪০। এএ/৩, ১৫০৫১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৯.০৫.২০২৫/সকাল ১১.৫০। এএ/৪, ১৩১৮১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৫, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২টা। এএ/৫, ১২৫১৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.১০। এএ/৬, ১২৫০১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এজিটিএল-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.২০। এএ/৭, ১২২৫৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিকেএন-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৭, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.৩০। এএ/৮, ১২৩১৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.৪০। এএ/৯, ১২৩৭৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.৫০। এএ/১০, ১২৩৪৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১টা। এএ/১১, ১৩১৪৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১.১০। এএ/১২, ১৩১৪৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিএক্সটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১.২০। **রেট ইউনিট :** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%):** প্রতিটির জন্য ০.২। **ইএমডি :** ১০% প্রতিটির জন্য। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** সিকোয়েন্স নং এএ/১ থেকে এএ/৭-এর জন্য শূন্য এবং সিকোয়েন্স নং এএ/৮ থেকে এএ/১২-এর জন্য ২০,০০,০০০ টাকা। **লটের অবস্থা :** আরপি অনিষ্পাদিত প্রতিটির জন্য।
(SDAH-27/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ফর্ম নং-১৪
(প্রবিধান-৩৩ (২) লক্ষ করুন)
রেজিস্ট্রা. এ/ডি, দস্তি ব্যর্থ হলে যা প্রকাশনার মাধ্যমে করা হবে।
রিকভারি অফিসারের কার্যালয়-I/II
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল
তৃতীয় তলা পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
দাবি বিজ্ঞপ্তি
রিকভারি অফ ডেটস-এর অন্তর্গত সেকশন ২৫ থেকে ২৮ এবং ব্যাংক্রাপ্টসি অ্যাক্ট ১৯৯৩ এবং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকেন্ড সিডিউলের রুল ২-এর অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞপ্তিটি
আরসি/৮/২০২৪ ২১.০৪.২০২৫
ইন্ডিয়ান ব্যাংক
বনাম
সাপিউর রহমান
প্রতি,
(সিডি-১) সাপিউর রহমান হাজি ফারজান আলির পুত্র, মেসার্স হাজে এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকরণ, ছট প্রধানপাড়া, পোস্টঃ- ফুলবাড়ি হাট, থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিনঃ- ৭৩৪৪৩৫-এ ব্যবসা চালান এবং বসবাসরত বাসিন্দা।
এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা দ্বারা প্রদত্ত আদেশের অনুসরণে, জারি প্রাপ্ত পুনরুদ্ধার শংসাপত্রটিতে রিকভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়িতে **টিএ/৩৭১/২০১৭**-এ **টাঃ-১৭৫১২১৮.৬৫ (টাঃ সতেরো লক্ষ একান্ন হাজার দুইশত আঠারো এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র)** সঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ ১৬.৫০% **২৯.০৫.২০১৫** তারিখ পর্যন্ত প্রতীতী অর্থ **টাঃ ২০০০০ (টাঃ কুড়ি হাজার মাত্র)** আপনার বকেয়া রয়েছে (যুগ্মভাবে এবং আলাদাভাবে/সম্পূর্ণভাবে/নির্দিষ্টভাবে)।
২. আপনাকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তা দিতে ব্যর্থ হলে ফিনানসিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ এবং এর অন্তর্ভুক্ত ধারার দ্বার ব্যাংকের দ্বারা ঋণ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে অর্থটি পুনরুদ্ধার করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা শুনানির পরবর্তী তারিখে বা তার আগে একটি হলফনামার মাধ্যমে আপনার সম্পদগুলি ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে।
৪. আপনাকে এতদ্বারা, তদরিক্ত কার্যধারার হেতু নিম্নে স্বাক্ষরকারীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেওয়া হচ্ছে ০৯.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০-য়।
৫. উপরের উল্লেখিত অর্থ ছাড়াও, আপনি যে অর্থ প্রদানের জন্য দায়ী থাকবেন ঃ-
ক) শংসাপত্র/সম্পাদনা কার্যধারার এই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণার পরবর্তীতে অবিলম্বে এই ধরনের সুদ পরিশোধ করার মেয়াদকাল আরম্ভ হয়ে যাবে।
খ) বকেয়া অর্থমূল্য পুনরুদ্ধারের হেতু সমস্ত কাজ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া সঙ্গে বিজ্ঞপ্তি এবং সমন জারি করার পরিষেবার খাতে সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচপত্র দাবি করা হবে।
আমার হাতে দ্বারা ট্রাইবিউনালটিতে সিলমোহর দেওয়ার তারিখ ঃ-**২১.০৪.২০২৫**
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়ি

ফর্ম নং-৩
[প্রবিধান-১৩ (১)(১)(এ) লক্ষ করুন]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়ি
তৃতীয় ৩লা পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১(পশ্চিমবঙ্গ)
কেস নং- ওএ/১৪৪/২০২৪
সমনটি সেকশন ১৯ এর সাব সেকশন (৪) এর অন্তর্গত যেটি ঋণ পুনরুদ্ধারর ট্রাইবিউনাল (কার্যপ্রণালী) ১৯৯৩ এর রুল ৫ এর অন্তর্ভুক্ত সাব রুল (২এ) এর দ্বারা পঠিত
প্রদর্শন নং- ১১০৫
ইন্ডিয়ান ব্যাংক
বনাম
মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন শ্রী পান্নালাল খাটিক, স্বত্বাধিকারী
প্রতি,
(১) মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন স্বত্বাধিকারী শ্রী পান্নালাল খাটিক
১০৭ ১৫২, দলবীর, নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়; প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০৩
সমন
যেহেতু, ওএ/১৪৪/২০২৪ সম্মানীয় মুখ্য আধিকারিক/করণাধ্যক্ষ এর সামনে **২৬.০২.২০২৫** তারিখে তালিকাভুক্ত।
যেহেতু, সম্মানীয় ট্রাইবিউনাল সেকশন ১৯(৪) এর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখিত আবেদনটির সমন/বিজ্ঞপ্তিটি জারি করার দ্বারা আপনার বিরুদ্ধে টা: ৭৪৫৯০৮৬/- (আবেদনপত্র সঙ্গে সংযোজিত নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি) বকেয়া পুনরুদ্ধার রুজু করা দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েছেন।
সেকশন ১৯ এর অন্তর্ভুক্ত সাব সেকশন (৪) অনুসারে, আপনাকে একজন বিবাদী রূপে নিম্নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(১) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কেন কোনও প্রকার ত্রাণ প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে না তার কারণ দর্শানো।
(২) আপনি মূল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ এর অধীন প্রকাশ করা সুরক্ষিত সম্পদ বা এই জাতীয় অন্যান্য সম্পত্তি এবং সম্পদের লেনদেন অথবা নিষ্পত্তি থেকে বিরত থাকবেন শুনানির মুলতুবি এবং সম্পত্তিটির সঙ্গে সংযোজিত আবেদনের নিষ্পত্তি থেকে।
(৩) আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ এর দ্বারা প্রকাশিত নির্দিষ্টভাবে অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তিগুলির কোনও প্রকার বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করবেন না ট্রাইবিউনালের পূর্ব অনুমতিবিহীন। শুধুমাত্র সম্পদগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যধারা করা যাবে যেটির উপর নিরাপত্তা সুদ ধার্য করা হবে।
(৪) ব্যবসার সাধারণ কার্যধারায় সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয় আয়ের প্রতি আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন এবং এই ধরনের সম্পদের উপর নিরাপত্তা সুদ ধারণকারী ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকারী অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়ের অর্থ জমা দিতে আপনি বাধ্য।
আপনাকে, আবেদনকারীর একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ০২.০৫.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ রেজিস্ট্রারের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আবেদন জমা দিতে ব্যর্থতাটিকে শুনানিতে আপনার অনুপস্থিতি রূপে গণ্য করা হবে।
এই তারিখে আমার হাতের অধীন এই ট্রাইবিউনালে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে : ০২/০৪/২০২৫
ট্রাইবিউনাল দ্বারা নির্দেশিত
স্বাক্ষরিত, এই সমন সম্পর্কিত অনুমোদিত কর্মকর্তার দ্বারা
সহকারী রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল
শিলিগুড়ি

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ০৯-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/বঙ্গাইগাঁও রোড অধিক্ষেত্রের অধীনে কিমি ২৬০/০-২৬৮/৪-৫ (মোট=৮.৪৫কিমি)-এ টিএসআর(পি)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২১,৫৬,০৩৫.৯০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১০,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি
আমার ঠাকুরদা মৃত বঙ্কিম চন্দ্র নন্দি, পিতা মৃত চিন্তাহরণ নন্দি, সাকিন মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি, নিম্ন তপশিলভুক্ত জমি যাহা ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উভয়ের সাল 1959 মূলে খরিদ করে এবং তিনি তার জীবনকালে কোনও জমি বিক্রি করে নাই। কিছু অসাধু ব্যক্তি একটি দলিল ও আমমোক্তারনামা দ্বারা সেই জমি বিক্রি করেন। উক্ত দলিল ও আমমোক্তারনামাতে পিঠদলিল এ ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উল্লেখ নাই। তারাই উক্ত জমির মূল খতিয়ানের উত্তরাধিকার থেকেও দলিল মূলে সেই জমি বিক্রি করে। যদি কোনও ব্যক্তি নিম্ন তপশিলভুক্ত জমি ক্রয় করেন তবে তাহা নিজ দায়িত্বে করবেন। তপশিল- মৌজা বিন্নাগুড়ি শিট নং ১১, মোট জমি ১০ একর, দাগ নং ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪ ও ৫৮৫, খতিয়ান নং ৪৮৩/১ ও ৪৮৩/২, জেলা জলপাইগুড়ি।

সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন
উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।
যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com
উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে আশানুরূপ ফল লাভ। শারীরিক দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বৃষ : ব্যবসায় উন্নতি। শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে ভ্রমণের সুযোগ আসবে। মিথুন : সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। ছোট কারবারিদের সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্কট : শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি। দাম্পত্যকলহ থেকে দূরে থাকুন। সিংহ : পুরোনো সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা কাটবে। ব্যবসায় নতুন লগ্নির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। কন্যা : স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। সহকর্মীদের পুরোনো সমস্যা মিটে যাবে। তুলা : মাতা-পিতার সাহায্যে পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসবে। বৃশ্চিক : দীর্ঘদিনের কোনও আশা আজ পূরণ হবে। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের উন্নতি। ধনু : উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ। পারিবারিক সদস্যদের সহযোগিতা বাড়বে। মকর : শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। চাকরির ক্ষেত্রে একাধিক সুযোগ আসবে। কুম্ভ : গুরুজনদের স্বাস্থ্যে উন্নতি। পারিবারিক অশান্তি দূর হবে। মীন : চাকরিরতদের পদোন্নতি। টেকনিকাল সংক্রান্ত পড়াশোনায় আশানুরূপ ফল লাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৫ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল, ২০২৫, ১১ বহাগ, সংবৎ ১২ বৈশাখ বদি, ২৬ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৩, অঃ ৫।৫৮। শুক্রবার, দ্বাদশী দিবা ৮।৮। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৩৫ পরে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।১২ ইন্দ্রযোগ দিবা ৯।৪৬ তৈতিলকরণ দিবা ৮।৮ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৩ গতে বনিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নগরণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাত ৫।৩৫ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৪।১২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, প্রাত ৫।৩৫ গতে একপাদদোষ, দিবা ৮।৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৮।৮ দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।২৪ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৭ গতে ১০।১১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে পশ্চিমে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, দিবা ৮।৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- প্রাত ৫।৩৫ গতে দিবা ৮।২৪ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, দিবা ৮।২৪ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন। দিবা ৮।৮ মধ্যে একাদশীর পারণ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ৭।৩৮ গতে ১০।১৫ মধ্যে ও ১২।১৫ গতে ২।৩৫ মধ্যে ও ৪।২০ গতে ৫।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩২ গতে ৯।০ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৭ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ২৪ এপ্রিল : চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার হল খড়িবাড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালে বাতাসির পান্তাবাড়ির একটি চা বাগানে পাতা তোলার সময় চিতাবাঘের মৃতদেহ দেখতে পান শ্রমিকরা। খবর পেয়ে অকুস্থলে পৌঁছান টুকরিয়াঝাড়ের বনকর্মীরা। তাঁরাই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বেঙ্গল সাফারিতে পাঠান। বনকর্মীদের অনুমান, ৪-৫ দিন আগে এই পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়। টুকুরিয়াঝাড়ের রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়া বলেন, ‘চিতাবাঘটির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মনে হচ্ছে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে মারা যায় চিতাবাঘটি।’ চিতাবাঘটির মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর। স্থানীয় অমূল্য সিংহ বলেন, ‘থানঝোরা ও ফুলবাড়ি চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের সংখ্যা বেড়েছে।’ বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

পুলিশ হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ এপ্রিল : গাঁজা পাচারে ধৃত দুজনকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। বুধবার সত্য রায় ও রতন রায়কে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

বিক্ষোভে বন্ধ অভিযান

চার্চ রোডের দোকানে হানা জিএসটি আধিকারিকদের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : মাঝপথে রণে ভঙ্গ জিএসটি অভিযান। অভিযানে নামা জিএসটি আধিকারিকদের ব্যবসায়ীরা ঘিরে ধরতেই, তাঁরা গাড়ির পথ ধরলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির চার্চ রোড এলাকায়।

যদিও ব্যবসায়ীদের একাংশই ওই জিএসটি আধিকারিকদের গাড়ি পর্যন্ত গার্ড করে পৌঁছে দেন। স্টেট জিএসটির গাড়িগুলি এলাকা থেকে রওনা দেওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ওই আধিকারিকরা। হার্ডওয়্যার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় আগরওয়ালের বক্তব্য, ‘জিএসটি আধিকারিকরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আমরাও তাঁদের সহযোগিতা করেছি। তবে আমরা বলেছি এভাবে এতজন একসঙ্গে এলে বাজারে ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই কম সংখ্যায় তাঁদের আসতে অনুরোধ করা হয়েছে।’

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ শিলিগুড়ির চার্চ রোডের এক ব্যবসায়ীর দোকানে হানা দেয় স্টেট জিএসটির আধিকারিকদের একটি দল। দোকানের পাশাপাশি চম্পাসারিতে ওই ব্যবসায়ীর গুদামেও অভিযান চলছিল। এমন খবর চাউর হতেই চার্চ রোড ও সেবক রোডের ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে ওই ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন। বিকেলের দিকে কয়েকশো ব্যবসায়ী এলাকায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

অভিযান চলাকালীন দোকানের বাইরে ব্যবসায়ীদের ভিড়। বৃহস্পতিবার।

তাঁদের অভিযোগ, স্টেট জিএসটির আধিকারিকরা প্রায়ই এসে ব্যবসায়ীদের হেনস্তা করেন। সঠিক সময়ে জিএসটি দেওয়া সত্ত্বেও সমস্যা তৈরি করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে দোকানটির ভেতরে যান হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। জানা গিয়েছে, বাইরে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কথা জানিয়ে দ্রুত এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানান তাঁরা। এরপরেই সেখান থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন আধিকারিকরা। কিন্তু বের হওয়ার সময় যদি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, সেই আশঙ্কায় তাঁরা কিছুটা ভয়ও পান। এরপর ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধি মাইকিং করে সমস্ত ব্যবসায়ীদের পিছিয়ে যেতে বলেন এবং আধিকারিকদের সুরক্ষিতভাবে গাড়িতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ করেন। মাইকিংয়ের পর আধিকারিকরা বের হলে ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা একটি ব্যারিকেড তৈরি করে আধিকারিকদের ১০০ মিটার দূরে তাঁদের গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

ওই সময় ব্যবসায়ীদের একটা অংশকে ধাওয়া করতে দেখা যায়। আধিকারিকদের দলে দুজন মহিলাও ছিলেন। তাঁরা ভয় পেয়ে যান। কিন্তু হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এলাকায় থাকায় কোনও প্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

> জিএসটি আধিকারিকরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আমরাও সহযোগিতা করেছি। তবে বলেছি এভাবে এতজন একসঙ্গে এলে বাজারে ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই কম সংখ্যায় তাঁদের আসতে অনুরোধ করা হয়েছে।
>
> **বিজয় আগরওয়াল,** *সভাপতি, হার্ডওয়্যার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন*

সরকারি স্বাস্থ্যের দুরবস্থা

স্ট্রেচার নেই। পিঠে চাপিয়ে রোগীকে বহির্বিভাগ থেকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাচ্ছেন পরিজনরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বৃহস্পতিবার। ছবি : রণজিৎ ঘোষ

আবাসে শতাধিক উপভোক্তাকে নোটিশ

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৪ এপ্রিল : প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও আবাসের কাজে হাত না দেওয়ায় শতাধিক উপভোক্তাকে নোটিশ ধরাল চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। ব্লকের অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতেই একাংশ উপভোক্তা কাজ শুরু করেননি বলে জানা গিয়েছে।

বিরোধীদের অভিযোগ, উপভোক্তাদের একটা অংশ পুরোনো ঘর বা কোথাও আবার অন্যের বাড়িতে ঘর দেখিয়ে জিও ট্যাগিং করিয়েছেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা। চোপড়া পঞ্চায়েত প্রধানের যুক্তি, ‘উপভোক্তারা অন্যের ঘর দেখিয়ে পার পেলে এতজনকে নোটিশ ধরানোর দরকার পড়ত না।’

এ বিষয়ে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের বক্তব্য, ‘উপভোক্তাদের একটা অংশ নিজেরা ঘর তৈরি না করে পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগসাজশ করে অন্যের ঘর দেখিয়ে দ্বিতীয় কিস্তির টাকার অপেক্ষায় রয়েছেন। চোপড়া, চুটিয়াখোর ও দাসপাড়া পঞ্চায়েতে এধরনের ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে।’

অবশ্য চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, ‘অভিযোগ ভিত্তিহীন। এলাকায় সব মিলিয়ে প্রায় ৭০০ উপভোক্তা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। অধিকাংশ উপভোক্তা কাজ করেছেন। তবে এখনও ১৭৭ জন কাজ শুরু না করায় তাঁদের গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নোটিশ ধরানো হয়েছে।’

চোপড়ায় চাঞ্চল্য

- চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৭৭ উপভোক্তাকে নোটিশ
- দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০-৩৫ জন টাকা পেয়ে কাজ শুরু করেননি এখনও
- চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতে তেমন উপভোক্তার সংখ্যা ৫০
- অভিযোগ, উপভোক্তাদের একাংশ পুরোনো ঘর বা অন্যের বাড়িতে ঘর দেখিয়ে জিও ট্যাগিং করিয়েছেন

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমানের বক্তব্য, ‘বিরোধীরা আবোল-তাবোল বকছেন। সিংহভাগ উপভোক্তা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ঘরের কাজ অনেকটাই এগিয়েছেন। তবে এখনও ৩০-৩৫ জন বালি-পাথর জোগানের সমস্যার কারণে কাজ শুরু করেননি। কাজ শুরু করার ব্যাপারে তদারকি করা হচ্ছে।’

চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও ৫০ জন উপভোক্তা কাজ শুরু করেননি বলে গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে। একই সমস্যা মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখানে ৫৩১ জন উপভোক্তার মধ্যে ৩০-৩৫ জন কাজ শুরু করেননি। মাঝিয়ালির প্রধান কাইয়ুম আলমের বক্তব্য, ‘যাঁরা এখনও কাজ শুরু করেননি, তাঁদের প্রত্যেককে আজ গ্রাম পঞ্চায়েতে ডাকা হয়। আগামী ৭ দিনের মধ্যে কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।’

আবাস প্রকল্পে বহু প্রতীক্ষার পর গত বছর ডিসেম্বর মাসে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে ঢুকছে। কাজ শুরু করা নিয়ে প্রথম থেকেই সবাইকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত তাগাদা দিতে থাকে। প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে কাজ শুরু করে তার তথ্য জমা দেওয়ার কথা। সরকারি নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ হলে তবেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও বহু উপভোক্তা কাজ শুরু করেননি।

মমতা-অভিষেকের ছবি পোড়াল বিজেপি

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি জানাতে হিলকার্ট রোডে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা।

বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে। এসএসসি ইস্যুতে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছিল পদ্ম শিবির। পরিস্থিতি যেন নাগালের বাইরে না যায়, সেজন্য মোতায়েন করা হয়েছিল প্রধাননগর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। মিছিল আটকে দিতেই হিলকার্ট রোড অবরোধ করে বসে পড়েন কর্মী-সমর্থকরা। ৩০ মিনিট অবরোধ করে রাখা হয়। যার জেরে এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়েছিল।

এসএসসি ইস্যুতে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি। হিলকার্ট রোডে। -সূত্রধর

শেষপর্যন্ত ট্রাফিক পুলিশ হিলকার্ট রোডের অপর লেন দিয়ে উভয়দিকের গাড়ি পারাপার করিয়েছে। এরপর পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে তুলে দেয়। এদিনের মিছিলে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন দলীয় সাংসদ রাজু বিস্ট, বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ও আনন্দময় বর্মন। রাজুর বক্তব্য, ‘রাজ্য সরকারের জন্য ২৬ হাজার পরিবার আজ পথে বসতে চলেছে। এর সমস্ত দায় মুখ্যমন্ত্রীর। দায় নিয়ে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।’

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির তরফে বৃহস্পতিবার মিছিলটি হয়। সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল সহ একঝাঁক নেতা পা মেলান কর্মীদের সঙ্গে। বেলা একটা নাগাদ এয়ারভিউ মোড় থেকে শুরু হয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরের দিকে এগোতে থাকে মিছিল। আগে থেকে পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল সেখানে। রাখা ছিল জলকামান এবং বজ্র (পুলিশের ব্যবহৃত বিশেষ গাড়ি)।

বিক্ষোভকারীরা প্রথমেই পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁরা সফল হন। এরপর পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশ আটকে দিলে রাস্তায় বসে পড়েন তাঁরা। মুহুর্মুহু স্লোগান ওঠে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি পোড়ানো হয়। অবশেষে পুলিশ আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

Terms and conditions apply. #The Instant Cashback offer of ₹5100 is available on purchase of Shine100. *The offer may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *The scheme is offered by Authorized Main Dealers and Associate Dealers and can be availed on purchase of Shine100 from Authorized Main Dealers and Associate Dealers. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. Nil Extra charges (0/- processing fee, 0/- Documentation Charge & 0/- Advance EMI) are applicable on Shine 100 model only. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Additional Cashback offer is available on selected Honda2wheelers models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. Customers can avail 5% cashback, up to a maximum of ₹5000/-. Valid on one transaction per card/order during the offer period. The scheme is available at selected outlets only. The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 30th April 2025. The features shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

স্বাস্থ্য প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

প্যাথ ল্যাবে কালা কারবার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৪ এপ্রিল : বিভিন্ন ল্যাবের ভিন্ন রিপোর্টে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন দুর্গানগরের জিতেন সরকার। মায়ের রোগটা কী, এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে মাকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব, বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। পরিচিত এক চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে সুনাম থাকা একটি ল্যাবে রক্ত পরীক্ষা করেন। সেই রিপোর্টে ধরা পড়ে তাঁর মায়ের অসুখ এবং পরবর্তীতে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি।

শুধু তিনি নন, ইসলামপুর শহর ও সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের রমরমা কারবারে দিশেহারা অজস্র মানুষ। ভুল রিপোর্টে সাধারণ মানুষের জীবনও এখন 'মৃত্যুর মুখোমুখি'। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসক এবং তাঁদের সংগঠনগুলি রীতিমতো উদ্বিগ্ন এবং কিছুটা ভীত। এক চিকিৎসক বললেন, 'অনেকাংশেই রিপোর্টের ওপর নির্ভরশীল চিকিৎসা। ফলে ভুল রিপোর্টের জেরে সঠিক চিকিৎসা অসম্ভব। রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কাও থেকে যায়। রোগীর মৃত্যু হলে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাঠগড়ায় উঠতে হয় চিকিৎসককে।' ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুরের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সায়ন্তন কুণ্ডুর বক্তব্য, 'বৈধ ল্যাব থেকে পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হলে আমাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু অবৈধ ল্যাবের জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের।'

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, একাধিক ল্যাবে প্রশিক্ষিত প্যাথলজিস্ট, টেকনিসিয়ান নেই। দুই বছর কোনও ল্যাবে কাজ করে অনেকে নিজে ল্যাব খুলে বসেছেন, এমন নজিরও রয়েছে শহরে। যা স্বীকার করে নিয়ে এক চিকিৎসক বলছেন, 'ডিগ্রিধারী ল্যাব টেকনিসিয়ান রাখতে গেলে খরচ বেশি পড়ায়, অনেক ল্যাব মালিক সে পথে না হেঁটে সামান্য কাজ জানা তরুণদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে।' তবে চিকিৎসকদের একাংশ ল্যাবগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলেও শহরে অভিযোগ রয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ইসলামপুরে বৈধ ল্যাবের সংখ্যা মাত্র ১৪টি। তাহলে ব্যাঙের ছাতার মতো শহরে একের পর এক ল্যাব কীভাবে গজিয়ে উঠছে? কেন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নজরে পড়ে না? আর দশটি ঘটনার মতো এক্ষেত্রেও প্রশাসনিক স্তরে চলে দায় ঠেলাঠেলি, ফাঁক গলে চলে অবৈধ ল্যাবের রমরমা ব্যবসা, মনে করেন অনেকে। প্রগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুরের সভাপতি ডাঃ শান্তনু দত্ত বলছেন, 'অবৈধ ল্যাবের দাপট বাড়ছে, তা অস্বীকার করব না। রোগী দেখতে গিয়ে ভুলভাল রিপোর্ট নজরে পড়ার অজস্র ঘটনাও আছে। ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। আশা করি কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ করবে।' অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক ডাঃ পার্থ ভদ্র মনে করেন, 'প্রশাসনিক দায় ঠেলাঠেলির সুযোগে বাড়বাড়ন্ত অবৈধ ল্যাবের। কোনটা আসল, কোনটা নকল বুঝতে না পারা সাধারণ মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।' কালা কারবারের বিরুদ্ধে কেন ধারাবাহিক অভিযান চলছে না? উত্তর দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস বলছেন, 'অবৈধ ল্যাব একদমই চলছে না, তা বলা যাবে না। আমাদের তরফ থেকে রুটিন অভিযান প্রায়ই হয়। টানা অভিযান চালানোর বিষয়টিতে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেওয়া হবে।'

> বৈধ ল্যাব থেকে পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হলে আমাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু অবৈধ ল্যাবের জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের।
>
> **সায়ন্তন কুণ্ডু** *সাধারণ সম্পাদক, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, ইসলামপুর*

> অবৈধ ল্যাবের দাপট বাড়ছে, তা অস্বীকার করব না। রোগী দেখতে গিয়ে ভুল রিপোর্ট নজরে পড়ার অজস্র ঘটনাও আছে। ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। আশা করি কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ করবে।
>
> **শান্তনু দত্ত,** *সভাপতি, প্রগ্রেসিভ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, ইসলামপুর*

জলপানে অবাক!

ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিস চত্বরে জলের মেশিন বিকল।

বিডিও অফিসে বিকল মেশিন

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ এপ্রিল : হাঁসখোয়া চা বাগান থেকে অনামিকা কুজুর সম্প্রতি ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে কাজে এসেছিলেন। সেদিন বেশ গরম। গলা শুকিয়ে কাঠ। ঠান্ডা জলে তেষ্টা মেটাতে ইলেক্ট্রনিক মেশিনে চাপ দিলেও তেষ্টা মেটেনি। মিটবেই বা কী করে! সেই মেশিন দিয়ে তো জলই পড়ে না। বছর কয়েক আগে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে এই অফিসে পানীয় জলের অত্যাধুনিক তিনটি মেশিন বসানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি মেশিনই বিকল হয়ে পড়ায় সেগুলি দিয়ে জল মেলে না।

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসকে বৃহস্পতিবার রাতে ফোন করা হলে তিনি ধরেননি। মেসেজ করা হলেও সাড়া দেননি। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা সমস্যার বিষয়টি মেনে নিয়ে বলেন, 'জলের লাইনে কিছু সমস্যা রয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য ওই মেশিনগুলিতে অন্য একটি জলের লাইনকে সংযুক্ত করা হবে।' বিকল মেশিনগুলো সারানোর জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে বলে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জানিয়েছেন।

সরকারি বিভিন্ন কাজের জন্য সাধারণ মানুষকে বিডিও অফিসে আসতে হয়। তেষ্টা মেটাতে গিয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে অনেকের পক্ষেই পানীয় জল কিনে খাওয়া সম্ভব হয় না। পরিস্থিতির জেরে এই মানুষদের অনেকেই প্রশাসনের ভূমিকায় সরব হয়েছেন। ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষ বলেন, 'মেশিনগুলি দিয়ে জল পড়ে কি না তা বিডিও দেখবেন কী করে! তিনি তো ঠান্ডা ঘরে বসে থাকেন।'

অকেজো পিউরিফায়ার, লক্ষ্মীলাভ ফেরিওয়ালার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মেডিসিনের বহির্বিভাগে এসেছিলেন মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের বাসিন্দা অন্তরা দাস। ছেলের জলতেষ্টা পায়। টিকিট কাউন্টারের পাশে এক জায়গায় অন্তরা দেখেন, জল পড়ছে। কিন্তু সেই জল এতটাই নোংরা যে আর ভক্তি জাগল না তাঁর। শেষমেশ বাধ্য হয়ে ২০ টাকা খরচ করে প্লাস্টিকের বোতল কিনে ছেলের তেষ্টা মেটান তিনি। তাঁর কথায়, 'এই জলও কতটা স্বাস্থ্যকর জানি না। কিন্তু আর উপায় নেই।'

ইদানীং উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এসে অন্তরার মতোই অভিজ্ঞতা হচ্ছে রোগীর পরিজনের। পরিস্রুত পানীয় জল না পেয়ে বাধ্য হয়ে কিনে খেতে হচ্ছে। অথচ সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি সহ একাধিক জায়গায় বিনামূল্যে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ওয়াটার পিউরিফায়ার বসানো রয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে জল পড়ে না। শুধুই হাওয়া বেরোয়। প্রত্যেকটি পিউরিফায়ার অকেজো।

মেডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য বলেছেন, 'বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারের পাশে নতুন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে ফুলবাড়ির পানীয় জলপ্রকল্প থেকেই জল আসে। বাকি পিউরিফায়ারগুলিতে ফিল্টার নেই। এগুলিতে ফিল্টার লাগিয়ে জল সরবরাহের জন্য মহকুমা পরিষদের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।' এ ব্যাপারে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা মেডিকেলে দুটি পিউরিফায়ার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শীঘ্রই টেন্ডার ডাকা হবে।'

সবাই প্রতিশ্রুতি দিলেও মেডিকেলে রোজনামচায় উঠে আসছে ভোগান্তির ছবি। প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন এখানে। রোগী তো বটেই, পরিজনেরাও হাসপাতালের এ মাথা থেকে ও মাথায় যাতায়াত করেন। সব মিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে ১০-১২ হাজার মানুষ এখানে আসেন। কিন্তু তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। যা নিয়ে চাপা ক্ষোভ রয়েছে।

সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরির পাশের করিডরে থাকা পিউরিফায়ার বেশ কয়েকদিন ধরে খারাপ। ফলে মেডিকেলে ঘুরে ঘুরে জল বিক্রি করা ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে জলের বোতল কিনতে হচ্ছে। এই যেমন এসকে রানা। পেশায় বিএসএফ জওয়ান। জল কিনতে কিনতে বললেন, 'এত বড় হাসপাতালে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। ভাবা যায়! যা গরম পড়েছে, মানুষের তো জলের ভীষণ প্রয়োজন হয়। বিষয়টা কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত।' ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কেনা বোতলবন্দি জল কতটা স্বাস্থ্যকর, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে অকেজো পিউরিফায়ার। -সংবাদচিত্র

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষের বক্তব্য, 'মেডিকেলে পানীয় জলের সমস্যার কথা শুনেছি। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত সমিতির তরফে পিউরিফায়ার বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' কিন্তু কবে বসবে পিউরিফায়ার? তা এখনও অস্পষ্ট। ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি জারি থাকবে।

৬৬ হাউস স্টাফ নিয়োগ

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ৬৬ জন হাউস স্টাফ নিয়োগ করা হল। ডাক্তারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও মৌখিক পরীক্ষার পরেই বৃহস্পতিবার তাঁদের নিয়োগ করা হয়। মোট ৭০টি আসনের মধ্যে বাকি চারটি আসন সংরক্ষিত বলে জানানো হয়েছে। এবার হাউস স্টাফ হিসেবে সুযোগ পাওয়ার জন্য ১৬০ জন জুনিয়ার ডাক্তার আবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে থেকে ৬৬ জনকে নেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগ বোর্ডে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা, হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক সহ অন্যরা রয়েছেন।

মেডিকেল কলেজের শয্যা সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৭০০ পেরিয়েছে। বর্তমানে গড়ে প্রায় হাজারের কাছাকাছি রোগী ভর্তি থেকে শুরু করে চিকিৎসা পরিষেবা নেন। অথচ দীর্ঘদিন ধরে এখানে হাউস স্টাফের আসন বাড়েনি। মেডিকেল কর্তৃপক্ষের দাবি, রোগী পরিষেবার কথা ভেবে এই মেডিকেলে হাউস স্টাফের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ভবনকে সেই প্রস্তাব অনেক আগেই পাঠানো হয়েছিল। তারপরই এই নিয়োগ করা হয়। এদিন নিয়োগ হওয়া হাউস স্টাফরা আগামী এক বছর এখানে রোগী পরিষেবায় যুক্ত থাকবেন।

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : ১৯৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পরিবহণনগর এলাকায় পৌঁছায় পুলিশের একটি দল। সেখানে এক তরুণ সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। জেরায় অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি বিশ্বাস কলোনির বাসিন্দা নিরজ থাপা। এরপরেই তাকে তল্লাশি করা হয়। তার পকেট থেকে একটি কালো প্লাস্টিকে থাকা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরেই ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

যাবজ্জীবন

ইসলামপুর, ২৪ এপ্রিল : খুনের মামলায় আদালত বৃহস্পতিবার এক দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল। সরকারি আইনজীবী জামালুদ্দিন জানান, ২০২৩ সালে চাকুলিয়া থানা এলাকায় গুল মহম্মদকে (৬০) মাথায় আঘাত করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। তাসকির আলম ওই মামলায় অভিযুক্ত ছিল। বিচারক সুরেশ বিশ্বকর্মা এদিন তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। সঙ্গে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ট্রাকের ধাক্কায় ওলটাল বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : ফের ওভারটেকে বিপত্তি। উলটে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে দশ মাইলে। চেকপোস্টের দিক থেকে আসা একটি ট্রাক ধাক্কা মারে যাত্রীবোঝাই বাসে। বাসটি উলটে যাওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ট্রাকটিও। বাস ও ট্রাকের চালক সহ ১০ জন জখম হন। বাসচালকের চোট গুরুতর। তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। ট্রাকচালক এবং এক বাসযাত্রীর চিকিৎসা চলছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানান, 'ঘটনায় কার দোষ ছিল তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসের বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক বিপ্লব বিশ্বাস বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সংঘর্ষ এড়াতে চালক বাসটিকে একেবারে রাস্তার ধারে নিয়ে যান। সেখানেই ট্রাকটি ধাক্কা মারে।' ঠিক কী ঘটেছিল? এদিন সকালে প্রায় ২৫ জন যাত্রী নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে সামসিংয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় ওই বাস। ওই বাসেই ছিলেন নিমাই মণ্ডল। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বসে তিনি বলেন, 'দশ মাইলের কাছে পৌঁছাতেই দেখি উলটো দিক থেকে একটা ট্রাক আসছে। ঠিক সেই সময় একটি গাড়িকে ওভারটেক করে ট্রাকটি। আর এতেই সব ঘেঁটে যায়। ট্রাকটি সজোরে ধাক্কা মারে আমাদের বাসে। মুহূর্তে উলটে যায় বাসটি।'

বাসে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মেনোকা কেরকেটা। তাঁর কথায়, 'কখন দুর্ঘটনা হল, কিছু বুঝতেই পারিনি। চোখ খোলার পর দেখি, বাস উলটে গিয়েছে। স্বামী আমাকে ডাকছে। গোটা গায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে।' ঘটনায় চোট পায় পাঁচ বছরের এক শিশু। তাকে নিয়ে বেঙ্গালুরু থেকে মালবাজারে ঘুরতে এসেছিলেন তার বাবা রমিজ আলি। তিনি বলেন, 'কী থেকে কী হয়ে গেল। বুঝলাম না। ভাগ্যের জোরে আমরা বেঁচে গিয়েছি।'

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ট্রাক ও বাসটি বাজেয়াপ্ত করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এর আগে বেঙ্গল সাফারি এলাকায় বিভিন্ন সময় দ্রুতগতিতে যান চলাচলের কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এদিন অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন যাত্রীরা।

দশ মাইলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বৃষ্টিভেজা।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরামে ছবিটি তুলেছেন অরিজিৎ সরকার।*

নদীর চরে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : অবশেষে চম্পাসারির মহিষমারি নদীর চরে বেআইনি নির্মাণকাজ বন্ধ করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। বৃহস্পতিবার পুরনিগমের প্রতিনিধিরা গিয়ে ওই নির্মাণ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ওই জায়গায় যাতে আর কোনও অবৈধ নির্মাণকাজ না হয়, সে বিষয়ে নির্মাণকারীদের সতর্ক করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনায় খুশি। তাঁরা জানিয়েছেন, নদী দখল করে এই অবৈধ নির্মাণ অবিলম্বে ভেঙে ফেলতে হবে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'নির্মাণকারীকে সব কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। পরে নিয়ম মেনে পুরনিগম ও সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিরা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন।'

চম্পাসারি থেকে মিলন মোড়গামী প্রধান সড়কে মহিষমারি সেতু রয়েছে। সেই সেতুর নীচ থেকে নদীর গা ঘেঁষে উঁচু দেওয়াল তুলে অনেকটা সরকারি জায়গা আগেই দখল করা হয়। সেই দখল করা জায়গায় নির্মাণকাজ শুরু হয়। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গায় মাটি ভরাট করার সময় স্থানীয় একটি পরিবার বাধা দিলে তাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। প্রধাননগর থানায় অভিযোগও দায়ের হয়। তার পরেও অবাধে নদীর চর ছাপিয়ে রাস্তার ওপরে সেতুর সঙ্গে যুক্ত করে পিলার নির্মাণ হচ্ছিল। এমনকি সেখানে বহু বছর ধরে রাস্তার পাশে ত্রিপল টাঙিয়ে ব্যবসা করা এক চর্মকারকে উঠে যাওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হয়।

চম্পাসারি

স্থানীয়রা জানান, কয়েকদিন আগে মহিষমারির চর দখলের পর প্লট করে সেই জায়গা বিক্রির চক্রান্ত হয়। সেটা পুরনিগম আটকেছিল। এবার রাস্তার পাশে সবার সামনেই সেতুর সঙ্গে সংযুক্ত করে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। স্থানীয়রা বিষয়টি কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনকে একাধিকবার জানিয়েছেন। কিন্তু কাউন্সিলার কোনও পদক্ষেপ করেননি বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও দিলীপের বক্তব্য, 'ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা আমার হাতে নেই। পুরনিগম আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে। তাই আমি বিষয়টি পুরকর্তাদের জানিয়েছি।' তবে এবার শিলিগুড়ি পুরনিগম সেই নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র।

দিলীপকে ফের নিশানা রঞ্জনের

শিক্ষকের বদলিতে তর্জা অব্যাহত

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : এক শিক্ষকের 'অ্যাটাচমেন্ট' বদলির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। বদলি রুখতে ওই শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিয়ে গত সোমবার শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করার ঘটনায় ধুন্ধুমার বেঁধে গিয়েছিল। শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখতে চেয়ারম্যান সপ্তাহ খানেক সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার তিন দিনের মাথায় জেলা শিক্ষা দপ্তরের নির্দিষ্ট করে দেওয়া স্কুলেই মহম্মদ ইরশাদ নামে ওই শিক্ষক কাজে যোগ দিলেন।

এ বিষয়ে ইরশাদ অবশ্য কিছু বলতে রাজি হননি। কিন্তু তাঁকে বদলি হওয়া স্কুলে কাজে যোগ দিতে চাপ দেওয়া হয়েছে বলে চেয়ারম্যান দিলীপ রায়কে নিশানা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি তথা তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। যদিও শিক্ষকের বদলি নিয়ম মাফিক হয়েছে বলে পালটা দাবি দিলীপের। আবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি চেয়ারম্যানের পাশে দাঁড়িয়ে রঞ্জনকেই কটাক্ষ করেছে।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার খড়িবাড়ি সার্কেলে কর্মরত শিক্ষক মহম্মদ ইরশাদকে গত ছয় মাসে দুই বার 'অ্যাটাচম্যান্ট' বদলি করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বদলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করছিলেন বলেও অভিযোগ ওঠে। বদলির ক্ষেত্রে দিলীপের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়ে।

ইরশাদকে ডাংগুজোত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রথমে অনন্ত হিন্দি প্রাথমিক স্কুলে বদলি করা হয়। যার মাস দুয়েকের মধ্যে তাঁকে আবার রামজনম প্রাইমারি বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। অভিযোগ ছিল, যে স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা কম, সেখান থেকে তাঁকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।

রঞ্জন বলেন, 'ওই শিক্ষক চাপের মুখে কাজে যোগ দিয়েছেন। চেয়ারম্যান লিখিত দিয়ে বলেছিলেন, বদলি প্রক্রিয়ার নিয়ম নিয়ে তদন্ত করে দেখা হবে। যতক্ষণ না তদন্তের রিপোর্ট আসছে ততক্ষণ তার বদলি স্থগিত থাকবে। কিন্তু সেসব কিছুই হল না।' তবে চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'নিয়ম মেনে শিক্ষককে যেখানে বদলি করা হয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সভাপতি (সমতল) অবর্ণা দাস দত্ত বলেন, 'বদলি প্রক্রিয়া রুখতে অন্যায় দাবি করছিলেন রঞ্জনবাবুরা, তবে চেয়ারম্যান অন্যায় দাবির মুখে নতিস্বীকার করেননি।'

কাজে যোগ

- মহম্মদ ইরশাদকে ডাংগুজোত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অনন্ত হিন্দি প্রাথমিক স্কুলে বদলি করা হয়
- মাস দুয়েকের মধ্যে তাঁকে আবার রামজনম প্রাইমারি বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়
- ঘটনার তিন দিনের মাথায় শিক্ষা দপ্তরের নির্দিষ্ট করে দেওয়া স্কুলেই বৃহস্পতিবার যোগ দেন ইরশাদ
- বদলি নিয়ে ফের তর্জায় জড়িয়েছেন রঞ্জন ও দিলীপ

গমে গমগমে চোপড়ার চাষিদের পকেট

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৪ এপ্রিল : গম চাষে লক্ষ্মীলাভ কৃষকদের। এবার ফলন ভালো হয়েছে। ফলে ভালো দাম পাচ্ছেন চাষিরা। মুখে হাসি ফুটেছে চোপড়া ব্লকের কৃষকদের।

এলাকার এক চাষি মহম্মদ শরিফুল জানাচ্ছেন, এবার তিনি ২ বিঘা জমিতে গম চাষ করেছিলেন। ফলন ভালো। অন্যবারের তুলনায় ভালো দাম মিলছে। এবার মরশুমের শুরুতেই কুইন্টাল প্রতি ২৩০০-২৪০০ টাকা দাম ওঠে। বর্তমানে গমের বাজারমূল্য কুইন্টাল প্রতি ২৬০০ টাকা। আরও দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গত বছরের তুলনায় এবছর গমের দাম কুইন্টাল প্রতি প্রায় ২০০ টাকা বেশি পাচ্ছেন চাষিরা। গমের ফলন ভালো হওয়ায় ভিনরাজ্যেও চাহিদা বেড়েছে বলে জানাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী আব্দুল কাদের। তাঁর বক্তব্য, 'গতবারের তুলনায় এবার একটু বেশি পরিমাণে এলাকায় উৎপাদিত গম বাইরের রাজ্যে যাচ্ছে।' বৃহস্পতিবার দাসপাড়া হাটে ২৫৫০-২৬০০ টাকা কুইন্টাল দরে গম কেনাবেচা হয়েছে।

কৃষকরা জানাচ্ছেন, অন্তত দু'বার সেচ দিতে পারলেই বিঘা প্রতি গড়ে ৮-১০ কুইন্টাল ফলন হয়। এক বিঘা জমিতে গম চাষ করতে খরচ হয় ৯-১০ হাজার টাকা। তাছাড়া গম চাষে এখন বিশেষ সুবিধা রয়েছে। উন্নতমানের বীজ মিলছে। ঝাড়াইয়ের জন্য এলাকায় মেসিন ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এলাকার অধিকাংশ চাষি গমের ফলন ঘরে তোলার পর ওই জমিতে পাট চাষ করবেন।

গমের ফলন ভালো হওয়ায় খুশি উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের শস্যবিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডঃ দেবাশিস মাহাতো। তাঁর কথায়, 'এবার সঠিক সময় গম চাষ হয়েছে। ফসল তোলার সময় বৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া চাষিদের উন্নত ফলনশীল বীজ দেওয়া হয়েছে।'

দাসপাড়ার একটি গুদামে গম। -সংবাদচিত্র

চোপড়ায় ৩৫০০-৩৮০০ হাজার হেক্টর জমিতে গম চাষ হয়। দাসপাড়া, ঘিরনিগাঁও, লক্ষ্মীপুর এবং চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক গম চাষ হয়েছে এবারও। কৃষকরাই জানালেন, এবার ধানের চেয়ে গমের দাম বেশি। বাজারে ধান বিক্রি হচ্ছে কুইন্টাল প্রতি ২১০০-২২০০ টাকা দরে। এক গমচাষি মুজাহিদ হুসেন অবশ্য বীজের দাম কিছুটা কমলে আরও ভালো হত বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'অন্তত ১০০ টাকা কেজি দরে বীজ কিনতে হয়। বিঘা প্রতি অন্তত ৩০ কেজি বীজ প্রয়োজন। আমার মনে হয় বীজের দাম আরেকটু কম হলে ভালো হত।'

তবে গমের 'কৃপায়' এখন গমগম করছে চাষিদের পকেট। তাই বীজের দাম নিয়ে সিংহভাগ কৃষক ভাবনাচিন্তা করতে নারাজ।

ভূস্বর্গে জঙ্গিহানার প্রতিবাদে মিছিল

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৪ এপ্রিল : ভূস্বর্গে পর্যটকদের ওপর নির্মম হামলার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে গোটা দেশ। ব্যতিক্রম নয় উত্তরবঙ্গও। জঙ্গিহানার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বাগডোগরা, খড়িবাড়ি, ইসলামপুরে নানা কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছে।

পহলগামের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এদিন সন্ধ্যায় কদমতলা মোড়ে রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে জড়ো হন সংগঠনের সদস্যরা। তাঁরা মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানান। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ, তৃণমূল যুবর যুগ্ম আহ্বায়ক অসিত সিংহ, শীর্ষেন্দু সিংহ প্রমুখ।

নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাগডোগরা নাগরিক সমাজ। বিহার মোড়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রবি দেবনাথ, অলোক পাল, অম্বুজ রায় প্রমুখ।

প্রতিবাদ জানিয়েছে সিপিএমের বাগডোগরা এরিয়া কমিটি। তাদের তরফে মিছিল করা হয় এদিন। বিহার মোড়ে বাসস্ট্যান্ডে নিহতদের স্মৃতিতে মোমবাতি জ্বালানোর পাশাপাশি এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির শীতল দত্ত, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, চন্দন দাস প্রমুখ। এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে হিন্দু হুংকার পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। চৌরঙ্গি মোড় থেকে পদযাত্রা করে বাস টার্মিনাসের সামনে পৌঁছান সংগঠনের সদস্যরা। সেখানে পথসভা করা হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, ইসলামপুর শহরে মৌনমিছিল করেছেন রেজা কমিটি এবং উলেমা কাউন্সিলের সদস্যরা।

মদের আসরে খুন

বুধবার রাতে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় মদের আসরে বন্ধুদের মধ্যে বচসার জেরে এক তরুণকে খুন করল তাঁর বন্ধু। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রতিবাদের মাশুল

বুধবার রাতে নিউটাউন এলাকায় এক তরুণীকে যৌন হেনস্তার প্রতিবাদ করায় তাঁর প্রেমিককে পিটিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জল বন্ধ

শনিবার সন্ধে থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত হাওড়া পুরসভা এলাকার সমস্ত ওয়ার্ডে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। হাওড়া পুরসভা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে।

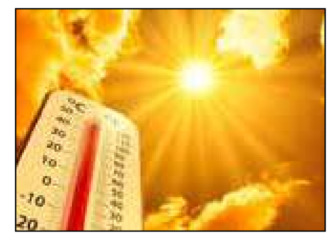

তাপপ্রবাহের সতর্কতা

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। তবে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত গরম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় তাপপ্রবাহ চলবে।

প্রশ্নের মুখে চাকরিহারাদের আন্দোলন

ভিড় কম শিক্ষকদের ধর্নায়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : চাকরিহারাদের আন্দোলনের ঝাঁঝ কি আগের ক'দিনের তুলনায় কমছে? এই আশঙ্কায় চাকরিহারাদের অধিকাংশই বিচলিত হয়ে পড়লেও এতে কিছুটা হলেও সাময়িক স্বস্তিতে রাজ্য সরকার। ২৬ হাজার চাকরিহারার মধ্যে যোগ্য-অযোগ্যের ইস্যু নিয়ে রীতিমতো বিভাজন নিঃসন্দেহে হকের আন্দোলনকে পিছনে টেনে ধরছে বলেই নিশ্চিত তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

সেইসঙ্গে হঠাৎই কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা সংবাদের শিরোনামে এসে যাওয়ায় চাকরিহারাদের গুরুত্ব কিছুটা হলেও পিছিয়ে গিয়েছে। সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমে বড় খবরে প্রথম পাতা থেকে অন্যান্য পাতায় জায়গা করে নিয়েছে ভূস্বর্গে জঙ্গিদের নির্মম গণহত্যা। এতে রাজ্যের শাসকদল ও সরকার সাময়িকভাবে স্বস্তি অনুভব করলেও চাকরিহারাদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নও যেমন উঠেছে, তেমন সংশ্লিষ্ট মহলে এই নিয়ে কৌতূহলও সমানতালে বেড়েছে।

বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের অন্দরের খবর, এতদিন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে যায় সরকার ও শাসকদল উভয়েই। ন্যায্য অধিকার আদায় করা নিয়ে চাকরিহারাদের আন্দোলনের ঝাঁঝ দিন- দিন বাড়তে থাকায় বাস্তবিকই বেকায়দার পড়ে সরকার। এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে হন্যে হয়ে মরিয়া চেষ্টা শুরু হয় সরকার শুধু নয়, সরকারের শিক্ষা দপ্তর সহ শিক্ষা পর্ষদে। যদিও এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকলেও চাকরিহারাদের আশ্বস্ত করতে সান্ত্বনা হিসেবে সরকার রিভিউ পিটিশনের বিষয়টি সামনে আনে। যদিও তা সুপ্রিম কোর্টে দাখিলের দিনক্ষণ, সময় এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি রাজ্য সরকার। এই নিয়ে অস্থিরতা ও উদ্বেগ এখনও বিরাজমান সরকারি মহলে।

এর সঙ্গে চাকরিহারাদের মধ্যে বিভাজন, আবহাওয়ার বিরূপতা (তীব্র গরম) এবং সেই সঙ্গে আচমকা ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জঙ্গিদের নারকীয় হত্যালীলায় তাল অবশ্যই কেটেছে বলে মনে করছে নবান্ন প্রশাসনের একাংশ। যা কিছুটা হলেও সাময়িক স্বস্তি দিয়েছে সরকার ও শাসকদলকে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বেগ ও চিন্তাও কমবে বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ একাধিক তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রীর ধারণা।

এদিন সল্টলেকে চাকরিহারা যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা আলাদা ভাবে ধর্না ও অবস্থান যেমন আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। অন্যদিকে, একই ইস্যুতে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের পৃথক অবস্থান ও আন্দোলনে বিভাজন সুস্পষ্ট করেছে। এদিন তাঁদেরই এক দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে আন্দোলন প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ওই আন্দোলনের সময় পুজো এসে পড়ায় পরিস্থিতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে যায়। এবারও তার পুনরাবৃত্তি হবে না তো?

বর্তমান অবস্থা

- চাকরিহারাদের মধ্যে বিভাজন, তীব্র গরম এবং কাশ্মীরের ঘটনায় আন্দোলনের তাল কেটেছে
- এদিন সল্টলেকে যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদাভাবে ধর্না ও অবস্থানে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখে
- অনেকেরই আশঙ্কা এই আন্দোলনেরও পরিণতি আরজি কর কাণ্ডের মতোই শ্লথ হয়ে যেতে পারে

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মিছিল। বৃহস্পতিবার কলকাতায়।

শোকের আবহেও রাজনীতি দুই পক্ষের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : পহলগাম জঙ্গিহানায় রাজ্যের তিন পর্যটকের রক্তের দাগ এখনও শুকোয়নি। তার আগেই শুরু হয়ে গেল তিন মৃতের ধর্মীয় পরিচয় ঘিরে গেরুয়া শিবিরের রাজনীতি। বাংলাদেশ দিয়ে যা শুরু হয়েছিল। সীমান্তের এপারে মালদা, মুর্শিদাবাদের হিংসায় যা হিন্দু নিধনের তত্ত্বে বিজেপিকে মশলা জুগিয়েছিল, পহলগাম কাণ্ডে সেই অস্ত্রেই আবার শান দিতে শুরু করল বিজেপি।

বুধবার রাতে শহরে ফিরেছে জঙ্গি হামলায় মৃত কফিন বন্দি বিতান অধিকারী ও সমীর গুহর মরদেহ। সেই মরদেহের দখল নিতে বিমানবন্দরে শাসক- বিরোধীর তর্জা দেখেছে এই শহরের মানুষ। প্রয়াত বিতান অধিকারীর মরদেহের সামনেই তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে শুভেন্দুকে বলতে শোনা গিয়েছে, সংবাদমাধ্যমকে বলুন যে জঙ্গিরা আপনার স্বামীকে হিন্দু বলেই মেরেছে।

গতকাল বিমানবন্দরে মৃত বিতানের মরদেহকে সাক্ষী রেখে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া। যদিও মরদেহ নিয়ে টানাপোড়েনে দাঁড়ি পড়েনি তাতে। বৈষ্ণবঘাটায় বিতানের মরদেহের দখল ছিল কার্যত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসেরই হাতে। এদিকে বিমানবন্দরে বিতানের স্ত্রীর কথামতো বৃহস্পতিবার সোয়া ১২টা নাগাদ তাঁর বৈষ্ণবঘাটার বাড়িতে যান শুভেন্দু। বিতানের স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে প্রায় ৪০ মিনিট কথা বলেন। সঙ্গে ছিলেন অগ্নিমিত্রা পল ও শঙ্কুদেব পন্ডা। পরে শুভেন্দু জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি আর্থিক ক্ষতিপূরণের বাইরে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ও সনাতনীদের পক্ষ থেকে সদ্য স্বামীহারা বিতানের স্ত্রীকে তাঁরাও কিছু আর্থিক সহায়তা দেবেন। বিতানের স্ত্রীর নিরাপত্তা ও বাচ্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে যা যা প্রয়োজন সবকিছুই করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে শুভেন্দু ও বিজেপির পাশাপাশি বিতানের স্ত্রী ও তাঁর পরিবারকে ঘিরে কুণাল ঘোষ তাঁর ফেসবুক পোস্টে অনেক কিছু লিখেছেন। এর মধ্যে মৃতদেহকে ঘিরে রাজনীতির কাদা ছোড়াছুড়ি দেখছেন অনেকে। ফেসবুক পোস্টে কুণাল লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য প্রশাসনের অন্তত ২০টি ফোন। ফেরার সব সাহায্য। ফিরে বিজেপির সামনে: আপনাদের ভরসায় ফিরেছি। মৃতের বাবা-মা অসহায়। ছেলে নেই। পুত্রবধূ তাঁদের কাছে থাকতেন না, দেখতেন বলে খবর নেই। কলকাতাতেই অন্যত্র থাকতেন। বাবা-মা অনিশ্চয়তায়। এখন শোকের বাতাবরণ, তাই অপ্রিয় প্রশ্ন তুলছি না। বাড়াবাড়ির রাজনৈতিক দ্বিচারিতার নাটক, শেখানো সংলাপে বিষ ছড়ানো দেখলে বলবই।'

এরপরও কুণাল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে দুই সরকারের কাছেই আর্জি জানিয়ে বলেছেন, প্রয়াত বিতান অধিকারীর পরিবারের জন্য দুই সরকার যদি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে তা যেন শুধু পুরোটা স্ত্রীকে দেওয়া না হয়। বিতানের বৃদ্ধ বাবা-মারও সাহায্য দরকার। এদিকে এদিনই পুরুলিয়ার ঝালদায় জঙ্গি হামলায় মৃত মণীশ রঞ্জনের মরদেহ নিয়ে শহিদ সম্মান যাত্রা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। গোটা ঘটনায় বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে হিন্দু ভোটের মেরুকরণই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

দল নয়, সরকারি কাজে ব্যস্ত মমতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : অস্বস্তি পিছু ছাড়ছে না রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের। এমনিতেই রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ধাক্কায় সরকার এখন চরম বিপাকে। সাময়িক কিছুটা স্বস্তি সুপ্রিম কোর্ট থেকে মিললেও সমস্যা সমাধানের স্থায়ী কোনও ইঙ্গিত এখনও পাওয়া যায়নি। তারই মধ্যে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরমহলও আগের তুলনায় কিছুটা অস্থিরতায় ভুগছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে চরম ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা এখন রীতিমতো ভাবাচ্ছে তাঁকে।

এইসঙ্গে রয়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত দু'একটি মামলা, সরকারি কর্মীদের ডিএ মামলা। সরকারি কাজের মধ্যে বাড়তি এসব যুক্ত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে। বৃহস্পতিবার শাসকদলের অন্দরের খবর, এই মুহূর্তে দল নিয়ে কোনও ভাবনাই এখন তাঁর নেই। দলের বৈঠক ডাকব ডাকব করেও এখনও ডেকে উঠতে পারেননি।

তার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, দলের কাজে এখনও নীরব দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য তো বটেই, দেশে পরপর কয়েকটি ঘটনায় নীরবতা ভেঙে এখনও সক্রিয় নন অভিষেক। এদিন তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর, 'অভিষেক কারও ফোন ধরছেন না। কোনও কথাও বলছেন না। দলের কোনও কাজে থাকছেন না। যা কিছুটা 'রহস্যজনক' বলেই মনে করছেন দলেরই অনেকে।'

অভিযুক্তকে ছাড়ে পুলিশকে ভর্ৎসনা

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : 'পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় সাধারণ মানুষ অভিযোগ দায়ের করার পরেও ছাড় পাচ্ছে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় থাকা অভিযুক্তরা', পূর্ব বর্ধমানের একটি মামলায় এভাবেই পুলিশকে ভর্ৎসনা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের তৃণমূল ব্লক সভাপতি শেখ আবদুল লালনের বিরুদ্ধে একটি মামলার শুনানি হয়। ওই মামলাতেই প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'অভিযোগপত্রে কৌশলে অপরাধীদের নাম বাদ দিচ্ছে পুলিশ। অপরাধমূলক কাজকর্মের বিষয়টি পুলিশের নজরে থাকলেও অপরাধীদের সাজা হচ্ছে না।' ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে স্থানীয়দের অভিযোগ, তিনি এলাকায় বিভিন্ন বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশে অভিযোগ করা হলেও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। বরং যাঁরা মামলা দায়ের করেছেন, তাঁদের মধ্যে দু-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, এই মামলায় স্থানীয় থানার অফিসার অভিযোগপত্র খতিয়ে দেখে আদালতে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দেবেন। সেইসঙ্গে অভিযোগকারী যে দু-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে।

শিক্ষক অবস্থানে ক্লান্ত আন্দোলনকারীরা। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের আচার্য সদনের সামনে।

কমিশনের দপ্তরের সামনে দু'পক্ষের বাদানুবাদ

পৃথক অবস্থানে অযোগ্য চিহ্নিতরা

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন 'অযোগ্য' চিহ্নিতদের একাংশ। ওএমআরে ত্রুটি থাকায় যোগ্যদের তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ যায়। তাই এদিন সকাল থেকেই পৃথক অবস্থানে বসেছেন অযোগ্য চিহ্নিত চাকরিহারারা। যোগ্য চাকরিহারাদের থেকে ৫০০ মিটারের ব্যবধানে তাঁরা অবস্থানে বসেন। যোগ্য চাকরিহারাদের অবস্থান বিক্ষোভ এদিন চতুর্থ দিনে পড়েছে। তবে আগের তুলনায় জনসমাগম কমেছে। এদিন বিকালে কমিশনের দপ্তরের সামনে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন যোগ্য ও অযোগ্য চাকরিহারারা।

পাশাপাশি এদিনই প্রধান শিক্ষকদের থেকে নিয়োগের যাবতীয় তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে সরকার। স্কুলে স্কুলে যোগ্যদের তালিকা পাঠানোর পর নিয়োগের তালিকায় যোগ্যরা বাদে যাতে আর কেউ না থাকে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট হতে চাইছেন তাঁরা। নিয়োগের তথ্য তালিকায় বেশ কয়েকটি বিষয়কে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সামনে অনশনকারী শিক্ষাকর্মীদের অবস্থান এদিন ৭২ ঘণ্টা পেরিয়েছে। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এখনও কোনও সদুত্তর মেলেনি।

তালিকায় উল্লেখ করতে হবে, শিক্ষকের নাম, তাঁদের পদ, এসএসসির দেওয়া অনুমোদনপত্রের নম্বর সহ তারিখ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দেওয়া মেমো নম্বর ও তারিখ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমপ্লয়ি কোড, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কমিশনার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে যে তথ্য পাঠিয়েছিল, তাতে নাম রয়েছে কিনা, শিক্ষকদের কোনও বদলি হয়েছে কিনা, বদলি হলে সেই স্কুলের সমস্ত নথি জমা দিতে হবে। এদিন সকাল থেকে এসএসসি ভবনের সামনে অযোগ্যরা ধীরে ধীরে জড়ো হতে থাকেন। তারপর সেখানে অবস্থানে বসেন তাঁরা। তাঁদের প্রশ্ন, আদালতে ওএমআর কারচুপির বিষয়টি এখনও প্রমাণিত হয়নি। তাহলে এসএসসি কী করে অযোগ্য বলে বেতন বন্ধ করে দিতে পারে। এক শিক্ষক বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ১২১২ জনকে অযোগ্য বলা হয়েছিল। আমাদের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছিল, ৪০৯১ জনের ওএমআরে গলদ রয়েছে। অথচ কিছু মানুষের চাপে ডিআই অফিসে পাঠানো তালিকা থেকে আমাদের নাম বাদ পড়েছে।' যোগ্য চিহ্নিতরাও এদিন আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। অনেকে বাড়ি ফিরেছেন। কেউ কেউ স্কুলমুখীও হতে শুরু করেছেন। লোক কমলেও অবস্থান বিক্ষোভ এখনও প্রত্যাহার করেননি যোগ্য চাকরিহারারা। যোগ্য চাকরিহারা এক শিক্ষিকা জানান, অযোগ্যদের বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। সন্ধ্যা পেরোলেও দু-পক্ষের মাঝে শুধু ব্যারিকেড ছিল। একে অপরকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করে। তাতে চাকরিহারাদের একাংশের দাবি, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে তার দায়িত্ব কে নেবে?

এসএসসির নতুন তালিকা থেকে যোগ্য চাকরিহারাদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডলের নাম বাদ পড়ে। তিনি এদিন এসএসসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে জানান, কমিশনের ভুলেই তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। তবে ভুল শুধরে নেওয়ার আশ্বাস দেন চেয়ারম্যান।

মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ ২ মে

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের দিন বদল করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ৩০ এপ্রিলের বদলে ফলপ্রকাশ হবে ২ মে। পরীক্ষার ৭০ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ হতে চলেছে। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়া। ওইদিন দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনও হবে। পর্ষদের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ৩০ এপ্রিল মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করা হবে। পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ২ মে ফলপ্রকাশ করা হবে। গত বছরও এদিনই ফলপ্রকাশ হয়েছিল।' পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, wbchse.wb.gov.in এই ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে রোল নম্বর দিয়ে ফল দেখা যাবে।

১০০ সিভিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে ভিড় সামলাতে ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে ১০০ সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রীসভা। ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। মূলত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের কাজেই তাঁদের ব্যবহার করা হবে। এছাড়া পরিবহণ দপ্তরেও চালক ও কনডাক্টর পদে নিয়োগের সিলমোহর দিয়েছে মন্ত্রীসভা। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর ইতিমধ্যেই নতুন কয়েকটি রুটে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে চালক ও কনডাক্টরের চাহিদা বেড়েছে। তাই আরও ১ হাজার চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ করা হবে।

এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে আরও ১০০ মেগাওয়াটের একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রীসভা। ইতিমধ্যেই একটি জার্মান সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সরকার ১১২ মেগাওয়াটের একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে চালু করেছে। মঙ্গলবারই ওই সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনও হয়েছে। রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই নতুন করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মোট খরচ হবে ৬৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ২০৫ কোটি টাকা দেবে রাজ্য সরকার। বাকি টাকা দেবে ওই জার্মান সংস্থা।'

মুখ ফসকে শুভেন্দুর 'হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ' স্লোগানে বিতর্ক

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডের জেরে পাকিস্তানকে দুষে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে মুখ ফসকে 'হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ' বলে ফেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলের দলীয় ফেসবুক পেজে শুভেন্দুর ওই বক্তব্যের ভিডিয়ো (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি) তুলে এমনটাই দাবি করেছেন তৃণমূল ও দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ফেসবুক পেজে তাঁর গলায় পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগানই শোনা গিয়েছে। যদিও সমাজমাধ্যমে শুভেন্দুর এই বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর তা মুছে দেওয়া হয়েছে বলে পালটা কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

পহলগাম জঙ্গি হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর প্রতিবাদে এদিন ২৬টি পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান মুর্দাবাদ বলে স্লোগানও দেন। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শুভেন্দু বলেন, 'গাজার মতো পাকিস্তানকেও ধূলিসাৎ করব। পাকিস্তানের ধ্বংস চাই।' পুলওয়ামা কাণ্ডের বদলায় মোদির সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'খুব শীঘ্রই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ দেখতে পাবেন।'

এদিকে শুভেন্দু সহ বিজেপির কর্মসূচির কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের সরকারি ফেসবুক পোস্টে বিরোধী দলনেতাকে দেশদ্রোহী বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। মুখ ফসকে হলেও শুভেন্দুর মুখে হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ স্লোগানের ব্যাখ্যায় তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'আপনি আসলে একজন দেশবিরোধী! নইলে মুখ ফসকেও একথা কেউ বলতে পারে না। মুখে হিন্দু প্রেম আর দেশপ্রেমের বুলি, হৃদয়ে দেশবিরোধী বিষের ঝুলি। মুখোশ যে খুলে গিয়েছে। ফেসবুক থেকে ভিডিও ডিলিট করেও লাভ হবে না। বাংলার মানুষ আপনাকে হাড়ে হাড়ে চেনে।'

আরজি কর মামলায় ফোন কলের তথ্য

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আরজি কর কাণ্ডে ফোন কলের তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে সিবিআই। আদালতের নজরদারিতে তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। এই মামলাতেই কলকাতা পুলিশের কেস ডায়েরি, সাক্ষীদের তালিকা, ফোন কলের তথ্য, ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আদালতে রিপোর্ট দেওয়া হয়। শুনানির সময় হাজির ছিলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক সীমা পাহুজা। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'সিবিআই কোনও কাজ করছে না। বিচারের আশায় আমরা আদালতের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার দিন হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সুচরিতা সরকার তাঁদের তিনবার ফোন করে তিনরকমের ভিন্ন তথ্য দেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এদিন সিবিআই জানায়, ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পরিবারের তরফে অভিযোগ, এই ঘটনা গণধর্ষণ কি না তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে মেডিকেল বোর্ড বিচার করেছে। গণধর্ষণের সম্ভাবনা তদন্তের শুরুতে খতিয়ে দেখাই হয়নি। বিচারপতি জানতে চান, পরিবারের তরফে মেডিকেল বোর্ডকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছে কি না। মামলাকারীদের সঙ্গে অনেক চিকিৎসক রয়েছেন। তাঁরা মেডিকেল বোর্ডের খামতি খুঁজে পেলে আদালতকে জানাতে পারে।

পরিবারের তরফে জানানো হয় পুলিশের তরফে প্রথমে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়নি। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার কার নির্দেশে ফোন করেছিল তা নিয় অভিযোগ করা হয়। এর নেপথ্যে কোনও অদৃশ্য হাত রয়েছে। নির্যাতিতার মোবাইল পরীক্ষা করা হয়নি। এমনকি ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ফুটেজও কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। মামলার পরবর্তী শুনানিতে তদন্তের খামতি সম্পর্কে নির্যাতিতার পরিবার কী চাইছে তা আদালতে বিস্তারিতভাবে জানাবেন তাঁরা।

সুকান্তর মামলায় হস্তক্ষেপ নয়

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ধরন আলাদা। তাই এক্ষেত্রে ফৌজদারি অপরাধের মামলা দায়ের করা যেতে পারে। আদালত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।' ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। ওই সময় সুকান্ত উসকানিমূলক মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। আবেদনকারী তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তের আবেদন, সুকান্ত সমাজমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন। এর ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারত। তাই আদালত যাতে ওই মন্তব্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়। কেন্দ্র সাংসদ ও বিধায়কদের বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করুক। তবে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, এক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ধরন এক এক রকম। এর পর মামলাটি নিষ্পত্তি করে দেন প্রধান বিচারপতি।

অনুমতি দিল না হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মুসলিম ল বোর্ডের তরফে ডাকা ২৬ এপ্রিল ব্রিগেড সভার অনুমতি দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মন্তব্য, 'দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিচার করে কোনও সংগঠনেরই আগামী ৭ দিন প্রতিবাদের নামে সভা-সমিতি করা উচিত নয়।' ২৬ এপ্রিল মিছিল করতে চেয়েছিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। পুলিশ ও সেনার তরফে অনুমতি না মেলায় তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। রাজ্যের এজি ও কেন্দ্রের এএসজির উপস্থিতিতেই বিচারপতি মন্তব্য করেন, এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের কর্মসূচি করা যথাযোগ্য নয়।

এসইউসিআই-এর ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন শহিদ মিনার ময়দানে। ছবি : আবির চৌধুরী

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ বৈশাখ ১৪৩২

চ্যালেঞ্জের মুখে ট্রাম্প

যে কোনও স্বৈরাচারী শাসকই কোনও না কোনও সময় প্রতিরোধের মুখে পড়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ব্যতিক্রম হচ্ছেন না। আমেরিকার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডের সঙ্গে তিনি যেন সম্মুখসমরে নেমেছেন। হার্ভার্ডের ওপর একের পর এক ফরমান জারি করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির ন্যায্য প্রাপ্য সরকারি অনুদান বন্ধ করে দিচ্ছেন। এইসব স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফেডেরাল কোর্টে মামলা করেছে হার্ভার্ড।

হার্ভার্ড ছাড়াও কলম্বিয়া সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর হম্বিতম্বি চালিয়ে যাচ্ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রতিবাদীর ভূমিকায় প্রথম এগিয়ে এল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ই। তাদের এই আইনি পদক্ষেপ সাহস জুগিয়েছে আমেরিকার শিক্ষা মহলকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ট্রাম্পের কীসের সংঘাত? আসলে সংঘাত ছাড়া থাকতে পারেন না ট্রাম্প।

কুর্সিতে বসে পরপর বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মার্কিন নাগরিকত্ব, অবৈধ অভিবাসন, গণছাঁটাই ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে। তার মধ্যে আমেরিকায় জন্মালেই অভিবাসীর সন্তানের মার্কিন নাগরিকত্ব প্রাপ্তি বাতিলের নির্দেশিকাটিতে আদালত স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সম্প্রতি শীর্ষস্থানীয় মার্কিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিতে তৎপর ওয়াশিংটন।

গাজায় চলছে ইজরায়েলি হামলা। মৃত্যু হচ্ছে অসংখ্য মানুষের। ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুর দাবি, আমেরিকার সম্মতিতেই আক্রমণ চালানো হচ্ছে। হার্ভার্ড সহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রতিবাদে ইজরায়েল-বিরোধী প্রচার চলছে। পড়ুয়াদের সিংহভাগ প্যালেস্তাইন আন্দোলন, হামাসের সমর্থক। ওয়াশিংটনের চোখরাঙানি কলম্বিয়া সহ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইজরায়েল-বিরোধী প্রচার বন্ধ করতে সফল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু হার্ভার্ড জানিয়ে দিয়েছে, তারা বাকস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়বেন, কারা পড়াবেন, কী পড়ানো হবে ইত্যাদি হার্ভার্ডই ঠিক করবে জানিয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারি খবরদারি মানতে নারাজ। হার্ভার্ড সহ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে ট্রাম্প প্রশাসন বারবার ইজরায়েল-বিরোধী প্রচারের জন্য সতর্ক করেছিল। তবে হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষকে আলাদাভাবে 'গোপন চিঠি' পাঠায়। এই চিঠি প্রকাশ্যে না আনার জন্য সতর্কবাণীও ছিল। কিন্তু হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে।

শাস্তিস্বরূপ মার্কিন সরকার হার্ভার্ডের একের পর এক আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম বন্ধ হয়েছে ২০০ কোটি মার্কিন ডলার। তারপর স্থগিত ঘোষিত হয়েছে হার্ভার্ডের স্বাস্থ্য গবেষণা খাতে বরাদ্দ ১০০ কোটি ডলার। এছাড়াও বাতিল করা হয়েছে হার্ভার্ডের ন্যায্য প্রাপ্য আরও কিছু অনুদান। প্রাপ্য করছাড় বন্ধের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে, পড়ুয়াদের 'এই রাষ্ট্রবিরোধী' মনোভাবের পরিবর্তনে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে হার্ভার্ডে বিদেশি পড়ুয়া ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এতসব হুংকার, অনুদান বন্ধ ইত্যাদি কোনও কিছুই অবশ্য টলাতে পারেনি হার্ভার্ডকে। বরং ট্রাম্পের এইসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছেন হার্ভার্ডের প্রাক্তনীরা। ভারতের আনন্দ মাহিন্দ্রা, পি চিদম্বরম, কপিল সিবালের মতো বিশিষ্টরা ম্যাসাচুসেটসের এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে জন এফ কেনেডি এবং বারাক ওবামা হার্ভার্ডের প্রাক্তনী।

ট্রাম্প প্রশাসনেরও বেশ কয়েকজন সচিব এবং গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। ওবামা ইতিমধ্যে ট্রাম্পের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তগুলির নিন্দায় সরব হয়েছেন। হার্ভার্ডের এই আইনি লড়াই ইতিমধ্যে শোরগোল ফেলে দিয়েছে মার্কিন মুলুকে। ট্রাম্পকে আরও চাপে ফেলতে প্রিন্সটন, হার্ভার্ড, ক্রাউন, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়, কানেক্টিকাট কমিউনিটি স্টেট কলেজ সহ আমেরিকার ১৮৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের সমস্ত স্বৈরাচারী ফরমানের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর অভিযান করেছে। একটি যৌথ বিবৃতিও দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

একদিকে হার্ভার্ডের মামলা, অন্যদিকে আমেরিকার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মিলিত চাপ নিশ্চিতভাবেই স্বস্তিতে থাকতে দেবে না ট্রাম্পকে। কবে দ্বৈরথে কোন পক্ষ শেষপর্যন্ত জয়ী হয়, সেটা এখনও অনিশ্চিত।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

এক শিক্ষকের আক্ষেপ ও যন্ত্রণার গল্প

এই বৃদ্ধ শিক্ষককে যে শিক্ষকদের এই অসম্মান আর দুর্গতি বেঁচে থেকে দেখতে হল, এর জন্যে সে কাকে ধন্যবাদ জানাবে?

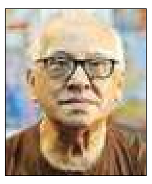

পবিত্র সরকার

১

এমন নয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার পরিসরে শিক্ষকতার জীবিকাটি আজই প্রথম প্রশ্নের মুখে পড়ল। এটা বললে মিথ্যাচার হবে যে, সমাজের সব অংশ চিরকালই শিক্ষকদের কথা বলতে গিয়ে 'মানুষ গড়ার কারিগর' ইত্যাদি বলে চোখ বুজে ফেলেছে এবং তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। আমরা জানি, আর এ কথা অস্বীকার করা ভণ্ডামি হবে যে, চিরকালই এই জীবিকাটি দুটি বিপরীত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আক্রান্ত ছিল। একটি নাগরিক ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি, যারা শিক্ষকতার জীবিকাকে, তার আর্থিক শক্তি ও ভিত্তির কথা মনে করে, একটু অবজ্ঞার চোখে দেখত। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটকে ও সাহিত্যে তার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে।

অবশ্যই শিক্ষকদের মধ্যেও, শিক্ষার পর্যায় অনুসারে, কিছুটা শ্রেণিবিভেদ ছিল। প্রাথমিক পর্বের শিক্ষকদের যতটা অবজ্ঞা করা হত, মাধ্যমিক পর্বের শিক্ষকদের ততটা করা হত না, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ('প্রফেসর') নিশ্চয়ই কিছুটা সম্ভ্রম পেতেন। এ লেখার মূল বিষয় শেষের শ্রেণি নয়। গৃহশিক্ষকেরা মূলত এক সময় নাগরিক দৃশ্য ছিলেন, ফলে তাঁদের ক্ষেত্রে কলকাতায় 'ম্যাস্টার এয়েচে রে' হাঁকডাক শোনা যেত।

উচ্চবিত্ত ও নাগরিক শ্রেণির মধ্যে শাসকদেরও ধরতে হবে, ফলে শাসকরাও শিক্ষকদের প্রতি ওই একই অবজ্ঞা পোষণ করতেন, তাঁদের মাসিক বেতন খুবই কার্পণ্যের সঙ্গে নির্ধারণ করতেন। এই কারণেও স্কুলশিক্ষকেরা 'মহান' বলে চিহ্নিত তাঁদের জীবিকার প্রাপ্য সম্ভ্রম থেকে বঞ্চিত হতেন। আমাদের অনেকেরই মনে আছে, আজ থেকে সত্তর বছর আগে, ১৯৫৪ সালে, বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের কলকাতার এসপ্ল্যানেডে মাসখানেক ধরে অনশন-অবস্থান করতে হয়েছিল, তখন তাঁরা পুলিশের লাঠির লক্ষ্যও হয়েছিলেন। কাজেই সব শিক্ষককে দক্ষিণ এশীয় সমাজের সব্বাই সব সময়ে পায়ে মাথা রেখে পুজো করে এসেছে, এ কথা যেন আমরা না ভাবি। ওই আত্মপ্রসাদের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

তবু বলব, গ্রামের দিকে, অপেক্ষাকৃত সরল ও নিরক্ষর মানুষদের কাছে শিক্ষকদের সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা ছিল, এবং পাঠশালায় গিয়ে, অভিভাবকেরা শিক্ষককে তাঁদের সন্তানকে 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া' করার ঢালাও অনুমতি দিতেন। গ্রাম সম্বন্ধে এটা যত সহজে অনুমান করা যায়, শহরে এ গল্প ততটা বিশ্বাস্য নয়। যাই হোক, এ সব সত্ত্বেও নিজে শিক্ষক হয়েছি, স্কুল থেকে সব স্তরেই পড়িয়েছি। গোত্র পরিচয়ে শিক্ষক বলেই আজ শিক্ষকদের এই দশা দেখে মুখ বুজে থাকতে পারি না।

২

শিক্ষকদের নির্লজ্জ ও অন্তহীন অপমানের এক ধারাবাহিক ইতিহাস সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবাংলায় তৈরি হয়েছে। আমার চেয়ে অনেক বেশি করে তার হিসাব আপনারা রাখেন। এই রাজ্যে নতুন তৃণমূল সরকার ২০১১-তে ক্ষমতায় আসার পরে ২০১৬-তে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি স্কুলে নিয়োগের একটি পরীক্ষা নেয়। আগে প্রতিবছরই পরীক্ষা নেওয়া হত বলে জানা যায়। যাই হোক, পাঁচ বছর পরে যখন পরীক্ষা হল, তার ভিত্তিতে রাজ্যের স্কুলে অশিক্ষক গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মচারী এবং অষ্টম-নবম ও দশম-একাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের মেধাতালিকা করা হল দু'বছর পরে। ২০১৮-তে এবং ২০১৯-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে নিয়োগ দেওয়া হল, স্কুলগুলিতে। কিন্তু ২০২১ থেকেই অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল যে, মেধাতালিকায় ইচ্ছাকৃতভাবে কারচুপি করা হয়েছে, পরীক্ষার ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছে, অনেক অযোগ্য প্রার্থী শাসকদলের প্রভাবশালী স্থানীয় নেতাদের টাকা দিয়ে, তাদের নির্দেশমতো সাদা খাতা জমা দিয়ে, চাকরি পেয়েছে, যোগ্যতর প্রার্থীদের বঞ্চিত করে।

ঘোর অনিশ্চয়তায় একদল শিক্ষক এখনও রাজপথে। - রাজীব মণ্ডল

তা নিয়ে যে মামলার পর মামলা ও তদন্ত হল তার সূত্রে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর বান্ধবীর বাড়িতে প্রায় বাহান্ন কোটি টাকার নোট পাওয়া গেল, শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর বান্ধবী বর্তমানে জেলে বন্দি। সেইসঙ্গে এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনেক কর্তাও জেলে বন্দি হলেন এবং ভারতের কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত শিক্ষাসংক্রান্ত বৃহত্তম দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির দৃষ্টান্ত আমাদের এই এগিয়ে থাকা পশ্চিম বাংলায় তৈরি হল। তার জের এখনও কাটেনি, বরং প্রতিদিন নতুন নতুন অসহনীয় মাত্রায় বিস্তারিত হচ্ছে।

৩

এর সঙ্গে মিলেছে টেট বা টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট-এ প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগেও বিপুল দুর্নীতির ঘটনা, যা নিয়ে ইডি বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তদন্ত করেছে। তা নিয়েও মামলা হয়েছে। এসএসসিতে সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে হাইকোর্টের নির্দেশে যদি ২৫,৭০০-র কিছু বেশি শিক্ষকের চাকরি এক অনিশ্চিত সংকটে পড়ে থাকে তো টেটের ক্ষেত্রে প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষক ওই সঙ্গিন অবস্থার মুখোমুখি। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এ এক বিপর্যয়, এবং এ বিপর্যয়ের জন্য শাসকদল সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

২০২১ থেকেই কলকাতা ময়দানে যোগ্য কিন্তু দুর্নীতির কারণে যোগ্য তালিকা থেকে বাদ পাওয়া শিক্ষকেরা দলে দলে অবস্থান করে চলেছেন। তাদের অবস্থা অবর্ণনীয় ছিল। তার সঙ্গে মিশল এই ছাব্বিশ হাজারের মতো শিক্ষকের চাকরি উচ্ছেদের নোটিশ। রাজ্য সরকার পড়িমরি করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করায় সুপ্রিম কোর্ট কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের চাকরি বাতিল-করা পিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নির্দেশ দিয়েছে যে, এসএসসি এর মধ্যে ইতিমধ্যে নিযুক্ত যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করবে, এবং নতুন করে নির্বাচন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে। সকলেই জানি যে, এর মধ্যে এসএসসি নির্বাচিত একটি কোম্পানি পরীক্ষার ওএমআর শিট নষ্ট করে দিয়েছিল। তবু কীসের ওপর ভিত্তি করে এসএসসি গত ২১ এপ্রিল কথা দিয়েছিল যে, আদালতকে যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা বাছাই করে জমা দেবে, তা জানি না। যাই হোক, ২২ এপ্রিল তারা পিছিয়ে গিয়ে জানিয়েছে যে, তারা ওই তালিকা দেবে না, কারণ তাদের আইনজীবীরা জানিয়েছেন তাতে নাকি আদালত অবমাননা হতে পারে।

৪

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আদালতের ওই চাকরি বাতিলের রায়ের পর 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, যদিও তাঁরই দল যে সমস্ত অপকর্মের জন্য দায়ী সেকথা সর্বথা এড়িয়ে গেছেন। নেতাজি ইন্ডোরে শিক্ষকদের ডেকেছেন, সেখানে তাঁর দলের কলেজের অধ্যাপকেরা গলায় 'আমরা যোগ্য' ব্যাজ ঝুলিয়ে ঘুরেছেন, নানা রকম আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু ওই বিপর্যয়-পীড়িত শিক্ষকদের বহুলাংশ যে আশ্বস্ত হননি, তা বোঝাই গেছে। তাঁরা কসবার ডিআই অফিসে অভিযান করতে গিয়ে পুলিশের লাঠির সঙ্গে উপরি হিসেবে লাথিও খেয়েছেন, শিক্ষকদের অপমানে তাতে রোমহর্ষক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তার পরে এসএসসির যোগ্য-অযোগ্য তালিকা সম্বন্ধে শুচিবাই তাঁদের নতুন করে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, ওটা তাঁদের অধিকার। কোন 'অযোগ্য'দের কারণে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হল, তা তাঁরা জানবেন না কেন? অথচ মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী সবাই তাঁদের ছেলেমানুষ ভেবে পিঠ চাপড়ে বলছেন, 'যোগ্য-অযোগ্যের' তালিকা নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তাঁরা কি ভুলেও এ কথা বলবেন যে, অযোগ্যরা তাঁদের দলের লোকেদের টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে, তাঁরাই পুরো বিপর্যয়ের আসামি? বঞ্চিত শিক্ষকেরা তাই সল্টলেকের আচার্য ভবনের সামনে খোলা রাস্তায় দিনরাত্রি অবস্থানের পরিকল্পনা নিয়েছেন।

আশ্চর্য কথা হল, 'পাশে-থাকা' সরকার তাঁদের এবার বিশুদ্ধ শত্রুপক্ষ হিসেবেই ধরে নিয়েছে। শিক্ষকেরা পথে, ফুটপাথে, কাগজ বা প্লাস্টিক বিছিয়ে পড়ে আছেন, তাঁদের শারীরিক সুবিধার জন্য পাছে তাঁরা পাশের পেট্রোল পাম্পের টয়লেট ব্যবহার করেন সেজন্য পুলিশ সেগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে, তাঁদের অস্তিত্ব যথাসম্ভব কষ্টকর ও দুঃসহনীয় করার পরিকল্পনায় পুলিশ ব্রতী। সেখানে তারা বায়ো-ল্যাট্রিন আনতে বাধা দিয়েছে, পাশে টিয়ারগ্যাস ইত্যাদি অভ্যর্থনার অস্ত্র নিয়ে তারা সদা প্রস্তুত।

এই ক'দিনেই সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে যে, পশ্চিম বাংলায় শিক্ষক হয়ে যদি সরকারকে তোষণ না করে তবে তার জীবনে অভিশাপ নেমে আসবে। লাঠি, লাথির স্বাদ তারা এর মধ্যেই পেয়েছে, তার চেয়েও সাংঘাতিক বিপত্তি তাঁদের ঘটে যেতে পারে।

তবু সল্টলেকের প্রতিবেশীরা, নানা গণসংগঠন, অভয়া-আন্দোলনের সদস্যরা, খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। সেটা একটা আশ্বাস। কিন্তু এই বৃদ্ধ শিক্ষককে যে শিক্ষকদের এই বিপুল অসম্মান আর দুর্গতির ছবি বেঁচে থেকে দেখতে হল, এর জন্যে সে কাকে ধন্যবাদ জানাবে?

(লেখক শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক)

আজ

১৯৭৫
ঔপন্যাসিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

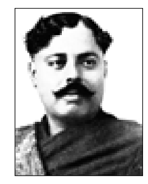

১৯৪৮
শিল্পী গিরিজাশংকর চক্রবর্তী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

শুধু নিরীহ পর্যটকদের ওপর নয়, দেশের শত্রুরা ভারতের আত্মার উপর হামলা করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। যে সন্ত্রাসবাদীরা এই হামলা ঘটিয়েছে এবং যারা এই হামলার ষড়যন্ত্র করেছে, তারা এমন শাস্তি পাবে, যা তাদের কল্পনারও অতীত।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

বেডে শুয়ে রোগী। টুলে বসে সুচ ও সুতো দিয়ে সাজারিতে ব্যস্ত মেডিকেল স্টুডেন্ট। তবে না, তিনি কারও অপারেশন করছেন না। তাঁর চপ্পল ছিঁড়ে গিয়েছিল। অপারেশনের সরঞ্জাম দিয়ে তিনি নিজের চপ্পল সেলাই করছেন। এমনই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

ভাইরাল/২

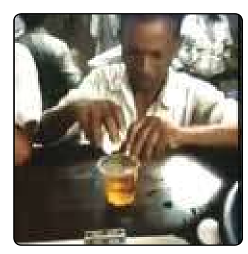

'সানডে হো ইয়া মানডে, রোজ খাও আন্ডে'। সম্প্রতি ডিমের এক রেসিপি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। সামনে একটি মদের গ্লাস। দুটি ডিম ভেঙে পানীয়তে মেশান এক ব্যক্তি। এরপর ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলেন ডিম-মদের মিশ্রণটি।

জনমন

জনমত

নদী নয়, বিবেক সংস্কার জরুরি

শিলিগুড়ির মাননীয় মেয়র গৌতম দেব ও পশ্চিমবঙ্গ সেচ দপ্তরের সহায়তায় ফুলেশ্বরী সংস্কারের কাজ জোরকদমে চলছে। দীর্ঘ বছরের প্লাস্টিক-আবর্জনায় পূর্ণ নদী ফিরে পেতে চলেছে নবযৌবন। অথচ কিছু অসভ্য লোক প্রতিনিয়ত রাতের অন্ধকারে আবর্জনা ফেলছেন নদীতে। এই আবর্জনা ফেলা বন্ধের জন্য মাননীয় মেয়র বিভিন্ন সেতুর ওপর নেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারপরও আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা যাচ্ছে না।

শিলিগুড়ি ঘোগোমালি বাজার সংলগ্ন এলাকায় সেতুর ওপর নেটের জাল থাকা সত্ত্বেও থার্মোকল, চট, মাছের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে নদীতে। এছাড়া ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে নদীর কিছু অংশে কাঁচা পায়খানা ছিল। বর্তমানে আবারও কিছু জায়গায় ছেঁড়া চট দিয়ে ঘিরে নদীর মাঝখানে শৌচালয় তৈরি করা হচ্ছে। ফুলেশ্বরী নদীর পাড় চুরি হয়েছে অনেক আগেই। বর্তমানে নদীর পাড় দখলকারীদের থেকে চুরি করা নদীর পাড় ফিরিয়ে এনে নদী বড় করা খুবই প্রয়োজন।

শিলিগুড়ির মেয়রের উদ্যোগে নদী সংস্কার পুরোদমে এগিয়ে চললেও একশ্রেণির মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য নদী একদিকে সাফ হচ্ছে, অন্যদিকে আবর্জনায় ভরছে। শিলিগুড়িকে সুন্দর রাখা, পরিচ্ছন্ন রাখা শুধু রাজ্য সরকার বা মেয়রের দায়িত্ব নয়, সবারই দায়িত্ব রয়েছে। তাই নদী সংস্কারের আগেও মানুষের বিবেক সংস্কার আগে জরুরি।

বিমল বণিক, পশ্চিম ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি।

কাঞ্চনজঙ্ঘায় পুনরায় চেয়ারকার চাই

আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনটিতে চেয়ারকার থাকায় আমরা বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ কত সুন্দরভাবে কলকাতা যাতায়াত করতাম। সাধারণ বগিতে বাদুড়ঝোলা অবস্থায় আমাদের যাত্রা করা কি সম্ভব? সবার রিজার্ভেশন কম্পার্টমেন্টে যাওয়ারও কি যোগ্যতা আছে?

সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে বিশেষ করে আমার মতো বয়স্কদের কথা ভেবে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনে পুনরায় চেয়ারকার চালু করার জন্য রেলের কাছে আর্জি জানাই। জনস্বার্থে এই আর্জি মঞ্জুর হলে কৃতজ্ঞ থাকব।

দাসুদেব ঘোষ
ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

এই ধর্মীয় সন্ত্রাসের মহামারির শেষ কবে?

কাশ্মীরি সহকর্মীরা বহু সন্ত্রাসবাদী ঘটনা দেখেছেন। কিন্তু পর্যটকদের ওপর এই হামলা দেখে তাঁরাও হতভম্ব, স্তম্ভিত।

বিকাশ দাস

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে নিজের জন্য এককাপ চা তৈরি করছিলাম। সেই সময় এক অধ্যাপক সহকর্মী ফোন করে জানালেন পহলগামের ঘটনার কথা। তারপর থেকে আমার মোবাইল ফোনের ঘণ্টী অবিরাম বেজেই চলেছে। এক বছর আগে যখন কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম, তখন শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষজন একটু অমত করলেও একপ্রকার সেসব কথায় কান না দিয়েই ব্যাগপত্র গুছিয়ে কাশ্মীর এসেছি। আইআইটি গুয়াহাটিতে পিএইচডি শেষ করার এক মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ। চোখে আমার অনেক রঙিন স্বপ্ন। কালকের ঘটনার পরে সেই স্বপ্ন ফিকে হয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু একটা ঝটকা অবশ্যই লেগেছে।

আমি কাশ্মীরে আসার পর গত এক বছরে এটা তৃতীয় ঘটনা। অক্টোবরে গান্দেরবাল জেলার শ্রীনগর-লেহ জাতীয় মহাসড়কের একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ স্থানে শ্রমিকদের তাঁবুতে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ৭ জন নিহত হয়েছিলেন। নভেম্বরে বিখ্যাত লাল চকে সাপ্তাহিক রবিবারের হাটে গ্রেনেড হামলায় বারোজন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবারের পহলগাম হামলার নৃশংসতা এবং ভয়াবহতা কয়েক শতগুণ বেশি।

আমার কাশ্মীরি সহকর্মীরা জীবনে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘটনার অনেক কালো অধ্যায় দেখেছেন কিন্তু পর্যটকদের ওপর এই ধরনের হামলা দেখে তাঁরাও একপ্রকার হতভম্ব এবং স্তম্ভিত। তাঁরা বলছিলেন, বিগত কুড়ি-পঁচিশ বছরে এমন ঘটনার কথা তাঁরা মনে করতে পারছেন না। কয়েকদিন আগের হড়পা এবং পাহাড়ে ধসের কারণে শ্রীনগর-জম্মু মহাসড়ক একপ্রকার বিচ্ছিন্ন। শ্রীনগর থেকে দেশের অন্য প্রান্তে ট্রেন চালু হওয়ার কথা গত কয়েক মাস থেকে আকাশে ভাসলেও সেটা আজও চালু হয়নি। এই ঘটনার পরে নিরাপত্তার খাতিরে ট্রেন চালু হওয়া আরও বিলম্বিত হবে। শ্রীনগর বিমানবন্দরের বাইরে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছেই। পর্যটকরা ফিরতে মরিয়া।

এই দৃশ্য কাশ্মীরের অর্থনীতি যা মূলত পর্যটনশিল্প কেন্দ্রিক তার ওপর অদূরভবিষ্যতে গভীর প্রভাব ফেলবে। যা দেখে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ এবং অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। শ্রীনগরের দোকানপাট, ব্যবসা, গাড়ি, বাস, সহ, স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। চারিদিকে এক থমথমে চাপা পরিবেশ। ছাত্রছাত্রীরা এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে এক মৌনমিছিলে অংশগ্রহণ করে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ওডিশা, কেরল, ঝাড়খণ্ড, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। বাড়ি থেকে হাজার মাইল দূরে এঁরা দুই চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য এসেছে। যাদের অনেকের মনেই আজ আমি এক অজানা আতঙ্কের ছায়া দেখেছি। এই নবীন প্রাণগুলির শিক্ষক এবং অভিভাবক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব শুধু ক্লাসরুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিজেদের সীমাবদ্ধতা সরিয়ে রেখে আমারা চেষ্টা করছি এদের মনে সাহস জোগাতে, এদের ভরসা দিতে। বুধবার বিকেলে শুনলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরি মিটিংয়ে স্থির হয়েছে আগামীকাল থেকে হয়তো আগামী ছয় সপ্তাহের জন্য শুধু ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে এবং পঠনপাঠন আবার করোনা অতিমারির মতো অনলাইনে হবে। করোনা অতিমারি সময়ের সঙ্গে দুই-তিন বছরে শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তারপরেও সাধারণ ক্লাসরুম শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরতে সময় লেগেছে অনেক। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা আর ধর্মীয় সন্ত্রাসের মহামারি কবে শেষ হবে? উত্তরটা আজ খুবই আবছা মনে হচ্ছে।

(লেখক শ্রীনগরের বাসিন্দা। কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৪

পাশাপাশি : ১। চুলদাড়ি কাটা যে মুসলমানের পেশা ৩। ফুলের অংশ ৫। জাম, বা জামরুল ৬। আমের গন্ধে যে পতঙ্গ ছুটে আসে ৮। লজ্জার বিষয় ১০। নৌকার পাল ১২। মুসলমানদের ধর্মগুরু ১৪। রামের বাবা দশরথের ঠাকুরদা ১৫। ফুল অথবা পাখিও হতে পারে ১৬। নৃত্যশিল্পীদের পায়ের নূপুর।

উপর-নীচ : ১। ব্যাবিলনের রাজা আইনকে প্রথম লিখিত রূপ দেন ২। টেকসই, শক্ত ৪। যে অল্পেতে রেগে যায় ৭। যে ব্যক্তি কানে শোনেন না ৯। আশকারা দেওয়া ১০। বাড়ির দুষ্টু ব্যক্তি যাকে সহজে এড়ানো বা তাড়ানো যায় না ১১। মৌচাকের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ১৩। বসন্ত ঋতুতে অন্য যে নামে ডাকা হয়।

সমাধান ■ ৪১২৩

পাশাপাশি : ১। পতাকা ৩। কোটনামি ৪। তলবি ৫। দাবিদার ৭। চীর ১০। দস্তা ১২। হড়বড় ১৪। মোহনা ১৫। ছন্নছাড়া ১৬। নামতা।

উপর-নীচ : ১। পর্ণমোচী ২। কাতলা ৩। কোবিদার ৬। দায়াদ ৮। রগড় ৯। আড়মোড়া ১১। স্তাবকতা ১৩। জেনানা।

ভালো খবর

নিঃশব্দ বিপ্লব

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার খরাপ্রবণ এলাকা কুরুগুন্টায় নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটাচ্ছেন মহিলারা। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জৈব চাষ করে রুক্ষ গ্রামের চেহারা পালটে দিয়েছেন স্বামীহারা, সহায়সম্বলহীন মায়েরা। চাষবাসে ব্যাপক ক্ষতির জেরে একসময় আত্মহত্যার হিড়িক লাগে এই গ্রামে। কমে যায় পুরুষের সংখ্যা। সেখানেই এখন নারীরা শুধুমাত্র ফসল ফলাচ্ছেন তাই-ই নয়, আত্মনির্ভরতার পাঠও দিচ্ছেন।

গুলির লড়াইয়ে শহিদ বাঙালি সেনা

শ্রীনগর ও কলকাতা, ২৪ এপ্রিল: পহলগামে জঙ্গিদের ৪৮ ঘণ্টা আক্রমণের পর জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হলেন নদিয়ার পাথরঘাটার বাসিন্দা, ভারতীয় সেনার প্যারাকমান্ডো ঝন্টু আলি শেখ। পহলগাম কাণ্ডের পর জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। উধমপুরে জঙ্গিদের আশ্রয় নেওয়ার খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে অভিযানে গিয়েছিল সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহিনী। সেই দলেই ছিলেন ঝন্টু।

সেনাবাহিনী জানায়, 'সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ডুডু-বসন্তগড় এলাকায় সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানের সময় জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। শুরুতেই ঝন্টু শেখ গুরুতর আহত হন এবং পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহিদ হন।'

বসন্তগড় এলাকায় দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে হাবিলদার ঝন্টু আহত হন। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার দুপুরে নিহত সেনা কমান্ডোর পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাবিলদার ঝন্টু জম্মুর নাগ্রোটা-স্থিত ১৬ নম্বর কোরের কমান্ডো ছিলেন। 'হোয়াইট নাইট কোর' হিসাবে এই বাহিনী পরিচিত।

বৃহস্পতিবার সেনার হোয়াইট নাইট কোর এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছে, '৬ প্যারা এসএফ-এর বীর হাবিলদার ঝন্টু আলি শেখকে স্যালুট। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন তিনি। তাঁর অদম্য সাহস ও বীরত্ব চিরস্মরণীয়। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে আছি।'

শহিদ জওয়ান ঝন্টুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রও এক্স-এ লেখেন, 'উধমপুরে সেনা ও জঙ্গিদের গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের পাথরঘাটা গ্রামের বাসিন্দা হাবিলদার ঝন্টু আলি শেখ। তাঁর আত্মা শান্তি পাক।' ঝন্টুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝন্টুর পরিবার।

ঝন্টুর বয়স ৩৬ বছর। পরিবার নিয়ে আগ্রায় থাকতেন। তাঁর স্ত্রী এবং এক ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিধায়ক তাপস কুমার সাহা শহিদ জওয়ানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান ও সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। ঝন্টুর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেমেয়ের কী হবে তা ভেবেই কেঁদে আকুল পড়শিরা।

পহলগামে জঙ্গি হামলায় হামলাকারীদের সন্ধানে সেদিন বিকাল থেকেই আশপাশের পাহাড়, জঙ্গল ঘিরে চিরুনি তল্লাশি অভিযান শুরু করে সেনা, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং সিআরপিএফের যৌথবাহিনী।

পুঞ্চেও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের খোঁজে অভিযানে নামে সেনা। লাসানার জঙ্গলে জঙ্গিদের খোঁজ চলছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়েই সকালে ওই এলাকায় পৌঁছোয় বাহিনী। দিনভর তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ১৫ এপ্রিল এই জঙ্গলেই নিরাপত্তাবাহিনী এবং জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয়েছিল। এক জওয়ান সেই ঘটনায় আহত হন।

এছাড়া জম্মু-রাজৌরি-পুঞ্চগামী প্রতিটা রাস্তায় জোরদার তল্লাশি চলছে। মুঘল রোডেও নজরদারি চালাচ্ছে সেনা। বুধবার উরি হয়ে দুই সন্দেহভাজন জঙ্গি ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই অনুপ্রবেশ রুখে দেয় সেনা। দুই জঙ্গিকে হত্যা করা হয়।

সিন্ধু চুক্তি রদে সংকটে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে নিরীহ পর্যটকদের হত্যাকাণ্ডের পর খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬টি পদক্ষেপ করেছে ভারত। পাক দূতাবাসের সিংহভাগ কর্মীকে দেশে ফেরত পাঠানো, সেদেশের নিরাপত্তা আধিকারিকদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ, ইসলামাবাদে মোতায়েন ভারতীয় কূটনীতিকদের দেশে ফিরিয়ে আনা, পাকিস্তানিদের জন্য সার্ক ভিসা বাতিল, আটারি সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্য বন্ধের মতো সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সিন্ধু জলচুক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

যে সমস্যা হতে পারে

- চুক্তির শর্ত মেনে জল বণ্টনের বাধ্যবাধকতা থাকল না
- আপাতত পাকিস্তানে প্রবাহিত জলের ৫-১০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ভারত
- অদূরভবিষ্যতে সিন্ধুর ভারতীয় অংশে বাঁধ তৈরির সম্ভাবনা
- সেক্ষেত্রে জলের পুরো নিয়ন্ত্রণ ভারতের কাছে থাকবে

- ভেঙে পড়বে পাক পঞ্জাবের কৃষি ব্যবস্থা
- সব বড় শহরে দেখা দেবে জলসংকট

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, এ পর্যন্ত ভারতের তরফে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যতগুলি পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার মধ্যে জলচুক্তি বাতিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর ওপর দীর্ঘমেয়াদে পাকিস্তানের টিকে থাকা নির্ভর করছে। ১৯৬০-এ স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলচুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু, ঝিলম ও চন্দ্রভাগা নদীর জল ব্যবহারের অধিকার রয়েছে পাকিস্তানের। বিপরীতে ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রুর জলের অধিকার রয়েছে ভারতের কাছে। যদিও সবকটি নদীই ভারতের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ, উজানের দেশ হিসাবে ৬টি নদীর জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে ভারতের।

সাড়ে ৬ দশক আগে হওয়া চুক্তিকে মান্যতা দিয়ে এতদিন সিন্ধু, ঝিলম ও চন্দ্রভাগা নদীর ওপর বাঁধ দেয়নি ভারত। মঙ্গলবারের জঙ্গি হামলার পর সিন্ধু চুক্তি স্থগিত করার কারণে ভারতের সামনে আর সিন্ধুর জলপ্রবাহ অবাধ রাখার বাধ্যবাধকতা নেই। অদূর ভবিষ্যতে ভারত সিন্ধুতে বাঁধ দিলে জলশূন্য হয়ে পড়বে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশ। সেদেশের কৃষিপণ্যের পাঁচ ভাগের চার ভাগ জোগান আসে এই রাজ্যটি থেকে। সিন্ধুর মূল প্রবাহ থেকে সেচখালের মাধ্যমে চাষ হয় পাক পঞ্জাবে। জল না পেলে ভেঙে পড়বে পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা, যার ওপর সেদেশের ৭০ শতাংশ মানুষের রুজি-রুটি নির্ভর করছে। এছাড়া পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সবকটি বড় শহর জল সরবরাহের জন্য সিন্ধুর ওপর নির্ভর করে। এর থেকেই সিন্ধু জলচুক্তির গুরুত্ব বোঝা যায়।

যে কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিবৃতির পরেই তড়িঘড়ি বয়ান জারি করেছে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রকের মুখপাত্র মুহাম্মদ ফয়সাল বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় ১৯৬০-এ সিন্ধু জলচুক্তির ফলে সিন্ধু সহ ৩টি নদীর জলের ওপর পাকিস্তানের অধিকার রয়েছে। সেই জল অন্যখাতে প্রবাহের চেষ্টা হলে তা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসাবে গণ্য করা হবে।' ভারত অবশ্য সেই হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত সিন্ধু জলচুক্তি থেকে বেরিয়ে এলে শুরুতেই পাকিস্তানের অংশে জলপ্রবাহে তেমন ফারাক পড়বে না। ভারত বড়জোর ৫-১০ শতাংশ জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য থাকায় সংশ্লিষ্ট নদীগুলিতে কয়েক বছরের মধ্যে বাঁধ দিতে পারে ভারত। তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। তাই এখন থেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে পাকিস্তান।

সীমান্ত পেরিয়ে পাক সেনার হাতে আটক বিএসএফ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : পহলগাও হামলার জেরে ভাঙনের মুখে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। সীমান্তের দু'পারেই সামরিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। এমন একটা সময়ে ভুল করে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনী রেঞ্জার্সের হাতে ধরা পড়লেন এক বিএসএফ জওয়ান। নাম পিকে সিং। বিএসএফের ১৮২ নম্বর ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল পিকে সিং পঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টরে মোতায়েন ছিলেন। বৃহস্পতিবার টহলদারির সময় ভুলবশত সীমান্তের ওপারে চলে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আটক করে রেঞ্জার্স। ঘটনার কথা জানতে পেরে রেঞ্জার্সের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং শুরু করেছে বিএসএফ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সীমান্তবর্তী গ্রামের ভারতীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন পিকে সিং। চড়া রোদ থেকে বাঁচতে সামনে থাকা একটি বড় গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ান তিনি। বুঝতে পারেননি যে গাছটি পাকিস্তানের মধ্যে রয়েছে। কাছেই ওঁত পেতে থাকা রেঞ্জার্স জওয়ানরা তাঁকে আটক করে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, স্থানীয় গ্রামবাসী ও নিরাপত্তাকর্মীদের ভুল করে সীমান্ত পার হওয়া নতুন কিছু নয়। দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যা মিটিয়ে নেয়। তবে এদিন রাত পর্যন্ত আটক বিএসএফ জওয়ানকে মুক্তি দেয়নি পাক রেঞ্জার্স।

পাকিস্তানি সীমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

নয়াদিল্লি ও লখনউ, ২৪ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গিহানাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানিদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে মোদি সরকার। এই আবহে উত্তরপ্রদেশে বসবাসরত সীমা হায়দরের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। অনলাইন গেমে বন্ধুত্ব হওয়া নয়ডার শচীন রানার প্রেমে পাগল পাকিস্তানের সীমা বেআইনিভাবে নেপাল দিয়ে যোগীরাজ্যে প্রবেশ করেন। তিনি শচীন মিনাকে বিয়ে করেন। তাঁদের সন্তান আছে। ভারতীয়কে বিয়ে করলেও সীমা এখনও পর্যন্ত এদেশের নাগরিকত্ব পাননি। তাহলে সীমাকে পাকিস্তানে চলে যেতে হবে? দিল্লি হাইকোর্টের আইনজীবী আবু বকর সব্বক জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, ভারত থেকে সব পাকিস্তানি নাগরিককে চলে যেতে হবে, যা সীমা হায়দরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। তিনি এও জানিয়েছেন, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে উত্তরপ্রদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সীমা ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করেছেন। তাঁর সন্তান আছে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করবে। সীমার নাগরিকত্ব পর্যালোচনাধীন।

হামলায় নিহত শুভম দ্বিবেদীর মরদেহর সামনে কান্না স্ত্রীর। কানপুরে।

হাজার মাওবাদীকে ঘিরে আধাসেনা

রায়পুর, ২৪ এপ্রিল : মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযান শুরু হয়েছে ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে। ছত্তিশগড়-তেলেঙ্গানা সীমানায় অবস্থিত বিজাপুরের কারেগুট্টা পাহাড়ে মাওবাদীদের জমায়েতের খবর পেয়ে মঙ্গলবার তল্লাশি শুরু করেছিল দুই রাজ্যের পুলিশ। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মহারাষ্ট্র পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী এবং আধাসেনা। সব মিলিয়ে ২০ হাজার নিরাপত্তাকর্মী গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে কারেগুট্টা পাহাড় ঘিরে রেখেছে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মাওবাদীদের তরফে বিরাট জমায়েতের খবর পেয়েই এত বড় যৌথ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। কারেগুট্টায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা মাওবাদীর সংখ্যা হাজারের কম নয় বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি বাহিনীর ঘেরাটোপে আটকে পড়া মাওবাদীদের মধ্যে সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার হিদমা এবং ব্যাটালিয়ন প্রধান দেবা সহ বেশ কয়েকজন নেতা রয়েছে। তাদের ঘিরে বহু স্তরীয় প্রতিরোধ-বলয় তৈরি করেছে মাওবাদীরা। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করে পুলিশ ও আধাসেনার সঙ্গে ছত্তিশগড়ের জেলা রিজার্ভ গার্ড, বস্তার ফাইটার্স এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্সকেও ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টা যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৫ জন মাওবাদীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘন জঙ্গল ও পাহাড়-ঘেরা কারেগুট্টা মাওবাদীদের শেষ আশ্রয়স্থলগুলির একটি। কয়েকদিন

অভিযানে ২০ হাজার পুলিশ, আধাসেনা

আগে তারা এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছিল, সেখানে প্রচুর আইইডি পোঁতা হয়েছে। গ্রামবাসীরা যেন ওই অঞ্চল এড়িয়ে চলেন। তারপরই কারেগুট্টায় অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্র ও ৩ রাজ্যের বাহিনী। ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদীমুক্ত করার ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। চলতি বছর এ পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে দেড়শো মাওবাদী প্রাণ হারিয়েছে। শুধু ছত্তিশগড়ে মৃত্যু হয়েছে ১২৪ জন মাওবাদীর।

হামলার পর স্থানীয়দের ক্ষোভের আঁচ দেরাদুন, প্রয়াগরাজে

কাশ্মীরি পড়ুয়াদের কলেজ ছাড়ার ফতোয়া

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : পহলগামে নারকীয় হামলা এবং তার জেরে পর্যটকদের ভূস্বর্গ ছাড়ার হিড়িক দেখে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ যে ভয়টা পাচ্ছিলেন, সেটাই একটু একটু করে ঘটতে শুরু করেছে। পহলগাম সন্ত্রাসের জেরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠরত কাশ্মীরি মুসলিম পড়ুয়াদের রাতারাতি কলেজ ছাড়ার ফতোয়া জারি করেছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। একই দশা ভিনরাজ্যে কর্মরত কাশ্মীরি মুসলিম শ্রমিকদেরও। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অজানা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। ভিনরাজ্যে থাকা কাশ্মীরিদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করার আর্জি জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও। তিনি বলেছেন, 'আমি দেশের জনগণের কাছে অনুরোধ করতে চাই, দয়া করে এটা ভাববেন না যে কাশ্মীরিরা আপনাদের শত্রু। আমরা এর জন্য (পহলগাম হামলা) দোষী নই। গত ৩৫ বছর ধরে আমরা এর জন্য ভুগছি।' কিন্তু কাশ্মীরিদের সামগ্রিক পরিস্থিতি যে ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না ওয়াকিবহাল মহলের।

কুপওয়ারার বাসিন্দা ইমরান দেরাদুনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি প্যারামেডিকেল পড়ুয়া। বুধবার রাত ২টোয় তাঁকে একটি ভিডিওবার্তা পাঠিয়েছে হিন্দু রক্ষা দল নামে একটি সংগঠন। ওই সংগঠনের এক সদস্য ইমরানকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য শাসিয়েছেন। প্রাণভয়ে দেরাদুন বিমানবন্দরে পৌঁছে তিনি বলেন, 'আমাদের সিইও-ও কলেজ ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'পরিস্থিতি আগামী দিনে আরও খারাপ হতে পারে। সবকিছু স্বাভাবিক হলে আমরা আবার ফিরে আসতে পারব।' ইমরানের মতো আরও কাশ্মীরি মুসলিম পড়ুয়া দেরাদুনে পড়াশোনা করছেন, তাঁরাও পড়াশোনা ফেলে ঘরে ফেরার পথ ধরছেন। হিন্দু সংগঠনের এক নেতা ভিডিওবার্তায় বলেছেন, 'আমরা যদি একজনও কাশ্মীরি মুসলিমকে দেরাদুনে আগামীকাল দেখতে পাই, তাহলে আমরা ওঁদের রোগ সারিয়ে দেব। আমরা শুধুমাত্র সরকারের ওপর নির্ভর করে বসে থাকব না। আমরা কাপুরুষের মতো বাঁচতে চাই না। কাশ্মীরি পড়ুয়াদের কাছে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত সময় রয়েছে। ব্যাগপত্র গুছিয়ে আপনারা ফিরে যান।'

এই অবস্থায় কাশ্মীরে পড়ুয়াদের বাবা-মায়েরাও সন্তানদের নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন।

দিল্লির জম্মু ও কাশ্মীরের রেসিডেন্ট কমিশনের তরফেও হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। জে অ্যান্ড কে স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (জেকেএসএ) জাতীয় আহ্বায়ক নাসির খুহামি বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের হেনস্তা করার ৮টি ঘটনা ঘটেছে। আমরা রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।' কাশ্মীরি পড়ুয়াদের ঘরবন্দি থাকতে বলেছে তারা। হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে প্রয়াগরাজের একটি কাঠ কাটার কারখানায় কাজ করেন কাশ্মীরের দুই মুসলিম তরুণ। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, 'আমাদের ম্যানেজার বাড়ির বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন। আমার সহকর্মী নিরাপত্তার খাতিরে ইতিমধ্যে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন।' দেরাদুন শুধু নয়, কাশ্মীরি পড়ুয়াদের বাড়ি ছাড়ার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে প্রয়াগরাজেও। বহু কাশ্মীরি পড়ুয়া বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। তাঁদের বাড়ির মালিকরা বাড়ি তো বটেই, শহরও ছেড়ে দিতে বলেছেন। প্রয়াগরাজ আর তাঁদের পক্ষে নিরাপদ নয় বলেও জানিয়ে দিয়েছেন বাড়ির মালিকরা। জেকেএসএ-র তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, চণ্ডীগড়ে মধ্যরাতে হস্টেলে ঢুকে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা হয়েছে।

এই অবস্থায় জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেছেন, 'আমাদের সরকার অন্য রাজ্যগুলির সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। বিভিন্ন রাজ্যে যে সমস্ত কাশ্মীরি রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তায় সেই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অতিরিক্ত নজর দেওয়ার আর্জি জানিয়েছি।'

ট্রেকিং অ্যাপ হয়ে ওঠে জঙ্গিদের ডিজিটাল অস্ত্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের নয়নাভিরাম পর্যটনকেন্দ্র পহলগামের শান্ত-নিভৃত পরিবেশ আচমকা কেঁপে উঠেছিল বুলেটের শব্দে। ২৮ জন নিরীহের প্রাণহানিতে গোটা দেশ যখন শোকে ও ক্ষোভে উত্তাল, ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় তদন্তে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য- এই হামলা শুধু বন্দুকের ছিল না, এর পিছনে ছিল এক অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছায়াও।

তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই তিনজন জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করেছে। তবে শুধু তিনজন জঙ্গিই নয়, পহলগামের ঘটনায় পর্দার আড়ালে রয়েছে আরও তিনজন। বৈসরণ পার্কের বাইরে দু-জন চা বিক্রেতা আর একজন ভেলপুরিওয়ালা ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর, খোঁজ চলছে এই তিনজনের। কারণ, তারাই এই ঘটনার পটভূমি তৈরি করে দিয়েছে। গোয়েন্দাদের অনুমান, এরাই ছিল পহলগাম ঘটনার মেন হ্যান্ডলার।

বিভিন্ন সূত্রের খবর, পর্যটকদের ওপর হামলা চালানোর জন্য জঙ্গিরা ব্যবহার করেছিল 'অ্যালপাইন কোয়েস্ট' নামের একটি অ্যাপ, যা সাধারণত পাহাড়ি ট্রেকিং বা অভিযানের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এবার সেই অ্যাপই পরিণত হয়েছে একটি প্রাণঘাতী হাতিয়ারে। ঘন জঙ্গলের গোপন পথ ধরে হামলাকারীরা যে নিখুঁতভাবে পর্যটকদের অবস্থানে পৌঁছে যায়, তার নেপথ্যে ছিল এই অ্যাপের দিকনির্দেশ।

এই অ্যাপ অফলাইনে কাজ করে, অর্থাৎ মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকলেও এটি তার কার্যক্ষমতা বজায় রাখে। ফলে সেনাবাহিনীর নজর এড়িয়ে জঙ্গিরা নির্ভুলভাবে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পেরেছে। তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই হামলা ছিল একেবারে পরিকল্পিত এবং প্রযুক্তিনির্ভর। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও আইএসআই-এর প্রত্যক্ষ মদতেই সীমান্তপারে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাকিস্তান থেকেই 'হ্যান্ডলার'রা রিয়েল-টাইমে নির্দেশ দিচ্ছিল আর অ্যালপাইন কোয়েস্ট-এর মাধ্যমে জঙ্গিরা পেয়েছিল নিখুঁত নেভিগেশন সাপোর্ট।

এই অ্যাপের অফলাইন সংস্করণে আগেভাগেই সংরক্ষিত ছিল সিআরপিএফ ক্যাম্প, ব্যারিকেড, নদী-নালা, এমনকি গুহার অবস্থানও। শুধু পহলগাম নয়, এর আগেও জম্মু এবং কাঠুয়ায় হামলার সময় এই অ্যাপ ব্যবহারের প্রমাণ মিলেছে।

অনেকে মনে করেন, জঙ্গিরা গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, তারা আরও উন্নত এবং ট্র্যাকিং এড়ানো যায় এমন অ্যাপ বেছে নিয়েছে। অ্যালপাইন কোয়েস্ট-এর মতো সাধারণ এক ট্রেকিং অ্যাপ এখন হয়ে উঠেছে এক 'ডিজিটাল অস্ত্র'। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জঙ্গিরা নির্ভুলভাবে পথ খুঁজে নিচ্ছে, তেমনই তারা 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার'দের সাহায্য ছাড়াও আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে।

জানা গিয়েছে, জঙ্গিরা যখন বৈসরণ এলাকায় পৌঁছায়, তখন তারা পর্যটকদের থামিয়ে প্রথমে ধর্ম জানতে চায়, এরপর আচমকাই শুরু হয় গুলি-বৃষ্টি। এই নৃশংস দৃশ্যের ভিডিও এবং বিবরণ ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে শোকের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ। সেনাবাহিনী, এনআইএ সহ একাধিক সংস্থা জঙ্গিদের ঘাঁটি চিহ্নিত করতে অভিযান জোরদার করেছে।

তবে এই হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি এক নতুন প্রজন্মের সন্ত্রাসবাদের দিক দেখাচ্ছে, যেখানে স্মার্টফোন, এনক্রিপ্টেড অ্যাপ, অফলাইন ম্যাপ- সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন যুদ্ধের রূপরেখা। আজকের জঙ্গিরা শুধু বন্দুক নয়, প্রযুক্তি-নির্ভর ডিজিটাল যুদ্ধেও সমান পারদর্শী হয়ে উঠছে।

ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাই শুধু সীমান্তে নয়, এখন সাইবার ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও শক্তিশালী হওয়া জরুরি। কারণ ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্র হতে চলেছে অনলাইন আর অফলাইন- দুটোই।

মানুষ মরলেই আসেন ছবি তুলতে, ক্ষোভ কাশ্মীরে

আহমেদাবাদ, ২৪ এপ্রিল : স্বামীর শেষকৃত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তরুণী। শোক ছাপিয়ে ফুটে বেরোল তীব্র ক্ষোভ। যেন জ্বালামুখ খুলে গেল ভিসুভিয়াসের। কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত গুজরাটের শৈলেশ হিম্মতভাই কালথিয়ার বিধবা স্ত্রী শীতলবেন তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সিআর পাতিলের দিকে। তরুণীর প্রশ্ন, 'ভিআইপিরা গেলে চারপাশে গাড়ি, হেলিকপ্টার, নিরাপত্তা—সব থাকে। আর আমরা? আমাদের জন্য তো কিছুই ছিল না। সেনা, পুলিশ, এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসাও না! সব সুরক্ষা কি কেবল ভিআইপিদের জন্যেই?'

নিহত শৈলেশের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে সুরাটে বৃহস্পতিবার যোগ দেন পাতিল ছাড়াও শতাধিক শোকাহত মানুষ। স্বামীর মরদেহ জড়িয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন শীতলবেন। অস্বস্তি কাটিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিজেপি মন্ত্রী। কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শীতলবেন বলেন, তিনি গণহত্যার সাক্ষী। তাঁর চোখের সামনেই খুন করা হয়েছে শৈলেশকে। তখন কোথায় কে! তাঁর কথায়, 'আমরা তাড়াহুড়ো করে নীচে নেমে এলাম। যারা ওপরে ছিল, তাদের কী হল কেউ জানে না।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে কেউ কেউ থামাতে যান সদ্য বিধবাকে। সকলকে সরিয়ে দিয়ে শীতলবেন বলতে থাকেন, 'সব সময় সরকার শুধু বলে 'করব, করব'। কিন্তু কিচ্ছু করে না। এত কিছু ঘটে গিয়েছে, তবুও কোনও পরিবর্তন হয়নি।' একটু থেমে বলেন, 'আমার স্বামী এত বছর দেশের জন্য কাজ করেছেন, আমরা নিয়ম করে কর দিয়েছি। এখন বলুন তো, আমার ছেলের ভবিষ্যৎ কী? আমি ওকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চেয়েছিলাম, মেয়েকে ডাক্তার—এখন কীভাবে কী হবে?'

সরকারের ক্ষতিপূরণের কথা শুনে তিনি বলেন, 'আমার সংসারের স্তম্ভটা ভেঙে গিয়েছে। শুধু ওকে ফেরত দিন, আর কিছু চাই না।... যদি সরকার শুধু নিজের লোকদের রক্ষা করতে চায়, তাহলে আমাদের ভোটের আশা করবেন না। আমরা আর এই সরকারকে ভোট দেব না।'

শীতলবেন বলেন, 'যখন দরকার ছিল, তখন সেনা ছিল না। পরে তো রাস্তায় শত শত জওয়ান দাঁড়িয়ে ছিল—তাতে কী লাভ?' নেতারা তাঁকে থামাতে চাইলে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'না স্যর, শুনতেই হবে। যখন প্রাণ চলে যায়, তখনই তো সরকার আসে ছবি তুলতে। কিন্তু তখন তো কিছু করার থাকে না।' শেষে তাঁর কণ্ঠে ভেসে আসে নিঃসঙ্গ আর্তনাদ, 'এই জায়গাটা (পহলগাম) বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এটা কি পর্যটন কেন্দ্র, নাকি মরণকূপ?'

বিরিয়ানির নুনেই পহলগামে প্রাণ বাঁচল এক দম্পতির

তিরুবনন্তপুরম, ২৪ এপ্রিল : মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ে পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় পৌঁছোলে তাঁদেরও হয়তো প্রাণ যেত জঙ্গিদের গুলিতে। কিন্তু তাঁদের বাঁচিয়ে দেন রেস্তোরাঁর রাঁধুনি! বিরিয়ানিতে নুন বেশি হওয়ায় তা মুখে তুলতে পারেননি কেরলের কান্নুরের এক দম্পতি। নতুন করে খাবার বানিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে বৈসরণ উপত্যকায় যেতে তাঁদের ঘণ্টাখানেক দেরি হয়ে যায়। আর তাতেই প্রাণরক্ষা হয় কেরলের মেয়ে লাবণ্য ও তাঁর স্বামীর।

বরাত জোরে বেঁচে যায় এক শিশু সহ ২৩ জনের কেরলের একটি দল। ওই দলটি ওইদিন বৈসরণ উপত্যকায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু টাট্টুওয়ালারা ভাড়া বেশি চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আর যেতে পারেনি তারা। আর তাতেই বেঁচে গিয়েছে ২৩ জনের প্রাণ। হুগলির চঞ্চল দে ও তাঁর পরিবার ওইদিন কাছাকাছি একটি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ছিলেন। হঠাৎ করে মানুষজনকে দৌড়োতে দেখেন। স্থানীয়দের পরামর্শে দ্রুত হোটেলে ফিরে যান তাঁরা। ধারাশিব জেলার দুটি পরিবারও ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক কিমি দূরে ছিলেন। গাড়িচালক মজিদ খান নিজের ঘরে তাঁদের আশ্রয় দেন। সাংলির সন্তোষ জাগদাল ঘোড়া না পাওয়ায় তিনি অন্যদিকে ঘুরতে চলে যান এবং এই কারণে হামলার মুখে পড়েননি। পরে তাঁর নামের এক ব্যক্তি নিহত হওয়ায় ভুলবশত তাঁর আত্মীয়রা ভেবেছিলেন, তিনিই মারা গিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের নান্দেদের বাসিন্দা কৃষ্ণ ও সাক্ষী লোলাগে হামলার মাত্র ১৫ মিনিট আগে বৈসরণ উপত্যকা ছাড়েন।

নবদম্পতি পরিণয় ও মানালি ঠাকুরও ২২ এপ্রিল ছিলেন ঘটনাস্থলে। সন্দেহজনক পরিবেশ দেখে তাঁরা হোটেলে ফিরে আসেন। পরে এক মুসলিম গাড়িচালক ও স্থানীয় বিজেপি নেতার সহায়তায় তাঁরা মুম্বই ফিরে যান।

মৃত্যুর আগে আর্জি ভরত ভূষণের : সবুজ ঘাসে মোড়া পহলগামের বৈসরণে তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে টাট্টুতে চেপে গিয়েছিলেন সস্ত্রীক ভরত ভূষণ। টাট্টু থেকে নেমে ছবি তোলায় মেতে ছিলেন তাঁরা। খেলছিলেন সন্তানের সঙ্গে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। বিশাল মাঠের মাঝামাঝি অংশের ডানদিকে ছিলেন তাঁরা। মাথার ওপর বন্দুক উঁচিয়ে জঙ্গি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ভরত। কী করবেন? সন্তানের জন্য কাতর হয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন। সেই ভয়ংকর মুহূর্তে বছর ৩৫-এর ভরত কাতরভাবে বলেছিলেন, 'আমার তিন বছরের সন্তান আছে।' স্ত্রী সুজাতা জানিয়েছেন, নিজের জন্য নয়, উনি জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন সন্তানের জন্য। তাঁর মাথায় গুলি করা হয়। ছুটি কাটাতে পহলগামে এসে প্রাণ হারালেন ভরত।

বিষয় পরিচিতি এবং আরও খুঁটিনাটি
বায়োটেকনলজি

ডঃ রণধীর চক্রবর্তী
অধ্যাপক, বায়োটেকনলজি বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাণিজ্যিক উপায়ে বন্যপ্রাণ ও পাখির প্রজনন থেকে কৃষিবিজ্ঞান, পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা এবং শিল্প প্রক্রিয়া- সবমিলিয়ে মানব সভ্যতার উন্নয়নে গভীর প্রভাব ফেলে বায়োটেকনলজি। বর্তমানে কাজের দুনিয়ায় যে ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বাড়ছে, তার মধ্যে অন্যতম জৈবপ্রযুক্তি, যা জীববিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সংমিশ্রণ। স্নাতক স্তরে বিএসসি এবং বিটেক, দু'ধরনের ডিগ্রি পড়া যায় বায়োটেকনলজি নিয়ে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর (এমএসসি) ও পিএইচডি ডিগ্রির কোর্স চালু রয়েছে। ভৌতবিজ্ঞানের যে কোনও শাখা অর্থাৎ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক এবং জীবনবিজ্ঞানের যে কোনও বিষয় অর্থাৎ বোটানি, জুলজি, বায়োলজি, বায়োটেকনলজি, মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে স্নাতক পাশ করলে বায়োটেকনলজি নিয়ে এমএসসিতে ভর্তি হওয়া যায়। বায়োটেকনলজি নিয়ে স্নাতকের সুযোগ উত্তরের কোনও সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই।

উত্তরবঙ্গ ছাড়া রাজ্যে যাদবপুর, কলকাতা, বিশ্বভারতী, প্রেসিডেন্সি এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈবপ্রযুক্তি পড়ানো হয়। এছাড়া আইআইটি খড়্গপুরে বিটেক ও এমটেক কোর্স চালু রয়েছে। আইআইসিবি (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিকেল বায়োলজি), আইআইএসইআর(ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটস অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ) কলকাতা ও বোস ইনস্টিটিউট-এ গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এমএসসি'র পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানে কয়েকমাসের ইন্টার্নশিপও করা যায়। তবে উত্তরবঙ্গে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান না থাকায় এখানকার পড়ুয়াদের কিছুটা অসুবিধে হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে একাধিক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বায়োটেকনলজি পড়ানো হয়।

ব্যাচেলর ইন সায়েন্স (বিএসসি)

সিলেবাস

বায়োকেমিস্ট্রি (জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধ্যয়ন), জেনেটিক্স (জিন, বংশগতি এবং জীববৈচিত্র্য), মলিকিউলার বায়োলজি (জীববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার আণবিক ক্রিয়াকলাপের অনুসন্ধান), মাইক্রোবায়োলজি (ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস এবং ফাঙ্গির মতো ক্ষুদ্রজীব নিয়ে পড়াশোনা), সেল বায়োলজি (কোষের গঠন ও কার্যকারিতার খোঁজ), ইমিউনোলজি (রোগ প্রতিরোধকারী সিস্টেম এবং তার প্রতিক্রিয়া), এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনলজি (পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে বায়োটেকনলজির ব্যবহার), প্লান্ট বায়োটেকনলজি, অ্যানিমাল বায়োটেকনলজি ইত্যাদি।

যোগ্যতা

দ্বাদশের সাবজেক্ট কম্বিনেশনে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান থাকতে হবে। কিছু প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কম্বিনেশনে অঙ্কও বাধ্যতামূলক।

কাজের সুযোগ

ফার্মাসিউটিক্যাল, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মতো ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারি সংস্থার ল্যাবে গবেষণায় সহকারী হিসেবে নিয়োগ মেলে। বায়োটেক কোম্পানিতে বায়ো সায়েন্টিস্ট হিসেবে তথ্য বিশ্লেষণ, বায়োটেক ও ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থায় পণ্যের গুণমান যাচাই ও নিয়ন্ত্রক, ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা এবং গবেষণায় সাহায্য ইত্যাদি চাকরির বিকল্প রয়েছে।

ব্যাচেলর ইন টেকনলজি (বিটেক)

সিলেবাস

বায়ো প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে প্রক্রিয়ার ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট), বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (গবেষণা এবং শিল্পের স্বার্থে জীবের জিনের পরিবর্তন ও সেই সংক্রান্ত গবেষণা), বায়োইনফরম্যাটিক্স (জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য পরিচালনা এবং বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটেশনাল সরঞ্জামের ব্যবহার), বায়োফিজিক্স (জীববৈজ্ঞানিক ঘটনা পড়তে পদার্থবিজ্ঞানের প্রয়োগ), এনজাইম টেকনলজি (এনজাইম বা উৎসেচক নিয়ে পড়াশোনা এবং শিল্পে সেটার ব্যবহার), ফারমেন্টেশন টেকনলজি (রাসায়নিক, ওষুধ এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য ফারমেন্টেশন প্রয়োগ), ন্যানোবায়োটেকনলজি।

যোগ্যতা

দ্বাদশের সাবজেক্ট কম্বিনেশনে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও অঙ্ক থাকতে হবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

আইআইটি, এনআইটি-র মতো প্রতিষ্ঠানে জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় (জেইই মেইন, অ্যাডভান্স) ভর্তি নেওয়া হয়। বাকি প্রতিষ্ঠানে রাজ্য জয়েন্টের মাধ্যমেও ভর্তির সুযোগ মেলে।

কাজের সুযোগ

বায়োপ্রসেস ইঞ্জিনিয়ার (ফার্মাসিউটিক্যাল, খাদ্য ও বায়োফুয়েল শিল্পে নিয়োগ), বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার (চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম তৈরি) বায়োটেক কনসালট্যান্ট (বিভিন্ন সংস্থায় পরামর্শদাতা) ইত্যাদি।

উচ্চশিক্ষা

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োটেকনলজি বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে এমএসসি, এমটেক ও পিএইচডি করা যেতে পারে। মলিকিউলার বায়োলজি, জেনেটিক্স, নিউরোসায়েন্স, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স-এর মতো বিষয়ে স্পেশালাইজেশন করা যায়। পিএইচডি করতে হলে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট)-এ উত্তীর্ণ হতে হবে কিংবা দেওয়া যায় গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (গেট) পরীক্ষা। সিএসআইআর/ইউজিসি নেট, ডিবিটি (জেআরএফ) ও আইসিএমআর-এর মতো প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করে। আইআইটি'র ক্ষেত্রে হয় গেট।

স্নাতকোত্তর স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য শুধুমাত্র কলেজের সিলেবাস পড়লে চলবে না। পড়তে হবে সংবাদপত্র, বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকা। নজরে রাখতে হবে বিশ্বে বায়োটেকনলজি সংক্রান্ত নতুন কী ঘটছে, কী ধরনের গবেষণা চলছে।

এক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে বেশ কিছু। এক, ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের ওপর জোর দেওয়া দরকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে মজবুত সম্পর্ক থাকতে হবে। দু'পক্ষের মধ্যে যোগাযোগে ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। ফলে চাকরির বাজার থাকলেও সুযোগ পেতে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা পড়ুয়া।

দুই, মানের তারতম্য। আইআইটি বা আইআইএসইআর-এর মতো প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস তুলনামূলকভাবে কিছুটা শক্তপোক্ত হয়। কারণ, তাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। অথচ কিছু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশি সংখ্যক পড়ুয়া ভর্তি করানোর লক্ষ্যে সিলেবাস তুলনামূলক সহজ রাখে। ফলে একই কোর্স পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে মানের তফাৎ থেকে যায়।

সরকারি সহায়তা

কেন্দ্রীয় সরকারের ডিবিটি অর্থাৎ ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনলজি এবং বায়োটেকনলজি ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্স কাউন্সিল (বিআইআরএসি), এই দুটো প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণাক্ষেত্রে তহবিল পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণ মেলে। বর্তমানে মেক ইন ইন্ডিয়া বা স্টার্টআপ ইন্ডিয়ায় জৈবপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্পকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে ব্যাপকভাবে। আন্ত্রাপ্রেনর বা উদ্যোগপতি হিসেবে তুমি এখান থেকে সাহায্য পেতে পারো।

চাকরি নয়, ঘোর আঁধার চারপাশে

জ্যোতির্ময় বিশ্বাস
গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বেশিদিন আগের কথা নয়। দেখতাম, আশপাশের পাড়া-মহল্লায় আমাদের কাকু কিংবা পিসির বয়সিরা বিএ, এমএ বা বিএড ইত্যাদি পাশ করে চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছেন। চাকরি পাচ্ছেনও। কিংবা এ বছর না হলে পরের বছরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কাকা-পিসিদের পর দাদা-দিদিদেরও দেখেছি। সেই সুবাদে ফি বছর স্কুল-কলেজে নতুন মাস্টারমশাই-দিদিমণি জয়েন করতেন। তাপস স্যর, সুচেতা ম্যাম, বিমল স্যর...।

তারপর তিস্তা, কালজানি বা ডুডুয়া দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। ওই দৃশ্য এখন বিরল। আমরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরোলাম। এমএ, এমফিল, বিএড, কেউ বা আরেকটু এগিয়ে পিএইচডি! গবেষণাপত্র, সেমিনার, ওয়ার্কশপ- যোগ্যতা কম তো কিছু নয়। যাদের জন্মদিনে বাঁটুল দি গ্রেট উপহার দিয়ে লুচি খেয়ে আসতাম এই সেদিন, তারাও এখন একই পথে হেঁটে কখন যে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, আগে বুঝতে পারিনি।

প্রশ্ন হল, আমরা কারা? এই যে প্রায় দুটো প্রজন্ম মিলেমিশে কার্যত দলা পাকিয়ে মণ্ড হয়ে গিয়েছি, আমরা এক ধরনের দর্শক। স্পেকটেটর! একটা বড়পর্দার সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে নিয়ত অভূতপূর্ব চলমান চিত্রমালা- ২৬ হাজার চাকরি নাকচ, যোগ্য-অযোগ্যের ভেদ, র‍্যাংক জাম্প, বেপাত্তা ওএমআর শিট, মন্ত্রী জেলবন্দি, ভরসা রাখুন আশ্বাসের পাশাপাশি চক্রান্তের অভিযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। বাড়িতে বোঝাতে হয়, হবে কিছু একটা। আত্মীয়স্বজন জিজ্ঞেস করেন, কী হল! আমরা বলি, এই তো রিট পিটিশন হচ্ছে! আসলে কী হবে, আমরা জানিই না।

অনেকে মনে করেন, চাকরি অনেক আছে, আমরা পাচ্ছি না! আসলে বিকল্প কিছু ভাবছি না! বাইরের রাজ্যে চেষ্টা করছি না! অমুক রাজ্যে তো প্রচুর চাকরি- এসব শুনে মাথা ঝিমঝিম করে। অথচ স্কুল, কলেজ বা সরকারি দপ্তরগুলোতে প্রচুর শূন্যপদ। প্রয়োজন অনেক অস্থায়ী কর্মীর। সেজন্য পার্শ্বশিক্ষক দরকার। যোগ্যতা একই, কিন্তু পারিশ্রমিক উল্লেখ করার মতো নয়। কলেজে অতিথি শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপনে ক্লাস প্রতি একশো, দেড়শো বা দুশো টাকা ভাতার ঘোষণা। পদ একটি থাকলে আবেদন শত শত। ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও চাকরিটা নিরাপদ নয়।

এ এক বিশাল জাল। আমরা আটকা পড়েছি। বছরের পর বছর নিয়োগ থমকে। যৎসামান্য শূন্যপদে নিয়োগে হিমালয়সমান দুর্নীতি। এখন এসএসসি'র খবর সামনে আছে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে একই ছবি ডব্লিউবিসিএস, কলেজ সার্ভিস কমিশনে। ডব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারিতে ডাহা ফেল করেও মেইনসে বসার সুযোগ মেলে। সব দেখেশুনে আমরা তো বটেই, আগামী প্রজন্মের অবস্থা ভাবতে ভয় লাগে। কোনও রাজনীতি এসব ভাববে কি না, বুঝতে পারি না। ঘোর আঁধারে সবাই!

নতুনের ভাবনায়

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331.
শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা প্রকাশিত হবে 'ক্যাম্পাস' পাতায়।

গাছের দেখভালে পুরস্কার, খেলাতেও সেরার শিরোপা

সদর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হুড়োহুড়ি

শুভজিৎ দত্ত

জলপাইগুড়ির বরেণ্য সন্তান দেবেশ রায় লিখেছিলেন- 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। আজকের প্রতিবেদন তেমন কোনও উপন্যাস নয় বটে, তবে একে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে 'করলা পাড়ের বৃত্তান্ত' বলা যেতেই পারে। পড়াশোনা, খেলাধুলো ও সংস্কৃতি- শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এই তিন ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে দেড়শো বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সদর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়। জলপাইগুড়ি শহরে করলা নদীর ধার ঘেঁষে অবস্থিত ওই স্কুলে বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা ১২০০। প্রাথমিক স্তরে আর কোনও প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে এতজন পড়ুয়া থাকার নজির সম্ভবত নেই রাজ্যে।

১৮৭১ সালে পথ চলা শুরু। সুনীতিবালা সদর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একই ভবনে প্রাথমিক স্কুলটি সকালের শিফটে চলে। প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ১৬টি সেকশন রয়েছে। একেকটিতে গড়ে ৭০ জন করে ছাত্রী। পরম মমতায় কুঁড়িদের বিকশিত করে তুলছেন ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পঠনপাঠন চলে। ক্লাস শুরুর আগে জাতীয় সংগীতের পর একেকদিন একেকটি করে দেশাত্মবোধক গান গায় খুদেরা। রয়েছে স্কুলের থিমসং, 'আমাদের বিদ্যানিকেতন, আমাদেরই গৌরবের ধন...'

স্কুল ছাড়া বাইরে বাড়িতে ঠিকঠাক পড়াশোনা হয় কি না, তার খোঁজ নিতে প্রতিটি শ্রেণির সেকশনভিত্তিক একটি করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। সেখানে অভিভাবকদের কাছ থেকে ছাত্রীদের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। গোড়া থেকেই শিশুমনে সুস্থ সংস্কৃতির বীজ বপন করতে সারাবছর ধরে চলে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড। কখনও রিডিং ফেস্টিভাল, কখনও ভার্চুয়ালি নাচ, গান, আবৃত্তি ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা। সেই পর্যায়ে বেছে নেওয়া পড়ুয়াদের নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হয় অফলাইনে। এই উদ্যোগের নাম 'খুদে প্রতিভা অন্বেষণ'।

গত তিন বছর ধরে জুলাইয়ে 'বন মহোৎসব'-এ ছাত্রীদের দুটো করে চারা দেওয়া হয়। সেগুলো তারা রোপণ করে বাড়ি বা তার আশপাশে। তারপর থেকে কেমন অবস্থায় রয়েছে চারাটি, সেই সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট দিতে হয় শিক্ষকদের। এজন্য পড়ুয়াদের রিপোর্ট কার্ড দেওয়া আছে। এক বছর পর যার গাছ যত বেশি বড় হয় এবং পাতা ধরে, সেই মানদণ্ডে দেওয়া হয় পুরস্কার। সবুজায়নের এই প্রচেষ্টার নাম রাখা হয়েছে 'সবুজ পৃথিবী'। ১১ মে মাতৃদিবসে আয়োজন হবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা। বিষয়, নিজের মা সম্পর্কে ৩০০ শব্দের মধ্যে লেখা। রয়েছে পুরস্কারও। এসবের পাশাপাশি ফি বছর ঘটা করে পালন করা হয় নবীনবরণ, ছাত্র সপ্তাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান।

খেলাধুলোতেও সমান উৎসাহ দেওয়া হয় খুদেদের। এ বছর রাজ্য স্তরের প্রাথমিক ক্রীড়ায় যোগাসনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে চতুর্থ শ্রেণির হিয়া দাস। হিয়া এই নিয়ে তিনবার জেলা দলের হয়ে রাজ্য স্তরে প্রতিনিধিত্ব করল। জেলার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জিমনাস্টিক্সে প্রথম হয়ে রাজ্যে খেলে এসেছে ওই শ্রেণির ধনুষ্কা তন্ত্র নামে আরেক ছাত্রী। এছাড়া টানা তিনবার সদর পূর্ব মণ্ডল শিক্ষা সার্কেলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সেরার পালক জুড়েছে এই স্কুলের মুকুটে।

রাজ্য সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিদ্যালয় রোল মডেল। জনপ্রিয়তাও তাই ব্যাপক। জলপাইগুড়ি শহরের পাশাপাশি পাতকাটা, পাঙ্গাবটতলা, রানিনগর এমনকি বেরুবাড়ির মতো শহরতলির অভিভাবকদের একাংশ ভরসা রাখেন স্কুলটির ওপর। ভর্তির আবেদনের চাপ এতটাই যে, লটারি করতে হয়।

সীমিত সরকারি আর্থিক বরাদ্দ নিয়ে শিক্ষকরা সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে কিছু সমস্যা রয়েছে। সেগুলো মূলত পরিকাঠামোকেন্দ্রিক। পড়ুয়াদের ভালোমতো বসতে দিতে হলে প্রয়োজন আরও অন্তত পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ। নেই আলাদা খেলার মাঠ। মিড-ডে মিলের ডাইনিংরুমে স্থানাভাব। প্রধান শিক্ষক অরূপ দে'র কথায়, 'শিশুদের ভিত গড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় আমরা খামতি রাখতে চাই না। শিক্ষা দপ্তর এই প্রয়োজনগুলো মেটালে ওদের সুবিধে হয়।'

ক্যাম্পাস-কথা

কলেজে আইনি ও আর্থিক সচেতনতা প্রচার

দামিনী সাহা

বিবেকানন্দ কলেজ

আলিপুরদুয়ার জেলার বিবেকানন্দ কলেজে পরপর দু'দিন দুটো আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। একটির উদ্দেশ্য ছিল, আইনি সচেতনতা প্রচার এবং অপরটির মাধ্যমে পড়ুয়াদের মধ্যে আর্থিক সচেতনতা তৈরি করা।

মঙ্গলবার সেমিনার হলে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (ডিএলএসএ) এবং মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট ১ ও ২-এর যৌথ উদ্যোগে আইনি সচেতনতা শিবিরটি হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ডালিয়া ভট্টাচার্য ও আইনজীবী প্রতিভা সরকার, রিমি সরকার, দেবমিতা বিশ্বাস, তপোব্রত বর্মন।

পড়ুয়াদের বোঝানো হয়, কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো প্রোফাইল খুলে হুমকি দিলে বা ব্ল্যাকমেল করলে, সেটা শুধু 'ডিলিট করে দিন' বলে মিটিয়ে নেওয়ার বিষয় নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উচিত, সাইবার পুলিশকে পুরো ঘটনা জানানো। এধরনের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা জরুরি।

ওই শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন দর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া এনএসএস-এর সদস্য সুদীপ্ত বর্মন। তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'আমরা মাঝেমধ্যে শুনি, অনেকেই চাকরির ভুয়ো প্রতিশ্রুতি পেয়ে বিভিন্ন অনলাইন সংস্থাকে মোটা টাকা দেন। পরবর্তীতে প্রতারণা টের পেলে টাকা চাইলে আর ফেরত পান না। এমন ঘটনার পর তড়িঘড়ি থানায় এফআইআর করতে হবে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলার ডিএলএসএ-র মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা মেলে।' বিশেষ ট্রাইবিউনাল, লিগ্যাল এইড ক্লিনিক ও অনলাইনে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় শিবিরে।

অঙ্কিতা কুণ্ডু নামে অপর পড়ুয়ার কথায়, 'অনেক সময় মহিলারা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হওয়ার পর কী করবেন, বুঝতে পারেন না। বিশেষজ্ঞরা জানালেন, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী নির্যাতিতা বিনামূল্যে আইনজীবী পেতে পারেন। এটাও জানতে পারলাম যে, থানায় অভিযোগ না দায়ের করলেও সরাসরি আইনি পরিষেবা কেন্দ্রে গিয়ে সাহায্য চাওয়া যাবে।'

শিবিরে বোঝানো হয়েছে, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে 'ভালো ও খারাপ স্পর্শ' সম্পর্কে ধারণা তৈরির গুরুত্ব কতটা। পকসো আইনের আওতায় কী কী ঘটনা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। ডিএলএসএ-র প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, আর্থিকভাবে দুর্বল, সংখ্যালঘু শ্রেণির মানুষ, প্রবীণ নাগরিক, মহিলা ও শিশুরা বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পেতে পারেন। শুধু নিজের সমস্যা নয়, অন্যের জন্যও সাহায্য চাওয়া যাবে।

বুধবার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক-এর উদ্যোগে এবং এনএসএস ইউনিট ১ ও ২-এর সহযোগিতায় হয় আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক সচেতনতা শিবির। সেখানে মূল বক্তা হিসেবে ছিলেন রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতার সহকারী মহা-প্রবন্ধক অমিত দাস। তিনি সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন ব্যাংকের বিভিন্ন পরিষেবা, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের নিরাপদ উপায়, অনলাইন লেনদেনের নিরাপত্তা এবং গ্রাহকদের অধিকার ও প্রতারণা এড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে। প্রায় ৩০ জন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। মূল বক্তৃতা শেষে ছিল ইন্টার‍্যাক্টিভ সেশন, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্ন করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে।

পৃথিবী দিবসে সবুজায়নের বার্তা

সুভাষ বর্মন

শিলবাড়িহাট হাইস্কুল

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া মাধবী বর্মন, সনাতন বর্মনরা এতদিন পরিবেশ দিবস কিংবা শিক্ষক দিবসের কথা জানত। কিন্তু যে পৃথিবীতে সবাই বসবাস করে তার জন্য যে আলাদা একটি দিন রয়েছে তা তারা কেউ জানত না। গত ২২ এপ্রিল স্কুলে গিয়েই তাদের এই 'বিশ্ব পৃথিবী দিবস' নামক বিশেষ দিনটির সঙ্গে আলাপ হয়। সেদিনও স্বাভাবিকভাবেই সব পড়ুয়ারা স্কুলে এসেছিল। ক্লাসও হয় নিয়মমতো। তবে ওইদিন ক্লাসের ফাঁকেই পড়ুয়াদের মাঠে নিয়ে আসা হয়। তখনই তারা জানতে পারে যে দিনটি 'বিশ্ব পৃথিবী দিবস' এবং তারা স্কুলেই দিনটির বিশেষ গুরুত্ব বুঝে অভিভূত হয়েছে।

মাধবীদের ওইদিন বোঝানো হয় যে, পৃথিবী সকলের একমাত্র বাসস্থান। পৃথিবী থেকেই সকলে বায়ু, জল, খাদ্য পেয়ে জীবনধারণ করছে। কিন্তু মানুষই আজকাল নিজে পরিবেশকে দূষিত করছে। গাছ কেটে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। নদীর দূষণও বাড়ছে। প্লাস্টিকের ব্যবহারও কমছে না। এভাবে দিন-দিন পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। তাই বিশ্ব পৃথিবী দিবসে স্কুলের তরফে পড়ুয়াদের সেইসব বার্তাই দেওয়া হয়। স্কুল প্রাঙ্গণে একটি গাছের নীচে পড়ুয়ারা পৃথিবীর ছবি হাতে দাঁড়ায়। সেখানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায়, ভূগোলের শিক্ষক দীপঙ্কর সাহা রায়দের মতো অনেকেই দিনটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। পড়ুয়াদের সচেতন করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, ভূগোলের শিক্ষক থার্মোকল দিয়ে তৈরি একটি মোটো দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনেক কিছু বুঝিয়ে বলেন। আলোচনার পর পড়ুয়ারা বুঝতে পারে যতটা সম্ভব দূষণ রোধ করতে হবে। মাধবীর মতোই তিলোত্তমা বর্মন, সৌমিলী বর্মন, বিশাল ওরাওঁ, মামন বর্মন, কবিতা রায়, বৃষ্টি দে নামে পড়ুয়ারা উপলব্ধি করে যে পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে। গাছ লাগাতে হবে। প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এখনই যদি সচেতন না হওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও বিপদের মুখে পড়বে।

গাজোয়ারি, দখলদারি চলছেই

হাসপাতাল মোড়ের কাছে রাস্তার দু'পাশে আবার টোটোস্ট্যান্ড। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

ফের টোটোর অবৈধ স্ট্যান্ড

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের পেছনে টোটো, অ্যাম্বুল্যান্স, শববাহী গাড়ি সহ সমস্ত গাড়িই সরানো হয়েছে। যানজট রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে সেই জায়গা থেকে সরানোর পর টোটোচালকেরা আবার অঘোষিত স্ট্যান্ড বানিয়ে ফেলেছেন ইস্টবেঙ্গল রোডকে।

আগের জায়গা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই আবার বানিয়ে ফেলা হয়েছে টোটোস্ট্যান্ড। শহরের মধ্যে এমন ব্যস্ত জায়গায় এভাবে স্ট্যান্ড বানিয়ে টোটো দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না বলেই জানিয়েছেন ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। এই এলাকার আশপাশেই রয়েছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ সহ বিভিন্ন অফিস। স্বাভাবিকভাবেই বহু মানুষ রোজ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। এমনিতেই এই রাস্তার দু'দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে চলাচলের জায়গা সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তার উপর টোটোগুলি দাঁড়িয়ে থাকায় যানজট বাড়ছে।

অফিসের কাজে রোজ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন শমীক চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বহুদিন ধরেই এই রাস্তায় যানজটের সমস্যা হচ্ছিল। আশপাশের চার চাকা গাড়িগুলি পার্কিং করে রাখা হয়। এখন আবার টোটোগুলিও দাঁড়িয়ে থাকছে সেখানে। ফলে মাঝেমধ্যেই যানজট হচ্ছে। পথচলতি মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' ওই এলাকাতেই বাড়ি রিমি তালুকদারের। তিনি বলেন, 'একদিকে যখন পুলিশ প্রশাসন রাস্তা যানজটমুক্ত করতে চাইছে, তখনই আবার এসব কারণে যানজট বাড়ছে।'

এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা এক টোটোচালক বলেন, আগে হাসপাতালের পিছনদিকে দাঁড়াতাম। তবে ওখান থেকে আমাদের সরিয়ে দিয়েছে। তাই এখন এখানে দাঁড়াই। আরেক টোটোচালক বলেন, আমি হাসপাতাল মোড়ের দিকে দাঁড়াতাম। কিন্তু টোটোয় লোক উঠিয়ে আমি হায়দারপাড়ার দিকে যাই। তাই ভাবলাম এখানে দাঁড়ানোটাই ভালো হবে। ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'এই জায়গায় টোটো দাঁড়ানোর কোনও অনুমতি নেই। কারা দাঁড়াচ্ছে দেখতে হবে। পুলিশ অভিযান চালাবে।'

অঘোষিত স্ট্যান্ড

- টোটোচালকেরা আবার অঘোষিত স্ট্যান্ড বানিয়ে ফেলেছেন ইস্টবেঙ্গল রোডে
- হাসপাতালের পেছনে আগের জায়গা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই এই স্ট্যান্ড হয়েছে
- পুলিশ বলছে ব্যস্ত জায়গায় এভাবে স্ট্যান্ড বানিয়ে টোটো দাঁড় করানো যায় না
- এই রাস্তায় দু'দিকে গাড়ি দাঁড় করানোয় চলাচলের জায়গা সংকীর্ণ হয়ে আসছে

উড়ালপুলের নীচেও থাবা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : উড়ালপুল তৈরির কাজ শেষ হয়নি। তার আগে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের উড়ালপুলের নীচের অংশ দখল হতে শুরু করেছে। এবার একেবারে ঝংকার মোড়ে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের নীচের অংশ দখল করে ভাঙাড়ির কারবার শুরু হয়েছে। শহরের প্রধান রাস্তায় এভাবে দখলদারি দেখে ক্ষুব্ধ শহরবাসী।

কেননা একইভাবে শহরের মহাবীরস্থানের নীচের অংশ প্রশাসনের নাকের ডগায় দখল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগম কিংবা পুলিশ কিছুই করেনি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের নীচে সামগ্রী রাখার বিষয়টি চোখে পড়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সেগুলি সরিয়ে দেওয়া হবে। উড়ালপুলের নীচের অংশটি নিয়ে আমাদের অন্য পরিকল্পনা রয়েছে।'

ঝংকার মোড় এলাকায় উড়ালপুলের কাজ শেষ হতে আরও অনেকটা সময় লাগবে। কিন্তু রাস্তার যে অংশে উড়ালপুলের কাজ কিছুটা শেষ হয়েছে সেখানে দখলের জন্য স্থানীয়দের একাংশ চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে ভাঙাড়ির বিভিন্ন সামগ্রী প্লাস্টিকের মধ্যে ভরে ঝংকার মোড়ে ফেলে রাখা হয়েছে। দার্জিলিং মোড়ের বাসিন্দা দিবাকর সরকার এদিন ঝংকার মোড় হয়ে মেডিকেলের দিকে যাচ্ছিলেন। দিবাকর বলেন, 'দ্রুত ভাঙাড়ির সামগ্রী না সরানো হলে, এর দেখাদেখি বাকিরাও এখানে ব্যবসার নামে বিভিন্ন সামগ্রী রেখে জায়গাটি দখল করার চেষ্টা করবে। তাই আগেভাগে উড়ালপুলের নীচের অংশ ফাঁকা করে জায়গাটি ঘিরে দেওয়া উচিত। পাশাপাশি সৌন্দর্যায়নের ব্যবস্থা করা দরকার। যাতে কেউ দখল করে দোকান করতে না পারে।'

ঝংকার মোড়ে উড়ালপুলের নীচে রাখা হয়েছে ভাঙাড়ির সামগ্রী।

খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, উড়ালপুলের নীচের জায়গা যারা দখল করার চেষ্টা করছে, তারা বিহার থেকে শিলিগুড়িতে এসে ভাঙাড়ির ব্যবসা শুরু করে। ঝংকার মোড়ের বাসিন্দা বিকাশ রায়ের কথায়, 'উড়ালপুলের নীচে কে কোথায় দোকান দেবে তা নিয়ে এখন থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছে। কার কাছে দেখে দোকান করতে সুবিধা হবে, তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। মহাবীর স্থানে উড়ালপুলের নীচের অংশ লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে। সেখানে বর্ধমান রোডের উড়ালপুলের অংশ যাতে কেউ দখল করতে না পারে, সেই বিষয়টি প্রশাসনকে সুনিশ্চিত করতে হবে।'

বড় ছক

- ঝংকার মোড়ে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের নীচে ভাঙাড়ির কারবার শুরু হয়েছে
- এখানে উড়ালপুলের কাজ শেষ হতে আরও অনেকটা সময় লাগবে বলেই খবর
- এর আগে এভাবেই মহাবীরস্থানের নীচের অংশ প্রকাশ্যেই দখল হয়ে যায়
- পরে দেখা যায় উড়ালপুলের নীচের অংশ লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে

সিপিএমের পার্টি অফিস ঘিরে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : পুরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম পার্টি অফিসকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দোকানের নামে ভাড়া নিয়ে সেখানে পার্টি অফিস খোলা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই জায়গার মালকিন রিনা দে'র অভিযোগ, বছর পাঁচেক আগে গাড়ির ধোঁয়া পরীক্ষা করা হবে বলে স্থানীয় সিপিএম নেতা সুবল চৌধুরী ওই জায়গা ভাড়া নিয়েছিলেন। এরপর দেখা যায় সেখানে পার্টি অফিস করা হচ্ছে। আমি বাধা দিইনি। তবে বছরখানেক ধরে ওই জায়গার আর ভাড়াও দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি ভাড়ার জায়গা ছাড়তে বলা হলেও ওই সিপিএম নেতা পালটা হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। রিনাদেবী ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার অমর আনন্দ দাসের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

তৃণমূল কাউন্সিলার বলেন, 'বামেরা বরাবরই জবরদখলের রাজনীতি করে আসছে। এক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই করছে। ওই জায়গার মালকিন একজন সত্তর বছরের মহিলা। ভাড়ার ওপর উনি অনেকাংশে নির্ভরশীল অথচ উনি জায়গাটা ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করছেন। কিন্তু সিপিএম নেতারা সেই জায়গাটায় অফিস বানিয়ে জবরদখল করে রেখেছে।'

অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন সুবল। তিনি দাবি করেন, নভেম্বর মাস পর্যন্ত আমরা রিনাদেবীকে ভাড়া দিয়েছি। তবে এরপর থেকে ওঁর সঙ্গে ছেলের বৌয়ের ঝামেলা শুরু হয়েছে। দুই পক্ষই বলছেন, তাঁদের ভাড়া দিতে। আমরা বলেছি, কে ভাড়া নেবেন সেটা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়ে জানান। আমরা রিনাদেবীর এক আত্মীয়ের কাছে বকেয়া টাকা দিয়ে রেখেছি।'

রিনাদেবী বলেন, 'বছরখানেক ধরে ভাড়া দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। জায়গা ছাড়তে বললেও ছাড়ছে না। উলটে হুমকি দিচ্ছে, আমার দোকান উড়িয়ে দেবে।'

রাত বাড়তেই শহরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : রাত বাড়তেই শিলিগুড়ি শহরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। একের পর এক ঘটনায় তেমনটাই মনে করছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

বুধবার রাতেই প্রধাননগর পুলিশের হাতে অস্ত্রশস্ত্র সহ ধরা পড়ে যায় সাত দুষ্কৃতী। তাদের হিমাচল কলোনি থেকে ধরা হয়। ধৃতদের মধ্যে করণ সুব্বা ও কৃষ্ণ সুব্বা গুরুংবস্তির বাসিন্দা। দীপেন গুরুং জলপাইগুড়ির রেসকোর্সপাড়ার বাসিন্দা। মহম্মদ ফিরোজ কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। উজ্জ্বল ছেত্রী সুখিয়াপোখরি ও সোনম লামা দাগাপুরের বাসিন্দা। মুন্না মণ্ডল তিনবাত্তির বাসিন্দা। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। দুষ্কৃতীরা হিমাচল কলোনি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল বলে খবর।

একদিকে যখন এই ছবি, তখন শিউমঙ্গল স্কুল এলাকাতেও বুধবার রাতে একদল দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছিল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে চারজনকে পাকড়াও করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে হরেন দাস আমতলা বোতল কোম্পানি এলাকার বাসিন্দা। রায় কলোনির বাসিন্দা রতন রায়, উত্তম তামাং দার্জিলিং ও প্রবণ রায় শিলিগুড়ির ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ধৃতদের এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এর মধ্যেই আবার চুরির ঘটনাও ঘটেছে। বুধবার ভোররাতে একটি গ্যারাজে যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যায় গ্যারাজ মালিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরই তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ প্রথমে রাহুল কর নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া যন্ত্রাংশগুলো উদ্ধার হয়। এদিন ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

রাত হলেই ঝংকার মোড় এলাকায় পাওয়ার কেবল কেটে চুরির ঘটনা ঘটছিল। গত ১৯ তারিখ এ বিষয়ে খালপাড়া ফাঁড়িতে একটি বেসরকারি সংস্থা অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ বুধবার রাতে ঝংকার মোড় এলাকা থেকে মহম্মদ আজাদ আনসারি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিবেকানন্দ রোড সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে চুরি করা ওই পাওয়ার কেবলগুলো উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জালে ১১

- হিমাচল কলোনিতে জড়ো হওয়া সাত দুষ্কৃতী পুলিশের জালে
- শিউমঙ্গল স্কুল এলাকা থেকে চার দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

ফুটপাথ দখলমুক্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : টিকিয়াপাড়ায় ফ্লাইওভারের কাছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি দোকান তুলে দিল আরপিএফ। ফুটপাথ দখলমুক্ত করতেই বৃহস্পতিবার এই অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা। তাঁর কথায়, 'ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকানগুলোর কারণে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল।' ধারাবাহিক অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তুলে দেওয়া হয় সুধা বারুইয়ের চায়ের দোকান। তিনি বলেন, 'আমাদের আগে কিছু বলেনি। জিনিস সরিয়ে নেওয়ার সময়টুকু দিল না।' আর এক ব্যবসায়ী কল্পনা সরকারের বক্তব্য, 'চারিদিকে এত মানুষ জায়গা দখল করে আছে। ওরা শুধু আমাদের দোকান তুলে দিল। কেন?'

তিনি এও জানান, ফের তাঁরা ওখানেই দোকান বসাবেন। কল্পনার কথা, '১৫ বছর ধরে একই জায়গায় দোকান করে সংসার চালাচ্ছি।' এর আগেও শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তুলে দেওয়া হয়েছিল বহু ব্যবসায়ীকে।

ব্যক্তিমালিকানা চেয়ে বাইক মিছিল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে অনড় বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। নিজেদের দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার মোটরবাইক মিছিল করেন সংগঠনের সদস্যরা। মিছিলটি শেষ হয় হিমাঞ্চল বিহারে থাকা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) প্রশাসনিক ভবনের সামনে। এদিন তাঁরা এসজেডিএ-র সিইও অর্চনা ওয়াংখেড়ের সঙ্গে বৈঠকেও নিজেদের দাবি তুলে ধরেন। ফোন না ধরায় বৈঠকের ব্যাপারে এসজেডিএ-র সিইও-র বক্তব্য জানা যায়নি। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহার বক্তব্য, 'সিইও জানিয়েছেন, এব্যাপারে তাঁদের কিছু করার নেই। সবটাই রাজ্য সরকারের বিষয়। তবে বিষয়টা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তবে আমাদের আন্দোলন চলবে।'

ব্যক্তিমালিকানার দাবিকে কেন্দ্র করে বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের আন্দোলন দীর্ঘদিনের। কখনও সেই আন্দোলনের তেজ বেড়েছে, কখনও আবার নিস্তেজ হয়েছে। তবে এক মাস ধরে ধাপে ধাপে নিজেদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এদিন সকালে মার্কেটের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনে থেকে বাইক মিছিল বের করা হয়। মিছিলে প্রতিটি দোকানের ব্যবসায়ীরা ছিলেন। মিছিলটি বিধান রোড, হিলকার্ট রোড হয়ে হিমাঞ্চল বিহারে শেষ হয়। মিছিল থেকে ব্যক্তিমালিকানার দাবি তোলা হয়।

বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে রাস্তায় ব্যবসায়ীরা। ছবি : সূত্রধর

প্রসঙ্গত, সৌরভ চক্রবর্তী চেয়ারম্যান থাকাকালীন বিধান মার্কেটের জমি জরিপের কাজ শেষ হওয়ায়, আশায় বুক বেঁধেছিলেন এখানকার ব্যবসায়ীরা। যদিও কিছুদিনের মধ্যে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় সৌরভকে। নতুন করে ব্যক্তিমালিকানার দাবিতে সরব হন ব্যবসায়ীরা। তবে কোনও প্রশাসনিক কর্তার কাছে তাঁরা নিজেদের দাবি তুলে ধরেননি পর্যায়ক্রমে চলা আন্দোলনের সময়কালে। কিন্তু এদিন এসজেডিএ-র সিইও-র সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, সমস্ত স্তরে তাঁরা দাবি নিয়ে পৌঁছাবেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম

লাচেন, লাচুংয়ে আটকে পর্যটক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম। আটকে পড়ে বিপত্তায় শয়ে-শয়ে পর্যটক। পাহাড়ি পথেও কোথাও একহাঁটু জল বইছে, কোথাও আবার রাস্তা ধসে গিয়েছে। বন্ধ গ্যাংটকের সঙ্গে লাচেন এবং লাচুংয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা। এমন পরিস্থিতিতে শুক্রবার পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিমের পর্যটন দপ্তর। আগাম যে পারমিট ইস্যু করা হয়েছিল, তাও স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ততদিন যাতে উত্তর সিকিমে পর্যটক না পাঠানো হয়, তা জানানো হয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। সিকিম পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'সমস্ত কিছুই করা হচ্ছে পর্যটকদের নিরাপত্তায় নজর রেখে। আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার এবং গ্যাংটকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

গত কয়েকদিন ধরেই উত্তর সিকিমে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তা হালকা এবং বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, সেখানে বেড়াতে গিয়ে কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি পর্যটকদের। কিন্তু বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তর সিকিম। মুন্সি থাংয়ে লাচেন-চুংথাংয়ের রাস্তার বড় একটা অংশ ধসে যাওয়ায় ওই পথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তা মেরামতি না হওয়া পর্যন্ত এই পথে যান চলাচল অসম্ভব। রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাচেনের সঙ্গে গ্যাংটকের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। লাচেনে বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়েন কয়েকশো পর্যটক। যাঁরা এদিন গ্যাংটক থেকে লাচেনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন, তাঁদের ফিরে আসতে হয় মাঝপথ থেকে। লাচেনে আটকে পড়া কলকাতার বাসিন্দা দীপালি রায় বলেন, 'এখানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। হোটেল থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না। রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। শনিবার ট্রেনে ওঠার কথা। কী হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

লাচেনের পাশাপাশি লাচুংয়েও আটকে পড়তে হয়েছে প্রচুর পর্যটককে। এর মূলে রয়েছে চুংথাং-লাচুংয়ের রাস্তায় ধস। ইয়ুমথাং ভ্যালি, জিরো পয়েন্ট যাওয়ার রাস্তায় কয়েকটি এলাকায় ধস নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। এই রাস্তাগুলিতে সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে যান চলাচল। জানা গিয়েছে, এদিন এতটাই বৃষ্টি হয়েছে যে, কয়েকটি এলাকায় রাস্তা দিয়ে হাঁটুসমান জল প্রবাহিত হয়। যার জন্য চলন্ত গাড়ির ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিছু এলাকায় জলের স্রোতে রাস্তার অংশ ভেসে গিয়েছে বলেও খবর মিলেছে।

এমন পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে শুক্রবার পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিমের পর্যটন দপ্তর। বৃষ্টি না কমলে যে রাস্তা মেরামতি অসম্ভব, তা মেনে নিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

জানা গিয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে এদিন বৈঠক করেছেন মংগনের জেলা শাসক অনন্ত জৈন। বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে রাস্তা মেরামতি এবং পর্যটক উদ্ধারের বিষয়টি। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, শুক্রবারও কয়েকটি এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে কীভাবে রাস্তা মেরামতি হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আটকে থাকা পর্যটকদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য লাচেন এবং লাচুংয়ের হোটেল অ্যাসোসিয়েশন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক।

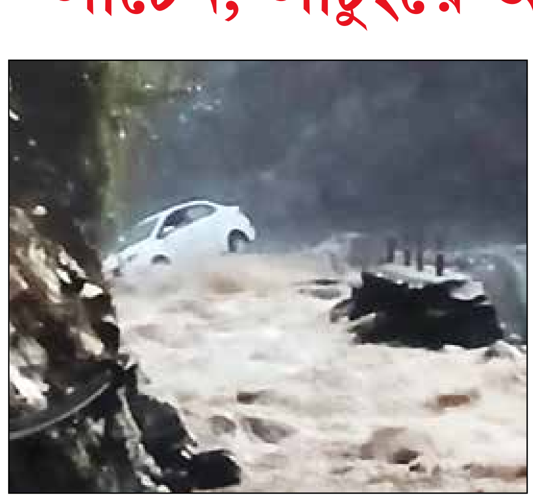

কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে বিপর্যয়।

পারমিট ইস্যু বন্ধ

- প্রবল বর্ষণে পাহাড়ি রাস্তাতেও হাঁটুসমান জল, গাড়ি ভেসে যাওয়ার উপক্রম
- মুন্সি থাংয়ে লাচেন-চুংথাংয়ের রাস্তার বড় একটা অংশ ধসে গিয়েছে
- ধসের জেরে লাচুং-লাচেনের রাস্তাতেও যান চলাচল বন্ধ
- লাচেনের পাশাপাশি লাচুংয়েও আটকে প্রচুর পর্যটক, বন্ধ পারমিট ইস্যু

দুঃস্বপ্নের প্রহর কাটিয়ে চেনা ছন্দে। কাশ্মীরে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

কাশ্মীরের বৈসরণ এক ফসকা গেরো

সুজিত রাহা

এখনও স্মৃতিতে টাটকা ভূস্বর্গের সৌন্দর্য। একরাশ খুশি আর অভিজ্ঞতা নিয়ে সপরিবারে কাশ্মীর-পহলগাম থেকে ফিরতে না ফিরতেই চরম নারকীয় নৃশংস ঘটনাটি ঘটল। আমি বিচলিত। স্তম্ভিত। অথচ যতদিন সেখানে ছিলাম, ততদিন এসবের আঁচ পর্যন্ত পাইনি। তবে ব্যতিক্রম সর্বত্র রয়েছে। পরে সে কথায় আসব।

খবর থেকে যেটুকু জানলাম, সপরিবারে আমি যখন পহলগামের বৈসরণে ঘুরেছি, তখন নিশ্চয়ই হত্যালীলার রেইকি পর্ব চলছিল। কোথাও ঘুরতে গেলে আগ বাড়িয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেওয়া আমার পুরোনো অভ্যাস। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে বাড়তি কৌতূহল ছিল। তাই বাক্যালাপ খানিকটা বেশি-ই হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি কথা হত আমার রোজকার সঙ্গী গাড়ির চালকের সঙ্গে। অত্যন্ত মার্জিত বংশানুক্রমে জম্মু নিবাসী ওই ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'এখন উপত্যকায় খুশির বাতাবরণ। প্রচুর পর্যটক আসছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো হচ্ছে। পড়াশোনা ঠিকঠাক চলছে, কর্মক্ষেত্রেরও সুযোগ বাড়ছে। বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপত্তায় জোর দিয়েছে ভারত সরকার। এখন মনে হয় যে, আমরা প্রকৃত অর্থেই ভারতে রয়েছি।'

কথা বলতে বলতে রাস্তার ধারে তেরঙা আলোর ফিতে জড়ানো বাতিস্তম্ভগুলো ইশারায় দেখিয়ে তাঁর কথা, 'এসব তো কিছুদিন আগে ভাবা যেত না।' আর্মি ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সামরিক ব্যবস্থার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। চারদিকে আধা-সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি আশ্বস্ত করছিল, জনতাকে নিরাপত্তা দিতে তাঁরা সর্বত্র সজাগ। জওয়ানরা ট্রাফিক সমস্যা কিংবা পর্যটকদের দিকনির্দেশ দিতে এগিয়ে আসছেন।

কাশ্মীরের সঙ্গে সম্পর্কিত বহুচর্চিত 'পাথরবাজি' নিয়ে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম। পালটা হোহো করে হেসে উঠেছিলেন। বললেন, 'ওসব ভুলে যান, এখন আর কেউ পাথর ওঠানোর জন্য ঝুঁকবে না।' যদিও কথাটায় আনুগত্য রয়েছে নাকি অনুশাসন, সেটা বুঝতে সাময়িক খটকা লেগেছিল। পহলগামের পথে হাইওয়েতে মাঝে মাঝে সাঁজোয়া গাড়ির সারি আর সেনা কনভয় দেখেছি। শহরেও সেসব চোখে পড়ে, তবে বহরে কম।

'ফিল গুড' পরিস্থিতির মাঝে যে ব্যতিক্রমটির কথা আগে বলেছি, এবার সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

পহলগাম শহরে ট্যুরিস্ট নম্বরের গাড়ি রেখে স্থানীয় গাইডের গাড়িতে চেপে পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে যাওয়ার নিয়ম। এছাড়া বৈসরণে যেতে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া একমাত্র মাধ্যম। যাওয়া-আসা মিলিয়ে ছয় আর ছয়- বারো কিলোমিটার পথ। হাসিখুশি সহিস ছেলেটি আমার সঙ্গে অনেক গল্প করলেন। কাশ্মীরের শুট হওয়া বলিউড সিনেমার গান শোনালেন।

ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে রাস্তায় বড় পাথর চোখে পড়ল। দেখলাম পাহাড়ি ঝোরা। চড়াই-উতরাইয়ের পথে গাছের শেকড় ছড়িয়ে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। খেয়াল করলাম, আগের ক'দিন কাশ্মীরের অন্য জায়গায় যেভাবে জওয়ানদের কড়া নজর রাখতে দেখেছি, এখানে তেমন কিছু তো নেই। দোকানপাট, বাড়িঘর পর্যন্ত দেখিনি। পর্যটকদের জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামো ছিল না। দু'-তিনটে দলকে মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরতে দেখলাম। মাঝেমধ্যে ফিরতি পথ ধরা কিছু পর্যটকের সঙ্গে দেখা হল। মনে হল, অন্য দিক দিয়ে নিশ্চয়ই যান চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা রয়েছে। ঘোড়ার সহিসরা হয়তো ব্যবসায়িক স্বার্থে তা জানাননি। গন্তব্যে পৌঁছে ভুল ভাঙল। জানলাম, তেমন কোনও রাস্তা নেই।

অবশ্যই ভারী সুন্দর একটি উপত্যকা। দেড় থেকে দুটো গলফের মাঠের আকারের সমান হয়তো। কাশ্মীরের সর্বত্র যেমন পাইন আর চিনারের সারি দেখা যায়, লাগোয়া ছোট পাহাড়গুলোতে সেই দৃশ্য আর অনেকটা দূরে বরফে ঢাকা শৃঙ্গ। মাঠের কোণে অতি সাধারণ মানের প্লাস্টিক আচ্ছাদিত অস্থায়ী ফুড স্টলের সামনে কিছু চেয়ার রাখা। দু-তিনটে প্লাস্টিকের গোলকে হাওয়া ভরে মাঠের মাঝ বরাবর রাখা।

মনে হল, এমন সৌন্দর্য তো কাশ্মীরের শহরতলির পথ থেকে যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকে কমবেশি চোখে পড়ে। এটা তো বিশেষ কিছু নয়। সঠিক পরিকাঠামো ছাড়া হাজারও পর্যটককে দুর্গম পথ দিয়ে এখানে নিয়ে আসা কেন তবে? নেই সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা। নেই শৌচালয়। কেউ আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লে সেখানে চিকিৎসা তো দূরের কথা, ফেরানো হবে কীভাবে? হঠাৎ বৃষ্টি নামলে আচ্ছাদনের নীচে এত লোক দাঁড়ালে নির্ঘাত কাকভেজা হবেন সবাই।

কাশ্মীরের বাকি পর্যটনকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে ওই ছবি কিছুতেই মেলাতে পারিনি। সংবেদনশীল পর্যটনকেন্দ্র নিয়ে প্রশাসন কীভাবে এতটা উদাসীন হতে পারে? উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি বিস্মিত।

বারলার স্ত্রীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নাগরাকাটা, ২৪ এপ্রিল : দিল্লি থেকে আনা হল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার স্ত্রী মহিমা বারলার দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসার পর অ্যাম্বুল্যান্সে করে মহিমাকে তাঁদের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। শাসক, বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারাই শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে যান।

বিমানবন্দরে মহিমার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। বারলার বাড়িতে শোকজ্ঞাপন করতে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর প্রমুখ। লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের পাশাপাশি ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগান থেকেও অনেকে এসে প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে যান।

মোটা টাকায়

প্রথম পাতার পর

শুধু তাই নয়, শিলিগুড়িতে এসে গা-ঢাকা দেওয়া এবং ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়ার জন্য বাড়ির মালিককে মাথা পিছু ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ কিংবা স্থানীয় প্রশাসনকে বাড়ির মালিক সামলে নেবেন বলে অনুপ্রবেশকারীদের জানানো হয়েছিল। বুধবার রাতে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। স্থানীয়রা ভিড় জমাতেই এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। ওই সময় আশিঘর ফাঁড়ি থেকে সাদা পোশাকের পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছান আশিঘর ফাঁড়ির ওসি পাপ্পু সিং। ওসি পৌঁছেই ওই বাড়ির মোট ১৯ জন ভাড়াটে এবং মালিককে তুলে নিয়ে যান। সেখানে প্রত্যেকের নাম এবং পরিচয় জানা হয়। আইডি কার্ড দেখে ১০ জন ভাড়াটেকে ছেড়ে দিলেও বাকি ৯ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়ির মালিক ওই এলাকায় এজেন্ট হিসেবেই কাজ করেন। এর আগেও একাধিক বাংলাদেশিকে অভিযুক্ত এপারে নিয়ে এসে আশ্রয় দিয়ে আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড তৈরি করে দিতে সহযোগিতা করেছেন বলে অভিযোগ। তার বিনিময়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে মোটা টাকা নেওয়া হয়েছে বলে খবর। ওই এলাকায় একটি চক্র দীর্ঘদিন করে এই কাজ করছে বলে খবর রয়েছে।

'যোগ্য' শিক্ষকের তালিকায় ববিতা

কোচবিহার, ২৪ এপ্রিল : তাঁর মামলার জেরেই এসএসসি নিয়োগ কেলেঙ্কারির পর্দা উঠেছিল। আদালতের রায়ে রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষিকার চাকরি পেয়েছিলেন ববিতা সরকার। এনিয়ে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হয়েছিল। আবার আদালতের রায়েই বছর দুয়েক আগে ববিতার চাকরি যায়। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য বিকৃতির অভিযোগ ছিল। এই অবস্থায় সুপ্রিম রায়ে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি যাওয়ার পর এসএসসি জেলা শিক্ষা দপ্তরগুলিতে নন টেন্টেড শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে তালিকা পাঠিয়েছে তাতেও মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলের নন টেন্টেড শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকায় ববিতার নাম রয়েছে। এমন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় ফের বিতর্ক দানা বাঁধছে।

কোচবিহারের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলের টিআইসি কল্পনা মহন্ত বলেন, 'আমাদের কাছে আসা তালিকায় ববিতা সরকারের নাম রয়েছে। ওঁর চাকরি তো আগেই বাদ হয়েছে। তারপরেও কেন ওঁর নাম এসেছে, সেটা বুঝতে পারছি না।'

২০১৬-র এসএসসি'র পুরো নিয়োগ সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেওয়ায় কোচবিহার জেলার প্রায় ৪৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি হারাচ্ছেন। যদিও সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী রায় অনুযায়ী, নন টেন্টেড শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে চাকরি করতে পারবেন। তাঁরা বেতনও পাবেন। গত বুধবারই রাজ্যের সব জেলায় এসএসসি'র পাঠানো নন টেন্টেড শিক্ষক-শিক্ষিকার তালিকা এসেছে। শিক্ষা দপ্তর থেকে ওই পাঠানো তালিকাতেই দেখা গিয়েছে, মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস

ববিতা সরকার

হাইস্কুলের নন টেন্টেড তালিকায় প্রায় দুই বছর আগে চাকরি চলে যাওয়া ববিতা সরকারের নাম রয়েছে। তা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষও। ববিতা এদিন বলেন, 'বিষয়টি আমি জানি না। এই তালিকা স্কুলে যাঁরা যেতে পারবেন তাঁদের জন্য। তাহলে আমিও আগামীকাল থেকে স্কুলে যাব।'

সমীক্ষায় হিন্দু মহামঞ্চ

প্রথম পাতার পর

এই কারণেই আমরা একটা ডেটা তৈরি করে রাখতে চাইছি, যাতে ভবিষ্যতে কোনও দরকার পড়লে আমরা সেটা তুলে ধরতে পারি। তাছাড়া মন্দির, মঠগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার পাশাপাশি হিন্দুত্বের ভাবনাধারার যাতে আরও প্রসার ঘটানো যায়, সেকারণেই আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঠিক কোন স্ট্র্যাটেজিতে ভোট প্রচার এগোবে, তা কার্যত নির্ধারণ করা হবে এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমেই। বড়, ছোট ও মাঝারি হিসাবে মন্দিরের বক্সে শুধু 'টিক' দাগ দেওয়াই নয়, ওই মন্দিরে কোনও কমিটি রয়েছে কি না, সেই তথ্যও সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। কমিটি থাকলে, সেই কমিটির দায়িত্বে কে আছেন, সেই তথ্যও জোগাড় করা হচ্ছে। মন্দিরে কোনও কমিটি না থাকলে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও পরিষ্কার কথায়, মন্দিরগুলির সঙ্গে যাতে সুসম্পর্ক থাকে, সেই কাজ করতে বলা হয়েছে ওই সদস্যদের। জনসংযোগ বাড়াতে মন্দিরগুলোর আশপাশেই বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করার চিন্তাভাবনা করছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ।

আবার সংখ্যালঘু ভোট যে খুব একটা বিজেপির পালে আসবে না, তা কার্যত স্বীকার করছেন দলীয় নেতাকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে শহরের কোন জায়গায়, কোন পদ্ধতিতে ভোট প্রচার করা যেতে পারে, সেই স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতেই সংখ্যালঘুদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড তরুণকে

জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহের দায়ে এক তরুণকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক রিন্টু শূর এই সাজা ঘোষণা করেছেন।

ঘটনাটি ২০২২ সালে ভক্তিনগর থানা এলাকার। ঘটনার সময় শিশুটির বয়স ছিল ছয় বছর। শিশুকন্যা এবং তার দিদি দাদু-দিদার কাছে থাকত। আর সেই বাড়ির পাশেই থাকত ওই তরুণ।

ঘটনার দিন দাদু-দিদা বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগ ওই তরুণ তাদের বাড়িতে এসে শিশুটিকে যৌন নিগ্রহ করে।

সেই সময় শিশুটির চিৎকারে তার দিদি পাশের ঘর থেকে চলে আসে। দুজনেই চিৎকার করায় ওই তরুণ পালিয়ে যায়। দাদু-দিদা বাড়িতে ফিরলে শিশুটি তাদের ঘটনাটি জানায়। এরপর শিশুটির পরিবারের তরফে ভক্তিনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত। মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, '১১ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

লোকালয়ে হাতি

কিশনগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : ফের একটি দলছুট হাতি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ কিশনগঞ্জের ভারত-নেপাল সীমান্তের ধনটোলা গ্রামে ঢুকে পড়লে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। নেপালের ঝাপা জেলার জঙ্গল থেকে হাতিটি সেখানে উপস্থিত হয় বলে মনে করা হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘোরাফেরা করার পর হাতিটি ভুট্টার খেতে ঢুকে পড়ে। এলাকায় যাতে আর হাতি না আসে সেজন্য বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

দুঃস্বপ্ন ভুলতে

প্রথম পাতার পর

হাতে বেশ কিছুটা বাড়তি সময় পাওয়ায় অনেকে আবার কেনাকাটার দিকে হাত বাড়ান। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ শ্রীনগরের মক্কা মার্কেট, গনি খান মার্কেট, বাটমালো, লাল চক, ডাল লেক সংলগ্ন মার্কেটের মতো জায়গাগুলিতে দোকানপাট খোলা ছিল। বেশ বিকিকিনিও চলছিল। বেলা ১০টা নাগাদ কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা পারমিতা মুখোপাধ্যায়কে শালিমার বাগে সপরিবারে ঘুরতে দেখা গেল। তাঁর কথায়, 'বুধবার পহলগ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জঙ্গিহানার কারণে সেখানে যাওয়াটা আর হল না। তাই একবার শ্রীনগর ঘুরে দেখলেও বাধ্য হয়ে ফের একই জায়গা ঘুরে দেখছি। পাশাপাশি সময় পাওয়ায় পরিজনদের জন্য কিছু কেনাকাটাও সেরে নিচ্ছি।' চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা মদনলাল মহাজন সপরিবারে এবারই প্রথম কাশ্মীর ঘুরতে এসেছেন। এবারের পরিস্থিতিতে পহলগামে যেতে না পারায় মনে বেশ আক্ষেপ রয়েছেন। মা ক্ষীরভবানী মন্দিরে পহলগামে মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করে তিনি পুজো দেন। ব্যারাকপুরের বাসিন্দা সুজিত চৌধুরী ও মিনা চৌধুরী বুধবার কাশ্মীর পৌঁছোন। এখানে আসার পর পহলগামের জঙ্গিহানার ঘটনাটি জানতে পারেন। এদিন বিকেলে শংকরাচার্যের মন্দির দর্শন করে সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে সুজিত বললেন, 'ভেবেছিলাম পহলগাম ঘুরতে না পারলেও অন্যান্য ভিউপয়েন্ট ঘুরে দেখতে পাব। তবে স্ত্রী আর এখন ওই পয়েন্টগুলিতে যেতে চাইছে না। শুক্রবার কাটারার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছি। বৈষ্ণো দেবীর মন্দির দর্শন করে কাশ্মীর ভ্রমণে ইতি টানব।'

গাঁজা পাচারে সাজা

কিশনগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : গাঁজা চোরাচালানে ২০ বছরের সাজা ঘোষণা করল আদালত। কিশনগঞ্জ জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা জজ-৩ সুমিতকুমার সিং বৃহস্পতিবার ৫৯৯.০৪ কেজি গাঁজা চোরাচালানে দোষী সাব্যস্ত বছর পঁয়তাল্লিশের মোতি মোদিকে ২০ বছরের কারাবাসের সাজা দিয়েছেন। এছাড়া অতিরিক্ত এক লাখ টাকা জরিমানা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কাটিহারের পুঠিয়ার বাসিন্দা মোতিকে কিশনগঞ্জ পুলিশ ২০২১ সালে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ফড়িংগোলা আবগারি চেকপোস্ট থেকে বমাল গ্রেপ্তার করে। আদালত উভয়পক্ষের আইনজীবীর শুনানির পর এই রায় ঘোষণা করেন।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি শুনে আকিব প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'পহলগামের ভিউপয়েন্টে যাওয়ার আগে যে সমস্ত চেকপোস্ট ছিল সেগুলি কেন তুলে নেওয়া হল সেটা খুঁজে বের করুন।'

শ্রীনগরের বাসিন্দা মহম্মদ আসলাম পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে তিন মাস আগে ৪০ হাজার টাকার মাসিক কিস্তিতে ৪০ লাখ টাকার একটি গাড়ি কিনেছিলেন। জঙ্গিহানার পর থেকে পর্যটকরা ভূস্বর্গ ছাড়তে শুরু করায় তাঁর চোখে জল। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে গাড়ির মাসিক কিস্তির টাকা জোগাড় হবে আর কীভাবেই বা সংসার চলবে, আসলাম কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। আকিবের মতো তাঁরও প্রশ্ন, 'শ্রীনগরে কয়েক মিটার দূরে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সেনা, আধাসেনা ও পুলিশকর্মীরা রয়েছেন। শ্রীনগরের বাইরের প্রত্যন্ত ভিউপয়েন্টগুলিতে কেন কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না?' মধ্য চল্লিশের মুস্তাক আহমেদ বিমানবন্দরের পাশেই থাকেন। পেশায় ফোটোগ্রাফার। শ্রীনগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ট্যুরিস্ট স্পটে আসা পর্যটকদের কাশ্মীরি পোশাক পরিয়ে ছবি তুলে সংসার চালান। কী কারণে পহলগামের ঘটনাটি ঘটল বলে প্রশ্ন করায় উত্তর এল, 'গত ৩৫ বছরে কাশ্মীরে অনেক গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু কোনও সময় পর্যটকদের ওপর হামলা হয়নি। তাই যাঁরা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদেরই প্রশ্নটা করা ভালো।' গোটা ঘটনার পেছনে নোংরা রাজনীতি রয়েছে বলেই তাঁর মত। শ্রীনগরের শালিমারবাগের উলটোদিকে ফয়জল ওয়াসিমদের বহু পুরোনো পারিবারিক হোটেল। বহু বাঙালি পর্যটকের তাঁর হোটেলে আনাগোনা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ফয়জল বাংলাটা বেশ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছেন। তিনিও নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ, 'যাঁরা সীমান্তের পাহারায় রয়েছেন, তাঁদের ফাঁকি দিয়ে জঙ্গিরা কী করে এলাকায় এল তা তাঁরাই ভালো করে বলতে পারবেন।' হারুন রশিদ, আবেদ মনোয়ার ও আসিফ রশিদ জম্মু-কাশ্মীরের ভূমি রাজস্ব দপ্তরে কাজ করেন। বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় তুলমুল্লায় শ্রী মাতা ক্ষীরভবানী মন্দিরের সামনে একটি চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এদিনই শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১৭০০ জন কাশ্মীর ছাড়েন। তাঁদের সিংহভাগই পর্যটক। সীমান্তে এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও পহলগামের ঘটনাটি আবেদরা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। হারুন বললেন, 'গোটা কাশ্মীর মর্মাহত। বুধবারের স্বতঃস্ফূর্ত বনধই তার প্রমাণ।' অচিরেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলাকা আবার পর্যটকে ভরে যাবে, আসিফরা এমনটাই মনেপ্রাণে চাইছেন।

হুমকি মোদির মুখে

প্রথম পাতার পর

মেডিকেল ভিসা থাকলে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত ভারতে থাকা যাবে।

ভারত নিজের অবস্থানের পক্ষে বিশ্ব জনমত সংগঠিত করতেও মরিয়া। বৃহস্পতিবার রাশিয়া, চিন, জাপান, জার্মানি ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পহলগামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে সাউথ ব্লক। অন্যদিকে, মোদিকে ফোন করে পহলগামে হামলার নিন্দা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। দেশেও বিভিন্ন দলকে পাশে পাওয়ার বার্তা মিলছে।

বৃহস্পতিবারের সর্বদলীয় বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারকে একযোগে সমর্থনের বার্তা দিয়েছে বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার পহলগামের ঘটনায় যে পদক্ষেপ করবে, তাতে পূর্ণ সমর্থন জানাব আমরা।' একই বক্তব্য কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের। কংগ্রেসের দাবি মেনে অবশ্য সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করেননি প্রধানমন্ত্রী। সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ওই বৈঠকের আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে গিয়ে পরিস্থিতি জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ২ ঘণ্টা ধরে চলা সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে আছি।' তবে বিজেপি পহলগামের ঘটনাকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ছাড়াও ছিলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, আপের সঞ্জয় সিং, সপার রামগোপাল যাদব, এআইমিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, এনসিপি (এসপি)-র সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পহলগাম কড়া নিরাপত্তায় মোড়া এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এমন ঘটনায় গোয়েন্দা ব্যর্থতা এবং নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার দাবি তোলা হয়েছে। পাকিস্তানকেই এই হামলার নেপথ্যে দায়ী করেছে কংগ্রেস। শুক্রবার অনন্তনাগে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন রাহুল।

শিলিগুড়ির মেয়রকে এক চিঠি

প্রথম পাতার পর

অনেকে বাইরে রবিন হুডের ইমেজ রেখে ভিতরে দুর্নীতির মন্দিরের প্রধান পূজারি। অনেকে পারলে নদী বা জঙ্গলই খাবলে দখল করে নেন। এই নগরীতে সাতটি নদী, ভারতের কোনও নগরে নেই। একটা নদী থাকলেই শহরের সৌন্দর্য কত পালটে যায়। আর আমরা সপ্তনদী পেয়েও কিছুই করলাম না গোরু, মহিষের চারণভূমি তৈরি ছাড়া। রাস্তার যে গাছগুলো উপড়ে নিয়ে অন্যত্র লাগানো হল, সেগুলোর খোঁজখবর হয় তো?

মান্যবর মেয়র, আপনার সঙ্গীসাথিদের একজনেরও অভিনব কোনও ভাবনার ছাপ নেই, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে শহরের রূপটানে। ক'দিন আগে সিকিমের জোরথাংয়ে গিয়ে শিলিগুড়ির জন্য মারাত্মক কষ্ট হল। আয়তন, লোকসংখ্যার বিচারে জোরথাং সে রাজ্যের চার নম্বর শহর হবে। শিলিগুড়ি তো বাংলার দু'নম্বর। জোরথাংয়ে বড় বাজারটাকে একেবারে চতুষ্কোণ বানিয়ে দোকানগুলোকে জ্যামিতিক মাত্রা দেওয়া হয়েছে। সব রাস্তা কংক্রিটে বাঁধানো। বসার ও হাঁটার অফুরন্ত জায়গা। দোকানগুলো দেখতেও অসামান্য। সাধারণ ভাবনাই অসাধারণ মাত্রা পেয়েছে।

এমন ছবি আমরা কি বিধান মার্কেট, হংকং মার্কেট চত্বরে তৈরি করতে পারতাম না মেয়র মশাই? কতবার যে আপনি ও সৌরভ চক্রবর্তী ওখানে গিয়ে নাটক করে এলেন, সাংবাদিকরা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আপনাদের প্রতিশ্রুতিগুলো গোষ্ঠ পালের মূর্তির পায়ে গড়াগড়ি খেয়ে চলেছে। চিনের প্রাচীর গোষ্ঠবাবু এবার স্বপ্নে জানতে চাইতে পারেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের খোলনলচে পালটানোর কী হল রে বাপু?

আপনার পাড়ার মোড়ে জারুল গাছে বেগুনি ফুল এসেছে। তার নীচেই রিকশাস্ট্যান্ড। সেখানকার কোনও রিকশাচালককে জিজ্ঞাসা করুন। অথবা আপনার বাড়ি থেকে এগিয়ে হাকিমপাড়া গার্লস স্কুলের সামনে রাস্তায় বসা অপেক্ষারত অভিভাবকদের। তাঁরা সবাই হাসবেন মার্কেট, জ্যামজট নিয়ে প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি শুনে। বাই দ্য ওয়ে, শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ডটার ভবিষ্যৎ যেন কী হল স্যর?

মান্যবর মেয়র, কষ্টও হয় আপনাকে দেখে। কী সব অর্থ বুভুক্ষু লোকদের নিয়ে কাজ করতে হয় আপনাকে! কেউ জঞ্জাল ফেলতে গিয়ে গাড়ির ট্রিপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছেন বুদ্ধি করে। কেউ পেট্রোল ভরানোর নামে রোজগারে ওস্তাদো কা ওস্তাদ। অভয় দেন তো আরও বলি! ওষুধ কেনার সময়ও দুধে জল মেশানোর খেলা হয়। নিন্দুকরা বলে, রাস্তাতেই হাপিস হয়ে যায় কিছু ওষুধ।

সম্মাননীয় মহানাগরিক, আপনার এ শহরে কেউ রাস্তার লাইটের বালব নিয়েও দুর্নীতি করে নমস্য ধান্দাবাজ মহলে। বেআইনি নির্মাণ চলে শহরের প্রাণকেন্দ্রে। এক এক জায়গায় এক এক নেতা হিরো। তাঁকে ধরলেই দুর্নীতিবাজদের মুশকিল আসান।

বিশ্বাস করুন, আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে সেদিন হাঁটছি। হঠাৎই পিছন থেকে শুনলাম, এক সাইকেল আরোহী তরুণ হাঁটতে হাঁটতে নিজেকেই বলছেন, 'বাবা-মার কথা শুনে পড়াশোনা করলে আজ এই কাজ করতে হত না।' জিজ্ঞেস করে বুঝি, এই কাজ মানে ডিস্ট্রিবিউটারের কাজ। সাইকেলে দুটি বড় বাক্স। সাইকেল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে হয় পুরো শহর।

এ শহর পারল না তাকে বা তাদেরকে অন্য আলোর সন্ধান দিতে?

কর্পোরেশনে টেলিফোনে সপ্তাহান্তে আপনি অনেক প্রতিশ্রুতি দেন। সে তো দিতে পারেনই। রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি দেন সব দলের নেতারা। আপনার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার কোনও প্রতিশ্রুতি দিলে তার অনেক কিছু রাখার চেষ্টা করেন। আপনার মধ্যে সেটা কিন্তু দেখিনি। এই তো ফুলবাড়ি, গজলডোবার বেআইনি জমি কেলেঙ্কারি, মহানন্দা-বালাসনের বালি-পাথর চুরি, শহরের জলকষ্ট, ধোঁয়া নিয়ে কত কথা শুনলাম। সবই অজান্তে আপনার রবীন্দ্রসংগীত হয়ে গেল। সে গান আপনি অবশ্য মঞ্চে গান না-'কিছুই তো হল না। / সেই সব--সেই সব--সেই হাহাকাররব,/ সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা।'

আপনার বাড়ির গেটে দ্বাররক্ষীর মতো দুই পাইন দাঁড়িয়ে। রাস্তার উলটোদিকেই প্রাচীন শিশু বৃক্ষ। সে বৃক্ষ তার গুঁড়িতে বয়ে বেড়ায় অসংখ্য ফার্ন। আলোর খোঁজে সে গাছ নিজেই অদ্ভুতভাবে বেঁকে আকাশ দেখার চেষ্টায়। ছায়ার মাঝেই কত আলো! আপনিও এতরকম উদ্ধত, দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতিবন্ধী কাউন্সিলারের দলবলকে উপেক্ষা করে নিজে আলোর খোঁজে যেতে পারেন না?

আমরা কিন্তু আপনার আমলে এখনও এমন কোনও কাজ দেখলাম না, যা শিলিগুড়ির ইতিহাস মনে রেখে দেবে। ভালো থাকুন স্যর।

আলোয় থাকুন, আলোয় রাখুন।

সিমলা চুক্তি স্থগিতের বার্তা

প্রথম পাতার পর

তাতে চাপে পড়েছে ইসলামাবাদ। কেননা, সিন্ধু চুক্তিতে ৬টি নদীর জলের নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে থাকায় পাকিস্তানের পক্ষে অস্বস্তির বড় কারণ।

তাই তাস হিসাবে শরিফ সরকার কার্যত ভারতকে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতের পাঁচ দফার পালটা পাকিস্তান আটটি পদক্ষেপ করছে। ওই পদক্ষেপগুলির মধ্যে আছে, ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি খারিজ, সব ধরনের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ। তাতে পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করে তৃতীয় কোনও দেশে পণ্য পাঠাতে পারবে না ভারত। ভারতীয়দের সার্ক ভিসা দেওয়াও স্থগিত রাখছে পাক সরকার। ভারতীয় বিমানকে পাকিস্তানের আকাশ ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।তাছাড়া ইসলামাবাদের ভারতীয় দূতাবাসে কূটনীতিকের সংখ্যা ৩০ জনে কমিয়ে আনতে এবং ভারতীয় সেনা, নৌ ও বিমান উপদেষ্টাদের ৩০ এপ্রিলের আগে পাকিস্তান ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে। বুধবার ভারত অটারি সীমান্ত বন্ধ করেছিল। দিল্লির পাক দূতাবাসের কূটনীতিকের সংখ্যা ৫৫ থেকে কমিয়ে ৩০ করেছিল, পাক সেনা, নৌ ও বিমান উপদেষ্টাদের দেশে ফেরত পাঠানো ঘোষণা করেছিল। পাকিস্তানে কর্মরত কূটনীতিকদের ফিরিয়ে আনবেও বলেছিল।

'আই কিল ইউ'

মৃত্যুহুমকি পেলেন গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দায় মুখর ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। ঘটনায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি বুধবার গৌতম গম্ভীর হুংকার দিয়েছিলেন, ভারত এই ঘটনার বদলা নেবে। তারপরই মৃত্যুহুমকি পেলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচকে ইমেলে খুনের হুমকি দিয়েছে 'আইসিস কাশ্মীর' নামক একটি জঙ্গি সংগঠন। দুইটি হুমকিবার্তা পেয়েছেন গম্ভীর। থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।

বুধবার দুপুরে প্রথম ইমেল পান গম্ভীর। দ্বিতীয়টি পান বিকালে। দুইটি ই-মেলেই লেখা ছিল, 'আইকিলইউ।' যার অর্থ, 'আমি তোমাকে মেরে ফেলব।' গম্ভীরও আর দেরি করেননি। ইমেলের স্ক্রিনশট নিয়ে দিল্লির রাজেন্দ্র নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার কথা মধ্য দিল্লির ডিসিপি ভি হর্ষবর্ধনকে জানান গম্ভীর। দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন তিনি। তাঁর পরিবার যাতে সুরক্ষিত এবং নিরাপদে থাকে তার জন্যও পুলিশকে উদ্যোগী হতে বলেছেন গম্ভীর।

গম্ভীরের অভিযোগ পেয়ে দ্রুত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কোথা থেকে ওই ই-মেল এসেছে, কারা তা পাঠিয়েছে-তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গম্ভীর এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বাড়ানো হবে বলেও জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে হর্ষবর্ধন বলেছেন, 'গৌতম গম্ভীরকে মৃত্যুহুমকি পাঠানোর অভিযোগ আমরা পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। গম্ভীর এখন দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তা পান। আগামীতে তাঁর নিরাপত্তা কতটা বাড়ানো হবে, সেটা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।' ২০২১ সালেও একবার খুনের হুমকি পেয়েছিলেন গম্ভীর।

পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও ক্রিকেট নয় : রাজীব শুক্লা

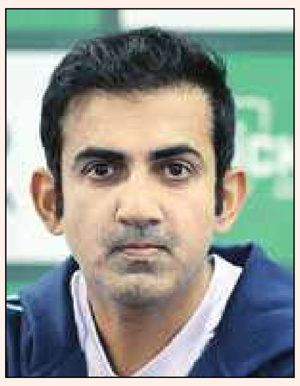

২০১২-'১৩ সাল থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলে না টিম ইন্ডিয়া। পহলগামের ঘটনার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা আরও একবার পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে না ভারত।

এই প্রসঙ্গে রাজীব বলেছেন, 'আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আমি। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। সরকার যা বলবে, আমরা সেটাই করব। ১০ বছরের বেশি সময় ধরে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলি না। আগামীতেও খেলব না। তবে আইসিসি-র ইভেন্টে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে বাধ্য। কিন্তু আইসিসি-ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আশা করব, তারা সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবে।' বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও পহলগামে নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এদিকে, পহলগাম ঘটনার জন্য নিজের দেশের সরকারকেই দুষছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিনার দানিশ কানেরিয়া। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে কানেরিয়া বলেছেন, 'পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় পাকিস্তান সরকারের সত্যিই যদি কোনও মদত না থাকে তাহলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এখনও কেন নিহতদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেননি? পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে কেন হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে? আসল সত্যিটা সবাই জানে। পাকিস্তান নিজেদের ঘরে সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয়, তাদের বড় করে তোলে। লজ্জা!'

রাসেলের বদলি কি রোভমান

জল্পনা তুঙ্গে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : কথায় বলে, সকাল দেখলে বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে।

ক্রিকেটের আদিম প্রবাদ, অনুশীলন দেখলে অনেক সময় আন্দাজ পাওয়া যায় আগামীর। এমন ভাবনা যদি বাস্তব হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে শনিবারের ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রথম একাদশে একাধিক বদলের সম্ভাবনা। যার মধ্যে মূল আকর্ষণ হতে চলেছে আন্দ্রে রাসেল!

চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে একেবারেই ছন্দে নেই দ্রে রাস। ব্যাটে রান নেই। দলকে ভরসা দিতে ব্যর্থ। উপরি হিসেবে নিয়মিতভাবে তাঁকে বল হাতেও দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গে রাসেলের ফিনিশার ভূমিকা নিয়েও উঠে গিয়েছে প্রশ্ন। এমন অবস্থায় রাসেলের বদলি হিসেবে কি শনিবারের পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে রোভমান পাওয়েলকে দেখা যাবে? জল্পনা তুঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় কেকেআরের অন্তত ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনের পর রাসেলের বদলি হয়তো রোভমান, এমন জল্পনা বেড়েছে। রাসেলও নেটে ব্যাটিং করেছেন। অল্প সময় বোলিংও করেছেন। তুলনায় রোভমানকে নিয়ে দীর্ঘসময় নেটে পড়েছিলেন কেকেআরের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। ব্যাট হাতে বেশ আগ্রাসী মেজাজেও দেখা গিয়েছে রোভমানকে।

দ্রে রাসের পরিবর্তের সন্ধানের পাশে নাইট শিবিরে আরও বদলের ভাবনা রয়েছে। এখনও একটিও ম্যাচে না খেলা মায়াঙ্ক মার্কান্ডেকে শনিবার রাতে বল হাতে দলের তিন নম্বর স্পিনার হিসেবে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ও ডোয়েন ব্রাভোর সঙ্গে আলোচনায় আজিঙ্কা রাহানে (বাঁয়ে)। খেলা নিয়ে সংশয় থাকলেও পণ্ডিতের ক্লাসে কামাই নেই আন্দ্রে রাসেলের।

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে যে পিচে খেলা হয়েছিল, সেই পিচেই শনিবার শ্রেয়স আইয়ারদের বিরুদ্ধে নামবে কেকেআর। পিচ নিয়েও প্রত্যাশিত চর্চা চলল আজ। বিকেল পাঁচটার কিছু পরে মাঠে ঢুকেই বাইশ গজের সামনে হাজির হয়ে যান কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, মেন্টর ব্রাভো, রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীরা। পিচ পর্যবেক্ষণের পর তার পাশে দাঁড়িয়ে রীতিমতো বৈঠক হয় নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের।

কেন বৈঠক? কারণ, পিচে সামান্য হলেও ঘাস রয়েছে। যা কেকেআরের একেবারেই পছন্দ নয়। যদিও ঠিক কেমন পিচ হলে নাইটদের পছন্দ হবে, সেটাই এখন ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় রহস্য। দিন কয়েক আগে মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৯৫ রানে অল আউটের লজ্জা এখনও দগদগে ঘা হয়ে রয়েছে কেকেআর শিবিরে। সেই ম্যাচে পাঞ্জাবের ১১২ রানের সামনে ধসে গিয়েছিল নাইটদের ব্যাটিং। এবার ঘরের মাঠে ফের শ্রেয়সদের মোকাবিলা করার পাশে প্লে-অফ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ওপেনিং জুটিতেও বদলের সম্ভাবনা রয়েছে কেকেআরের। শেষ ম্যাচে সুযোগ পাওয়ার পরও ব্যর্থ হওয়া রহমানুল্লাহ গুরবাজের জায়গায় কুইন্টন ডি কক ফিরতে পারেন বলে খবর। আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে কুইন্টন সবার আগে নেটে ব্যাটিং করেছেন। ভালো ছন্দে রয়েছেন বলেও মনে হয়েছে।

নাইটদের প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার পাশে আজ আচমকাই কেকেআরের নেটে দেখা গেল উমরান মালিককে। আইপিএলের শুরুতেই চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে চেতন সাকারিয়ার নাম ঘোষণা আগেই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও কেন নাইটদের নেটে উমরান? নাইটদের সংসারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ফিট হয়ে ওঠা উমরানকে আপাতত দলের সঙ্গে রেখে তাঁকে ফিট করা হচ্ছে আগামীর লক্ষ্যে।

ছবি : ডি মণ্ডল

শনিবারের ইডেনে শ্রেয়সের বদলাপুর

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় তখন সাড়ে ছয়টা হবে।

দল আগেই অনুশীলনে চলে এসেছে। মার্কাস স্টোয়িনিস, যুযবেন্দ্র চাহাল, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অর্শদীপ সিং-সবাই। ভিড়ের মাঝে সবাই খুঁজছেন শ্রেয়স আইয়ারকে। ঠিক তখনই ব্যাট হাতে মাঠে প্রবেশ। ক্লাব হাউসের গ্যালারিতে থাকা উৎসাহী কিছু সমর্থক 'শ্রেয়স ভাইয়া' বলে ডাকতেই ঘুরে তাকালেন। ব্যাট তুলে নাড়লেন।

গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকদের হৃদয়জুড়ে ছিলেন। ইডেন গার্ডেন্সে বারবার 'শ্রেয়স শ্রেয়স' শব্দব্রহ্ম উঠেছে। এবার শিবির বদল। চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক হয়েও নাইট রাইডার্স ছাড়তে হয়েছে। নেপথ্য কাহিনী নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। জল্পনা কম হয়নি। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, সামনে নাইট মানে বদলার মেজাজ।

কেকেআর ছাড়ার পর শ্রেয়স অভিযোগ করেছিলেন, অধিনায়ক হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব যতটা পাওয়া উচিত ছিল, তা পাননি। সেখানে প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাব কিংস শুধু রেকর্ড ২৬.৭৫ কোটির অর্থ দেয়নি, দিয়েছে নেতৃত্বের সম্মান। রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে ফের জুটি বাঁধার সুযোগ। যে জুটির স্পর্শে কামাল দেখাচ্ছে পাঞ্জাব কিংসও। লিগ তালিকায় পঞ্চম স্থানে থাকলেও ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ভালোমতোই রয়েছে প্লে-অফের দৌড়ে।

লিগ শীর্ষে থাকা গুজরাট টাইটান্সের সঙ্গে মাত্র ২ পয়েন্টের তফাত। শনিবার বদলার ম্যাচে প্রাক্তন দল নাইট রাইডার্সের হিসেবনিকেশ মিটিয়ে নিতে পারলে সেই ব্যবধানও মুছে যাবে। মুল্লানপুরে হওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে নাইটরা হেরেছিল অধিনায়ক শ্রেয়সের ক্ষুরধার মস্তিষ্ক এবং দুরন্ত নেতৃত্বের কাছে। নিজে ব্যর্থ হলেও ১১১ রানের পুঁজি নিয়ে ম্যাচ বের করে নেন।

> শ্রেয়স দারুণ অধিনায়ক। দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে ওর বোঝাপড়া খুব ভালো। অতীতে দিল্লি ক্যাপিটালসে কাজ করেছে একসঙ্গে। সেই বোঝাপড়ার সুফল পাচ্ছে দল।
>
> **নেহাল ওয়াধেরা**

শনিবাসরীয় নন্দনকাননে জয়ের ভিতটা ব্যাট হাতে গড়ার বাড়তি তাগিদ থাকবে শ্রেয়সের। কেকেআরে খেলা, নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদে ইডেনকে ভালোমতো চেনেন। সেই অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে ফের ঝাঁপাবেন, সন্দেহ নেই। এদিন দেরিতে মাঠে ঢুকলেও যতক্ষণ ছিলেন, ইনটেন্ট প্র্যাকটিস সেশন। শুরুতে হালকা জগিং, স্ট্রেচিং। তারপর ক্লোজ ক্যাচিং প্র্যাকটিস।

ব্যাট ঘোরালেন দীর্ঘক্ষণ। কোচ পন্টিংকে নিয়ে পিচে চোখ বোলানোর পর দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং। প্রথমে থ্রো ডাউন নিলেন। মাটিঘেঁষা শট, চেনা ইনড্রাইভ। তারপর নেটে স্বভাবসিদ্ধ বিগহিটের ফুলঝুরি। মার্কো জানসেনের পেসে যেমন নিজেকে ঝালিয়ে নিলেন, তেমনই চাহালের স্পিনও খেললেন। শনিবার নামবেন চেনা ইডেনে রানের খিদে নিয়ে। প্র্যাকটিসের সময় একবারও ফিরে তাকাননি প্রাক্তন দলের দিকে। তবে ইডেন ছাড়ার আগে প্রাক্তন সতীর্থদের অনেকের সঙ্গে আড্ডাও মারলেন। হর্ষিত রানা নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সেই আড্ডায় যোগ দেন রামনদীপ সিং সহ আরও কয়েকজন।

অনুশীলন শেষে টিম বাসে ওঠার সময় কিছু খুদে ভক্ত শ্রেয়সকে জিজ্ঞাসা করে, 'শ্রেয়স ভাইয়া কেমন আছো।' শ্রেয়স বাংলাতেই উত্তর দেন, 'আমি ভালো আছি। তোমরা কেমন আছো?'

বিকেলে দুই দলের প্র্যাকটিস। টানা হারের ধাক্কায় নাইট প্র্যাকটিসে ফুরফুরে মেজাজটা যখন উধাও, তখন উলটো ছবি পাঞ্জাব কিংস শিবিরে। ম্যাক্সওয়েল, স্টোয়িনিস, অর্শদীপরা রীতিমতো চনমনে। আর পরিস্থিতি যেমনই হোক চাহাল সবসময় বিন্দাস। পিচ দেখার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের মইন আলি, বোলিং কোচ ভরত অরুণের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা।

প্রস্তুতির ফাঁকে ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজে নজর পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং ও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের। ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

পাঞ্জাবের দলটার সম্পদ ঘরের ছেলেরা। প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরান সিংয়ের ওপেনিং জুটি শেষ কয়েক ম্যাচে অবাক করছে। কেকেআর, চেন্নাই সুপার কিংসের মতো দলগুলি যখন তারকা ওপেনার নিয়ে ক্লিক করছে না, সেখানে অচেনা মুখ দিয়ে বাজিমাত। মাঝে নেহাল ওয়াধেরাও ভরসা দিচ্ছেন। পন্টিংয়ের উপস্থিতি যদি অন্যতম কারণ হয়, তাহলে শ্রেয়সের কৃতিত্বও প্রাপ্য।

নেহালের গলায় সেই সুর। কলকাতায় পা রেখে ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সে অধিনায়ক শ্রেয়সকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। বলেছেন, 'শ্রেয়স দারুণ অধিনায়ক। দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোচ পন্টিংয়ের সঙ্গে ওর বোঝাপড়া খুব ভালো। অতীতে দিল্লি ক্যাপিটালসে কাজ করেছে একসঙ্গে। সেই বোঝাপড়ার সুফল পাচ্ছে দল।'

আরও জানান, সাজঘরের দুর্দান্ত পরিবেশ দলের মধ্যে একাত্মতা তৈরি করেছে। প্রথমবার পাঞ্জাবে এলেও মানিয়ে নিতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। পন্টিং, শ্রেয়স, টিম ম্যানেজমেন্ট সবসময় প্লেয়ারদের পাশে। সহজাত খেলাটা মেলে ধরার সুযোগ দেয়। শনিবার ইডেন-দ্বৈরথে যা অস্ত্র নেহালের। শ্রেয়সের শরীরী ভাষাতে সেখানে জবাব দেওয়ার তাগিদ। দুয়ে দুয়ে চার। আরও একটা কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে শাহরুখ খান ব্রিগেডের জন্য।

গোলের পর শূন্যে লাফ রিয়াল মাদ্রিদের আর্দা গুলারের।

গুলারের গোলে লড়াইয়ে রইল রিয়াল

মাদ্রিদ, ২৪ এপ্রিল : বার্সেলোনাকে এতটুকুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগায় শিরোপার দৌড়ে কাতালান জায়েন্টদের তাড়া করেই চলেছে কার্লো আন্সেলোত্তির দল। বুধবার গেটাফেকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেই লড়াই জারি রাখল মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

শনিবার কোপা ডেল রে-র ফাইনাল। তার আগে গেটাফে ম্যাচে নিয়মিত প্রথম একাদশে থাকা একাধিক ফুটবলারকে বিশ্রামে রেখে দল সাজান আন্সেলোত্তি। কিলিয়ান এমবাপে ছিলেন না কার্ড সমস্যায়। কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই জুডে বেলিংহাম, রডরিগোদেরও বেঞ্চে রাখেন। তাতেও জয় আটকাল না রিয়ালের। চেনা ছন্দে না হলেও একের পর এক আক্রমণে বিপক্ষের রক্ষণকে ব্যস্ত রেখেছিলেন এন্ড্রিক, ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। তারই ফসল ২১ মিনিটে আর্দা গুলারের গোল। সেই গোলই ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য দক্ষ হাতে একাধিকবার রিয়ালকে নিশ্চিত গোল হজমের হাত থেকে বাঁচান গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া। এই জয়ের সুবাদে সমসংখ্যক ৩৩ ম্যাচে বার্সার সঙ্গে রিয়ালের পয়েন্টের ব্যবধানটা চারই রইল।

জয়ের পরও অস্বস্তি রইল রিয়াল শিবিরে। শনিবার বার্সেলোনার বিরুদ্ধে কোপা দেল রে-র ফাইনালে অনিশ্চিত ডেভিড আলাবা ও এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা। দুইজনই চোটের কবলে। আন্সেলোত্তিও স্বীকার করে নেন, বার্সার বিরুদ্ধে তাঁদের খেলার সম্ভাবনা কম। বলেন, 'দুজনেরই মাংসপেশিতে চোট রয়েছে। শনিবার ওদের দুইজনের পক্ষে খেলা কঠিন।' এদিকে দলকে জিতিয়ে গুলার বলেছেন, 'লড়াইটা যে কঠিন হবে তা আমরা জানতাম। প্রথমার্ধেই গোলমুখ খুলতে পারাটা আমাদের কাজটা কিছুটা হলেও সহজ করে দেয়।'

সমাধান খুঁজছে চেন্নাই-হায়দরাবাদ

আজ চারশোর মাইলস্টোনে ধোনি

চেন্নাই, ২৪ এপ্রিল : বলুন তো রোহিত শর্মা, দীনেশ কার্তিক ও বিরাট কোহলির মধ্যে মিল কোথায়? তিনজনই ৪০০ টি২০ খেলে ফেলেছেন। শুক্রবার সেই তালিকায় মহেন্দ্র সিং ধোনি যোগ দিতে চলেছেন। মহেন্দ্রবাবুর মাইলস্টোন ম্যাচের আগে অবশ্য সমস্যার পাহাড়ে চেন্নাই সুপার কিংস। আগামীকাল চিপকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হাজারো সমস্যার সমাধান খোঁজাই লক্ষ্য ইয়েলো ব্রিগেডের।

আট ম্যাচে মাত্র দুইটি জয় নিয়ে দশ দলে লিগে সবার শেষে। হারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে হাফডজনে পৌঁছে গিয়েছে। উজ্জ্বল হলুদ জার্সিতে ধোনি ব্রিগেডের এহেন বিবর্ণ পারফরমেন্স মানতে কষ্ট হচ্ছে ভক্তদের। গত ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে হারের পর ধোনিও কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন, এবারের মতো প্লে-অফে ওঠার স্বপ্ন প্রায় শেষ। জোর দেবেন আগামী মরশুমের সেরা একাদশ বানানোর লক্ষ্যে।

> **আইপিএলে আজ**
>
> চেন্নাই সুপার কিংস
> বনাম
> সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
>
> সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
> স্থান : চেন্নাই
>
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সমস্যা হল, শুক্তোর মশলা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করা যায় না। তাই বিজয় শংকরদের নিয়ে আগামী মরশুমেও সিএসকে কতটা শক্তিশালী হতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

গুমোট পরিস্থিতিতে আশার আলো অবশ্য আয়ুষ মাত্রে, শাইক রশিদের মতো তরুণরা। আগামীকালও ভালো কিছুর জন্য এদের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে ধোনিকে। চেন্নাইয়ের মতো সানরাইজার্সও সমস্যার পাহাড়ে বসে রয়েছে। ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মাদের গত বছরের মারকাটারি ক্রিকেট এবার ক্লিক করেনি। নিটফল, নয় নম্বরে নেমে গিয়ে 'গ্রহণ' লেগেছে সানরাইজার্সের। যা কাটাতে প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের ঘুরে দাঁড়ানো প্রয়োজন। সবমিলিয়ে লিগের নয় ও দশ নম্বর দলের লড়াইয়ে বাজিমাত করে কে একটু অক্সিজেন পায়, সেটাই দেখার।

'ভারত-ইংল্যান্ড উপভোগ্য সিরিজ হবে'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : নৈশালোকের ঝলমলে ইডেন গার্ডেন্স। শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ। তার আগে সন্ধ্যার ইডেনে তখন দুই শিবিরই চুটিয়ে অনুশীলনে ব্যস্ত।

এমন সময় বৃদ্ধ বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এক তরুণী প্রবেশ করলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননের ক্লাব হাউসে। মাঠ থেকে তাঁকে দেখেই হাত নাড়লেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর তাঁকে দেখে এগিয়ে এলেন পাঞ্জাব কিংসের সাজঘরের সামনে।

ভালো করে দেখার পরই চমক। ঈশা গুহ। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার। মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮টি টেস্ট, ৮৩টি একদিনের ম্যাচ ও ২২টি টি২০ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ঈশার। এখন স্কাই স্পোর্টসে নিয়মিত ধারাভাষ্য দেন। আপাতত কিছুদিনের ছুটিতে বাবা বরুণ গুহকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কলকাতায়। পরিকল্পনা রয়েছে বেঙ্গালুরু ও ধরমশালায় যাওয়ার। শনিবার রাতের ইডেনে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব ম্যাচও গ্যালারিতে বসে দেখবেন। শেষ কবে ভারতে এসেছেন? প্রশ্ন করতেই গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন ঈশা। একটু ভেবে বলে দিলেন, '২০০৫-'০৬ মরশুমে ভারত সফরে এসেছিলাম ইংল্যান্ড দলের প্রতিনিধি হিসেবে। এই ইডেনে টেস্টও খেলেছি।' তাঁর বাবা ক্রিকেটপ্রেমী বরুণ মনেই করতে পারছিলেন না শেষ কবে ইডেনে বসে খেলা বা অনুশীলন দেখেছেন কোনও দলের। বলছিলেন,

ছুটি কাটানোর মাঝে বাবার সঙ্গে ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের ঈশা গুহ।

'২০২৩ সালে অল্প কয়েকদিনের জন্য একবার ভারতে এসেছিলাম। সেই সময় কলকাতাতেও হাজির হয়েছিলাম। তবে ইডেনে আসা হয়নি।'

জুন মাসে রোহিত শর্মার ভারত ইংল্যান্ড সফরে যাবে। পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটমহলে ভালোরকম আগ্রহ রয়েছে। ঈশা সেই সিরিজে স্কাই স্পোর্টসে ধারাভাষ্যও দেবেন। আসন্ন ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ,

বাবার সঙ্গে ইডেনে ঈশা গুহ

> খুব দুঃখজনক ঘটনা। কাশ্মীরের মতো জায়গায় এই রকম ঘটনা ভাবাই যায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব মর্মাহত।
>
> **ঈশা গুহ**

'নিশ্চিতভাবেই উপভোগ্য সিরিজ হবে। দুর্দান্ত দুটি দল যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে, মজাদার ক্রিকেট দেখতে পাব আমরা। কোন দল ফেভারিট, প্লিজ প্রশ্নটা করবেন না আমায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি দুর্দান্ত একটা সিরিজের অপেক্ষায় রয়েছি।' বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে জোরদার জল্পনা চলছে। কোহলি-রোহিতদের মধ্যে কি এখনও ক্রিকেট বেঁচে রয়েছে? প্রশ্ন শুনে ঝড়ের গতিতে ঈশার জবাব, 'অবশ্যই। রোহিত-বিরাটরা ভারতীয় ক্রিকেটকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমি নিশ্চিত ওদের মধ্যে এখনও ক্রিকেট বেঁচে রয়েছে। রোহিতরা এমন প্রতিভা, যাঁরা নিজেরাই ঠিক করবেন ক্রিকেটকে অবসর জানানোর সময়টা।'

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় জসপ্রীত বুমরাহ টানা পাঁচ টেস্টের ধকল নিতে পারেননি। সিডনিতে শেষ টেস্টে চোট পেয়েছিলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ায় বুমরাহর সঙ্গে মহম্মদ সামি ছিলেন না। ফলে ভারতীয় পেস বোলিং কিছুটা দুর্বল ছিল। বিলেত সফরে ভারতীয় বোলিং কি 'এক্স' ফ্যাক্টর হবে? ঈশা বলছেন, 'বুমরাহ আইপিএল খেলছে। ওর ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয় না। আধুনিক ক্রিকেটের সেরা জোরে বোলার ও। বিলেত সফরে বুমরাহর সঙ্গে সামিও থাকবে। আমি নিশ্চিত, ভারতীয় বোলিং চাপে রাখবে ইংল্যান্ড ব্যাটিংকে।'

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ঈশা বলেছেন, 'খুব দুঃখজনক ঘটনা। কাশ্মীরের মতো জায়গায় এই রকম ঘটনা ভাবাই যায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব মর্মাহত।'

প্যালেসের বিরুদ্ধে ড্র আর্সেনালের

প্রিমিয়ার লিগ জয়ের অপেক্ষায় লিভারপুল

লন্ডন, ২৪ এপ্রিল : লিভারপুলের কাজটা আরও কমিয়ে দিল আর্সেনাল। ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে পয়েন্ট খুইয়ে রেডস শিবিরের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতা কার্যত নিশ্চিত করে দিল মিকেল আর্তেতার দল। প্যালেসের বিরুদ্ধে দুইবার এগিয়ে গিয়েও ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র করল গানাররা।

বুধবার ঘরের মাঠে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন ইয়াকুব কিভিওর। প্যালেস অবশ্য তাতে দমে যায়নি। গোল শোধের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় তারা। অবশেষে ২৭ মিনিটে সমতায় ফেরে ক্রিস্টাল প্যালেস। ৪২ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের গোলে ফের এগিয়ে যায় আর্তেতার আর্সেনাল। ম্যাচের শেষলগ্নে অবিশ্বাস্য শটে প্যালেসকে সমতায় ফেরান ফিলিপ মাতেতা। এদিন ড্র করায় ৩৪ ম্যাচ খেলে আর্সেনাল রইল ৬৭ পয়েন্টে। বাকি চার ম্যাচ জিতলেও সর্বোচ্চ ৭৯ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারবে তারা। সেখানে লিভারপুল ৩৩ ম্যাচে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে। ফলে রবিবার টটেনহাম হটস্পারের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করলেই খেতাব ঘরে তুলে ফেলবে আর্নে স্লটের দল।

স্বাভাবিকভাবেই পয়েন্ট খুইয়ে হতাশ আর্সেনাল কোচ আর্তেতা। তিনি বলেছেন, 'দলের খেলায় আজ সত্যিই আমি হতাশ। আমরা ধারাবাহিকতা দেখাতে পারিনি। আধিপত্য ধরে রাখতে পারিনি।' এই নিয়ে এবারের প্রিমিয়ার লিগে ১৩টা ম্যাচ ড্র করল আর্সেনাল। তা নিয়েও আক্ষেপ ঝরে পড়ল আর্তেতার গলায়।

শুভেচ্ছা

☺ Tanmay & Riya (ভারতনগর) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায়-'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট।' শিলিগুড়ি।

ঘরে প্রথম জয় আরসিবি-র

ফের বিরাট নজির কোহলির

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-২০৫/৫
রাজস্থান রয়্যালস-১৯৪/৯

বেঙ্গালুরু, ২৪ এপ্রিল : 'কে বলেছে তোমাকে এখানে অচেনা হয়ে আসতে? এই মাঠ তোমাকে প্রত্যেকবার পুজো করেছে, সম্মান দিয়েছে। এখানে তুমি বারবার অতিথি হয়েই এসো।'

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম অতীতে একাধিক বিরাট কোহলির ক্লাসিক ইনিংসের সাক্ষী থেকেছে। অন্যতম প্রিয় এই মাঠে বৃহস্পতিবার আরও একটি বিরাট নজির গড়লেন কোহলি। টি২০-তে প্রথম ব্যাটার হিসেবে একটি ভেনুতে ৩৫০০ রানের মাইলস্টোনে পা রাখলেন তিনি। বিরাট নজির তৈরির দিনেই অষ্টাদশ আইপিএলে ঘরের মাঠে প্রথম জয় পেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ১১ রানে জিতে তারা লিগ টেবিলে তিন নম্বরে উঠে এসেছে।

বিরাট, দেবদত্ত পাডিক্কালের অর্ধশতরানে ভর করে ২০৫/৫ স্কোরে পৌঁছানোর পরও আরসিবি জয় নিয়ে চিন্তায় ছিল। ১৮ নম্বর ওভার শেষ হওয়া পর্যন্ত ম্যাচ রাজস্থানের দিকেই ঝুঁকে ছিল। শেষ ১২ বলে তাদের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৮ রান। ক্রিজে সেট হয়ে যাওয়া ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে হাতে আরও ৪ উইকেট। কিন্তু ফিনিশিংয়ে সাম্প্রতিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি রাজস্থান। গত কয়েকটি ম্যাচের মতো শেষ ওভার নয়, ১৯ নম্বর ওভার থেকেই তাদের পতন শুরু হয়। ধ্রুব (৩৪ বলে ৪৭) ও জোফ্রা আর্চারকে (০) তুলে নেওয়া ছাড়াও জোশ হ্যাজেলউড এই ওভারে মাত্র ১ রান খরচ করে তাদের চাপ বাড়িয়ে দেন। এরপর শেষ ওভারে যশ দয়ালের হিসেবকষা বোলিংয়ে আটকে গিয়ে রাজস্থান থেমে যায় ১৯৪/৯ স্কোরে।

এদিন ওপেনিং জুটিতে ভালো শুরু উপহার দেন বিরাট (৪২ বলে ৭০) ও ফিল সল্ট (২৬)। ৬১ রান ওঠার পর সল্টকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা। কিন্তু বিরাট একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। পাশে পেয়ে যান গত ম্যাচে ফর্মে ফেরা দেবদত্তকে (২৭ বলে ৫০)। তাঁদের ৯৫ রানের ঝুঁকিহীন পার্টনারশিপ বেঙ্গালুরুর বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। ৩২ বলে ৫০-এর গণ্ডি টপকে আইপিএলে ৬৮ নম্বর অর্ধশতরান পেয়ে যান কোহলি।

আটটি চার ও জোড়া ছয়ে সাজানো ইনিংসে চেনা সব শট বেরোল কোহলির ব্যাট থেকে। যার মধ্যে তুষার দেশপাণ্ডেকে মারা লেগসাইডে ফ্লিকটা সেরা। সন্দীপ শর্মার (৪৫/২) বলে আউট হওয়ার আগে অর্ধশতরান সেরে নেন দেবদত্তও।

রানতাড়ায় নেমে ঝড় তুলেছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল (১৯ বলে ৪৯)। জোড়া ছয়ে শুরু করলেও ১৬-তে থেমে যান ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। ৫২ রানের ওপেনিং জুটি গড়ে তাঁরা মঞ্চ তৈরি করে দিলেও ফিনিশিং টাচের অভাবে ফের ডুবল রাজস্থান।

অর্ধশতরানের পর বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে। - এএফপি

সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে চান টাংরি

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : 'সুপার কাপ জিততে নিজেদের সেরাটা দেব।'

ভুবনেশ্বরে উড়ে যাওয়ার আগে হুংকার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক দীপক টাংরির। এদিনই ক্লাবের তরফ থেকে ২৫ জনের দল ঘোষণা করা হয়। যার অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ক্লাবের অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা এই মিডফিল্ডার। দীপক নিজেই জানালেন তাঁর ছোট থেকে দেখা স্বপ্ন সফল হল। তিনি বলেছেন, 'ছোট থেকে মোহনবাগানে খেলছি। তারপর সিনিয়ার দলে ঢুকেছি। এরকম ক্লাবে অধিনায়কত্ব করার স্বপ্ন সবারই থাকে। আমারও ছিল। আট-নয় বছর পরিশ্রমের পর স্বপ্ন সত্যি হল বলা যেতে পারে।' সুপার কাপে মূলত কিছু সিনিয়ার ও আরএফডিএলে খেলা ফুটবলারদের মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দীপক বলেছেন, 'নতুনদের সুযোগ দেওয়া ভালো। আমাদের একটা জুনিয়ার স্কোয়াড

ছিলই। তারা সুযোগ পাবে। নতুনরা সুযোগ পাওয়া সবসময়ই ভালো। কিছু সিনিয়ার ফুটবলারও আছে। জুনিয়ারদের পক্ষে ভালো যে তারা এরকম একটা প্রতিযোগিতায় সিনিয়ারদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাবে। এতে ওরাও উপকৃত হবে।' অধিনায়ক হলেও অবশ্য জুনিয়ারদের বাড়তি কিছু বলার দরকার আছে বলে তিনি মনে করছেন না। বরং দীপকের কথায়, 'এই জুনিয়াররা মোহনবাগানের জার্সি গায়ে দিয়েই খেলে। তাই এর ওজন জানা আছে ওদের। আমি শুধু এটুকুই বলব ওদের, খেলাটাকে উপভোগ করো তাহলেই হবে। আমরা সকলেই নিজেদের সেরাটা দিতে তৈরি।'

প্রথম রাউন্ডে চার্চিল ব্রাদার্স নাম তুলে নেওয়ায় মোহনবাগান সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলবে। আগামী শনিবার তাদের প্রথম ম্যাচ কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে। যারা আবার নাকি ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। অস্কার ব্রুজোঁর দলের বিপক্ষে ওই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেন নোয়া সাদাউ। এই প্রসঙ্গে দীপকের মন্তব্য, 'কেরালা ব্লাস্টার্সকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। আইএসএলে যা শক্তি ছিল, ওদের এখনও তাই আছে। শুধু কোচ পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো এতে মানসিকতার কিছু পরিবর্তন হতে পারে। আর নোয়াকে নিয়েই বা আলাদা করে কী বলব? আমরা এগারোজনের বিপক্ষে খেলব। সবটাই দলগতভাবে হবে। কোচেরও পরিকল্পনা থাকবে। নোয়াকে আটকানো যাবে না, এমন তো নয়।' ম্যানেজমেন্ট থেকে কোচ বাস্তব রায়, সকলেই বলছেন সুপার কাপে তারা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দল পাঠাচ্ছেন। সেখানে দলের অধিনায়ক কিন্তু যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন, 'নিজেদের সেরাটা দিতে চাই। সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হতেই যাচ্ছি।' শেষপর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে নিশ্চিতভাবেই সেটা ফুটবলার থেকে সমর্থক, সবার কাছেই হবে বোনাসের মত।

'ছন্দটা শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে হবে'

বক্তা রোহিত, মনোযোগী শ্রোতা হার্দিক

হায়দরাবাদ, ২৪ এপ্রিল : প্রথম পাঁচ ম্যাচে একটা জয়।

সেখান থেকে উলটপুরাণ। শেষ চারেই জিৎ! দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতি থেকে নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু। অতীতের সাফল্যের ইতিহাসকে যা উসকে দিচ্ছে। শুরুতে ব্যর্থতা। শেষ পর্বে জ্বলে ওঠা। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বারবার যা করে দেখিয়েছে।

> টস গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরিস্থিতি যা ছিল আমাদের প্রথমে বোলিং করার ইচ্ছে ছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল এটা ২৬০-২৮০ উইকেট। যদিও সবকিছু রাতারাতি বদলে যায়। ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।
>
> **ড্যানিয়েল ভেত্তোরি**

২০২৫ সালে কি সেরকম কোনও স্ক্রিপ্ট অপেক্ষা করছে? আর সেই নয়া স্ক্রিপ্ট লিখছেন প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। প্রথম সাত ম্যাচে ব্যাট কার্যত নিশ্চুপ। ব্যাটিং গড় মাত্র ১৩.৪। রোহিতের আইপিএল কেরিয়ার ঘিরেও নানান প্রশ্ন উঠছিল। শেষ দুইয়ে চেন্নাই সুপার কিংস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে স্বমেজাজে হিটম্যান। জোড়া হাফ সেঞ্চুরিতে সমালোচকদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন।

রোহিত স্পর্শে জ্বলে উঠছে সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটও। তারই ঝলক সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে। হার্দিক পান্ডিয়া অধিনায়ক হলেও ফের মাঠ, দলের সাজঘরেও যেন অঘোষিত 'নেতা' রোহিত।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে সর্বাধিক ২৬০ ছক্কা মারার (কায়রন পোলার্ডের ২৫৮-কে পিছনে ফেলে) রেকর্ডের দিনে সাজঘরে তারই ঝলক।

জিতে ফেরার পর দলের সামনে বক্তব্য রাখলেন। রোহিত বলছেন, বাকিদের সঙ্গে যেখানে মনোযোগী শ্রোতা হার্দিক পান্ডিয়াও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পোস্ট করা ভিডিওয় সেই ছবি উঠে এসেছে। রোহিতকে নিয়ে ভিডিওয় ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'পরপর দুই ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি। সাজঘরে ব্যাটিং পুরস্কার। মাঠের সর্বত্র মেরেছে ওদের। আমরা সবাই যা দেখতে ভালোবাসি।'

সতীর্থদের উদ্দীপনা জোগাতে রোহিতের মূল বক্তব্য, দল সাফল্যে ফিরেছে। ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। ম্যাচ শুরুর আগে হাডলেও দলকে সেকথা বলেছিলেন। তারই প্রতিফলন মিলেছে বাইশ গজে। মুম্বইয়ের পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নের বিশ্বাস, ছন্দটা শেষপর্যন্ত বজায় থাকবে। এই সাফল্য ধরে রাখতে হবে।

রোহিতকে ঘিরে মুম্বই যখন চনমনে, তখন হায়দরাবাদ আরও অন্ধকারে। কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি অবশেষে স্বীকার করে নিলেন, প্রথম বল থেকে চোখ কান বুজে চালানোর পরিকল্পনা বুমেরাং হচ্ছে। বলেছেন, 'টস গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরিস্থিতি যা ছিল আমাদের প্রথমে বোলিং করার ইচ্ছে ছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল এটা ২৬০-২৮০ উইকেট। যদিও সবকিছু রাতারাতি বদলে যায়। ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।'

স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটে রোহিত শর্মার সঙ্গে আলোচনায় হার্দিক পান্ডিয়া।

ইস্টবেঙ্গলকে ভালো দল গড়ার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সাফল্যের উদাহরণ টেনে ইস্টবেঙ্গলকে আরও ভালো করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর।

বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সদনে ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষ নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র 'শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তিপ্রকাশ অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের পারফরমেন্স ভালো নয় কেন। দলের এই পারফরমেন্সে সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হন ক্লাবের সমর্থকরা। মোহনবাগান তো দুর্দান্ত দল গড়েছে। আইএসএলে সবাইকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শুধু টাকা খরচ করলেই হয় না। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ভালো খেলোয়াড় নিতে হবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি ক্লাবকর্তাদের বলব এই বিষয়ে তারা যেন বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা করেন। আগে থেকে পরিকল্পনা করে ভালো মানের খেলোয়াড় দলে নিতে হবে। বাংলায় খেলোয়াড়ের অভাব নেই। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে চললে ইস্টবেঙ্গল সাফল্য পাবে।'

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই পহলগাম হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর মহিলা জাতীয় লিগ জয়ী লাল-হলুদ দলকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাদেরকে ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কারও তুলে দেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি ট্রফিও তুলে দিন তিনি। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল আমাদের গর্বিত করেছে। দলের কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজকে শুভেচ্ছা জানাই। আগামী মরশুমে লাল-হলুদের মেয়েরা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে। আশা করছি, ওখানেও সাফল্য পাবে তারা।'

এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ, মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত, প্রাক্তন মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্র সদনে বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : ডি মণ্ডল

নয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রস্তাব মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : রাজারহাটে ১৫ একর জমিতে সিএবি-কে নয়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'রাজারহাটে ১৫ একর জমি রয়েছে। ওখানে ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি করার কথা ছিল। কিন্তু সেটা না হওয়ায় সিএবি-কে ওখানে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব দিচ্ছি। সরকার সবরকম সাহায্য করবে।' একটা সময় ইডেনে ফুটবল খেলা হত। পরে ইডেন গার্ডেন্স পুরোপুরি ক্রিকেটের হাতে চলে যায়। এবারেও ফুটবলের জন্য নির্ধারিত জমি ফুটবল কর্তাদের অপদার্থতায় ক্রিকেটের হাতে চলে যাচ্ছে। এদিকে রাতের দিকে এই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, আগে সমস্ত বিষয়টি বুঝবেন। তারপর এই নিয়ে মন্তব্য করবেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ডুমুরজলাতেও ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন।

আজ চারশোর মাইলস্টোনে ধোনি

- খবর এগারোর পাতায়

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সের পুরস্কার হাতে শ্রেয়া ধর এবং সায়ন্তনী দাসগুপ্ত।

চ্যাম্পিয়ন শ্রেয়া, দেবাংশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার রাজ্য র‍্যাংকিং শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আয়োজক সংস্থার শ্রেয়া ধর। তুফানি সংঘের রেইনবো অ্যাকাডেমিতে ফাইনালে তার কাছে হেরে যায় একই সংস্থার সায়ন্তনী দাসগুপ্ত। অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন উত্তর কলকাতার দেবাংশী চক্রবর্তী। রানার্স একই জায়গার দীপ্তি দাস।

জয়ী নবাঙ্কুর, নেত্রবিন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির শান্তিপ্রিয় গুহ, সুজিত সেনগুপ্ত ও গৌতম গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে বৃহস্পতিবার নবাঙ্কুর সংঘ এফসি ২-০ গোলে হারিয়েছে দেশবন্ধু তরাই মর্নিংকে। ম্যাচের সেরা রোহন শৈব ছাড়াও গোল করে জেমস মুর্মু। জেমসের গোলটি এসেছে পেনাল্টি থেকে।

শালুগাড়া নেত্রবিন্দু এফসি ৭-০ গোলে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে বিধ্বস্ত করে। অনীত ছেত্রী হ্যাটট্রিক করে। বাকি চার গোলস্কোরার রোহিত সাহা, চিত্তিশ রাই, অরবিন্দ ছেত্রী ও আদিত্য ছেত্রী। বৃহস্পতিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে দুটো খেলা রয়েছে। খেলবে উইনার্স কোচিং সেন্টার-ভিএনসি মর্নিং সকার ও পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি ও হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি।

তৃতীয় পদক সোমার

বাগডোগরা, ২৫ এপ্রিল : তৃতীয় পদক জয় করলেন বাগডোগরার সোমা দত্ত। সুপার মাস্টার্স গেমস ফেডারেশনের উদ্যোগে হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় জাতীয় মাস্টার্স গেমসের দ্বিতীয় দিনে লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়ে রুপো পেয়েছেন তিনি। প্রথম দিন সোমা হাই জাম্পে সোনা এবং একশো মিটার দৌড়ে রুপো পেয়েছিলেন।

আলাদিনের জাদুতে ধরাশায়ী মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-৬
(জিতিন, আলাদিন-হ্যাটট্রিক, নেস্টর, গুইয়েরমো)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : হারই ভবিতব্য। এটা মেনে নিয়েই যেন সুপার কাপ খেলতে নেমেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

আলাদিন আজারাইয়ের জাদুতেই ধরাশায়ী সাদা-কালো শিবির। বৃহস্পতিবার মহমেডান যত না নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র কৌশলের কাছে পরাস্ত হল, তার চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি। তিনদিনের অনুশীলন। হুয়ান পেদ্রো বেনালির পূর্ণশক্তির দলের সামনে মাত্র এক বিদেশি। পর্যাপ্ত ফুটবলারের অভাব। বাধ্য হয়েই আক্রমণ আর মাঝমাঠের ফুটবলারদের খেলাতে হল রক্ষণে। এগুলোই মারাত্মক প্রভাব ফেলল। গোটা ম্যাচের মধ্যে ৬১ মিনিটে রবি হাঁসদার শট ছাড়া বিপক্ষের রক্ষণকে সেই অর্থে পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারল কই মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দল। হাসতে হাসতে ৬-০ গোলে ম্যাচটা জিতে নিল নর্থইস্ট।

গোলবর্ষণ শুরু তৃতীয় মিনিটে। মহমেডানকে প্রথম ধাক্কাটা দেন জিতিন এমএস। রক্ষণের ভিড়ের মধ্যে থেকে বল জালে পাঠান তিনি। ম্যাচের শুরু থেকেই অনভ্যস্ত পজিশনে বেশ নড়বড়ে লাগছিল অমরজিৎ সিং কিয়াম, বিকাশ সিংদের। নর্থইস্ট সেই সুযোগ পুরোদস্তুর কাজে লাগায়। ১৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করলেন আলাদিন। বক্সের সামনে থেকে নিখুঁত প্লেসিংয়ে লক্ষ্যভেদ। মিনিট দুয়েকের মধ্যে আরও একবার গুইয়েরমো ফার্নান্ডেজের জন্য বল সাজিয়ে দেন তিনি। তবে হেডার তেকাঠির মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। ৪২ মিনিটে জিতিনের বাড়ানো বল থেকে মাটি ঘেঁষা শটে তৃতীয় গোল করেন নেস্টর আলবিয়াখ। মহমেডান যে আক্রমণ সংগঠিত করতে পারেনি তা নয়। আসলে মার্ক আন্দ্রে সমারবক, ইসরাফিল দেওয়ানদের সব প্রচেষ্টাই ভোঁতা হয়ে গেল নর্থইস্ট রক্ষণের সামনে।

দ্বিতীয়ার্ধে আরও আগ্রাসী বেনালির দল। ৫৭ মিনিটে ফের গোল আলাদিনের। প্রথম প্রচেষ্টায় থই সিংয়ের শট রুখে দিলেও ফিরতি বল জালে পাঠান মরক্কান স্ট্রাইকার। ৬৬ মিনিটে আরও একবার সাদা-কালো রক্ষণের জাল ছিঁড়ল নর্থইস্ট। গুইয়েরমোর গোলের নেপথ্যে অবদান সেই আলাদিনেরই। সংযুক্তি সময়ে তিনি হ্যাটট্রিক সেরে ফেললেন পেনাল্টি থেকে। মহমেডানের বিরুদ্ধে ম্যাচের সেরাও আলাদিনই।

মহমেডান : শুভজিৎ, বিকাশ, সাজাদ, সামাদ, অমরজিৎ, আঙ্গুসানা (ম্যাক্সিয়ন), সমারবক, চিকারো, ইসরাফিল (বামিয়া), রবি ও রেমসাঙ্গা (অ্যাডিসন)

নর্থইস্ট ইউনাইটেডের জয়ের নায়ক আলাদিন আজারাই।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা মাহবুল শেখ - কে 02.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93G 59419 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি জীবনে উন্নতির কথা ভাবছিলাম সেই মুহূর্তে ডিয়ার লটারি আমাকে একটি সঠিক পথ দেখিয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা আমাকে আমার সর্বস্ব অর্জন করার আত্মবিশ্বাস প্রদান করেছে। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমি সবাইকে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার অনুরোধ করছি, কারণ ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি অসংখ্য কোটিপতি তৈরী করেছে এবং আপনি হয়তো হতে পারেন পরবর্তী কোটিপতি।"

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ব্যাডমিন্টন নিয়ে বড় পরিকল্পনা ফ্রেন্ডসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ এপ্রিল : শীতকালে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন রাজ্য পর্যায়ের ব্যাডমিন্টন আগে থেকেই আয়োজন করত। তৃতীয়বার ক্লাবের সভাপতি ও সচিব পদে ফিরে এসে অমরচন্দ্র পাল এবং মদন ভট্টাচার্য ঘোষণা করে দিলেন জাতীয় পর্যায়ের ব্যাডমিন্টন আয়োজন এবার তাঁদের লক্ষ্য হবে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু পরিকল্পনা তাদের রয়েছে বলে জানিয়েছেন। মদনবাবু বলেছেন, 'আমাদের টেবিল টেনিস কোচিং ক্যাম্পে এখন ৫০ জন শিক্ষার্থী। কস্তুরী চক্রবর্তীর অধীনে তারা ভালোভাবেই তৈরি হচ্ছে। তাদের উন্নতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে আমরা জাতীয় পর্যায়ের টেবিল টেনিস আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছি। এছাড়াও ক্লাবের মাঠে একটি নৈশ ভলিবল আয়োজনের ইচ্ছা আছে আমাদের।' অমরবাবু বলেছেন, 'বেশ কিছু টুর্নামেন্ট একটা সময়ে সূর্যনগর মাঠে হলেও নানা কারণে তা বেশ কয়েক বছর বন্ধ রয়েছে। সেটা যাতে ফিরিয়ে আনা যায় সেই ব্যাপারে সচিবের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা পদক্ষেপ নেব।'

ফ্রেন্ডসের কার্যনির্বাহী সভাপতি হয়েছেন তরুণ পাল। সহ সভাপতি সুপ্রিয় ভট্টাচার্য ও সুধাংশু দত্ত। সহকারী সচিব কিরণ মজুমদার ও অলোক দাস। কোষাধ্যক্ষ সুরজিৎ মজুমদার। সাংস্কৃতিক সচিব উজ্জ্বল নন্দী ও পিন্টু মজুমদার। আউটডোর গেম সচিব অজয় ভট্টাচার্য ও মানিক সরকার। ইন্ডোর গেম সচিব সন্তোষ চৌধুরী ও গোপাল দে। ওয়েলফেয়ার সচিব কৌশিক সরকার ও বান্টি দত্ত।

নতুন লক্ষ্যে কাজ শুরুর অপেক্ষায় সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের কমিটি।

রোনাল্ডোদের কোচের দৌড়ে মোরিনহো

লিসবন, ২৪ এপ্রিল : ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত রবার্তো মার্টিনেজের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। তবে তাঁকে সরিয়ে দিতে চাইছে পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন। পরিবর্তে কোচ হিসাবে হোসে মোরিনহোকে চাইছে তারা। ২০২৪ সালে ইউরোয় সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি পর্তুগাল। দল নির্বাচন নিয়েও অভিযোগ রয়েছে মার্টিনেজের বিরুদ্ধে। যে কারণে বিশ্বকাপের আগেই নতুন কোচ নিয়োগ করতে চাইছে তারা। সেক্ষেত্রে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দেশের ফেডারেশনের পছন্দ মোরিনহো। তবে এই মুহূর্তে তুরস্কের ক্লাব ফেনেরবাখের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। ঘরোয়া লিগে খেতাবের দৌড়ে তাঁর দল। তুরস্কের ক্লাবটির সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তিও রয়েছে মোরিনহোর।

কায়ম চূর্ণ
কায়ম ট্যাবলেট
কায়ম দানা
শেঠ ব্রাদার্স, ভাবনগর-এর উৎপাদিত পণ্য
UIN:GUJARAT/0003/2025